Bangsha-Parichay: the Aguri family entries

বংশ-পরিচয়: উগ্রক্ষত্রিয় (আগুরি) বংশ-বিবরণ

Bengali text and English translation of seven entries in Jnanendranath Kumar's Bangsha-Parichay, vols II, III, VI and XIV (1921–1934)

Entries in this document

#	Entry	Volume (year)	Printed pp.	PDF pp.
1	Rai Bahadur Bijaynarayan Kundu, Itachuna (Hooghly)	II (1921)	213–217	282–288
2	Rai Banwarilal Hati Bahadur, Adhra (Burdwan)	III (1923)	371–373	520–524
3	Paramsukh Hazra, Kurchi (Katwa)	VI (1927)	[360]–361	433–436
4	Bijaygobinda Chaudhuri, Putsuri (Burdwan)	XIV (1934)	107–115	156–164
5	Pratap Chandra Ray, CIE, Shanko (Burdwan)	XIV (1934)	185–230	242–289
6	The Pal family of Burdwan (Hitta)	XIV (1934)	370–389	509–528
7	The Hazra family of Bilwagram (Galsi)	XIV (1934)	390–399	529–540

Source

Jnanendranath Kumar (compiler and publisher), Bangsha-Parichay (বংশ-পরিচয়), Calcutta, 1921–1938. The scans used are the Digital Library of India copies on archive.org: vol. II in.ernet.dli.2015.301879; vol. III in.ernet.dli.2015.356039; vol. VI in.ernet.dli.2015.356076; vol. XIV in.ernet.dli.2015.352594. Local copies are in Downloads/Aguri Source Downloads/Aguri_Bengali_Sources_02 and _03.

These are the seven entries found when all locally held volumes (I–XIV, XVI, XVII, XIX) were searched for Aguri / Ugra Kshatriya families on 14 October 2026. The Sahana entry in vol. XII (1932) is not repeated here; its Bengali text and translation are in research/bangsha-parichay-sahana-2026-10-14/. Volumes XV and XVIII were not available.

How the text was prepared

Bengali: transcribed page by page from the page images, with machine OCR (Tesseract, best Bengali model) used only as a starting point and cross-check. The printed spelling of the 1920s–30s is kept (sadhu bhasha; spellings such as কার্য্য, বর্দ্ধমান, পূর্ব্ব). Obvious broken type has been corrected silently. Where the print is faint or missing, the gap or the probable reading is given in square brackets. It has not yet been proofread by a second reader.

English: a close translation in plain modern English. Names are romanised (Bijaynarayan, Gangnarayan, Putsuri and so on). Square brackets in the English mark my own notes, approximate conversions of Bengali-calendar dates, and uncertain readings or renderings. Round brackets are either the author's own or a short gloss of a Bengali term; the Bengali column shows which.

Layout: each row pairs a Bengali paragraph with its English. A grey marker such as [পৃ. ২১৫] / [p. 215] shows where a new printed page begins inside a paragraph; a separate grey row shows a page that begins with a new paragraph. Portrait plates are noted in shaded rows by their captions.

How to read these entries

Bangsha-Parichay is a subscription compendium of family histories, written largely from material the families supplied. Its entries are status literature: praise is part of the genre, and claims about origins (descent from Agra soldiers of Man Singh, from the Pala emperors, or from Lausen of the Dharmamangal) are the families' own and

have not been verified. Their value lies in what they show families claiming in the 1920s–30s, in the names, places, dates, rites and sayings they preserve, and in the links between families.

1. Rai Bahadur Bijaynarayan Kundu of Itachuna

রায় বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু বাহাদুর

Bangsha-Parichay, vol. II (1921), printed pp. 213–217 · PDF pp. 282–288 of D4_Bangsha_Parichay_v02_1921.pdf (archive.org in.ernet.dli.2015.301879)

বাংলা	English
পৃ. ২১৩	p. 213
বঙ্গদেশে দানবীর, পরোপকারপরায়ণ, স্বদেশহিতানুষ্ঠাননিরত ব্যক্তিদিগের মধ্যে রায় বাহাদুর বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নিঃস্ব জনের একান্ত বন্ধু, আর্ত্তের সহায় এবং বিপন্নের আশ্রয়স্থল। স্বদেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে তিনি যাহা করিতেছেন তাহা চিরকাল আদর্শস্বরূপ হইয়া থাকিবে।	Among the great donors of Bengal, men devoted to the good of others and engaged in works for the welfare of their country, the name of Rai Bahadur Bijaynarayan Kundu deserves special mention. He is a true friend to the destitute, a helper of the afflicted and a refuge for those in distress. What he is doing to improve education and health in his own country will always stand as an example.
রায় বিজয় নারায়ণ কুণ্ডু বাহাদুরের নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত ইটাচোনা গ্রামে। ইনি জাতিতে উগ্র ক্ষত্রিয়। ১২৬৭ সালের (ইং ১৮৬০-১) ২৭শে কার্ত্তিক তারিখে শুভলগ্নে পিতার তাৎকালিক কর্ম্মস্থান বিহারের অন্তর্গত আরা জিলা-সদরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মকাল হইতেই ইঁহার পিতার আর্থিক ও অপরাপর বিষয়ে সংসারে শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতে থাকে। ইনি বাল্যকাল হইতেই দৃঢ়কায়, সবল ও অনন্যসাধারণ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। হুগলিতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া ইনি কলিকাতায় সিটিকলেজে প্রবিষ্ট হন। ইনি স্বভাবগুণে সকল শিক্ষকের ভালবাসার পাত্র হইয়াছিলেন এবং সহপাঠীরাও বিজয়নারায়ণকে উদারচিত্ত দেখিয়া অত্যন্ত ভালবাসিত। ইনি ইং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ২২ বৎসর বয়সে বোম্বাই প্রদেশে পিতার কন্‌ট্রাক্টরী কার্য্যে যোগদান করেন, এবং অসীম অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করেন। ১৯০১ খ্রীঃ তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর হুগলি, বর্দ্ধমান, সাঁওতাল পরগণা, কলিকাতা ও হাবড়া জেলার অন্তর্গত বিস্তৃত জমিদারীর তত্ত্বাবধারণ জন্য দেশে প্রত্যাগমন করেন।	Rai Bijaynarayan Kundu Bahadur's home is in the village of Itachuna in Hooghly district. By caste he is an Ugra Kshatriya. He was born at an auspicious moment on 27 Kartik 1267 BS (AD 1860–61) at Arrah, the headquarters of the district of that name in Bihar, where his father was then working. From the time of his birth his father's household prospered, in money and in other ways. From childhood he grew up sturdy, strong and exceptional. After completing his primary education at Hooghly he entered City College in Calcutta. His nature made him a favourite of all his teachers, and his classmates too were very fond of Bijaynarayan for his generous spirit. In 1883, at the age of 22, he joined his father's contracting business in the Bombay Presidency, and by working with boundless perseverance he earned a great deal of money. After his father's death in 1901 he returned home to manage the extensive zamindari in the districts of Hooghly, Burdwan, the Santal Parganas, Calcutta and Howrah.
পৃ. ২১৪	p. 214
ইঁহার আদিপুরুষ প্রথমে আগ্রা (পশ্চিম দেশ) হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন। এই বংশের আদিপুরুষ ৺ধর্ম্মদাস কুণ্ডু মহারাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক তদীয় অন্যান্য পদস্থ কর্ম্মচারীর সৈন্যদলের একভাগের সেনাপতিরূপে বাঙ্গালাদেশে প্রেরিত হন। বাঙ্গালা বিজয়ের পর মহারাজা মানসিংহ তাঁহাকে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী জায়গীর দান ও রাজা উপাধিতে সম্মানিত করেন। তদানীন্তন অন্যান্য নয় জন সেনানায়কও এইরূপে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভগবান দেবাদিদেব শিবের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শনার্থ তিনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত করুরী গ্রামে একটী ‘মেলা’র ব্যবস্থা করেন ও তথায় শ্রীধর নারায়ণের একটী সুদৃশ্য সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইহা বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া প্রসিদ্ধ আছে। উক্ত দেবালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও তৎসম্বন্ধীয় পূজা-উৎসবাদির স্থায়ী ব্যবস্থার জন্য	His first ancestor originally came to this country from Agra (the "western country"). The founder of the line, the late Dharmadas Kundu, was sent to Bengal by Maharaja Man Singh as commander of one division of the army of his senior officers. After the conquest of Bengal, Maharaja Man Singh gave him a jagir in Burdwan district and honoured him with the title of Raja. Nine other commanders of that time received jagirs in the same way. To show his devotion to Lord Shiva, god of gods, he arranged a mela (fair) at the village of Karuri in Burdwan district and built there a large and handsome temple of Shridhar Narayan, which has been famous for many centuries. For the upkeep of that temple and the permanent provision of

বাংলা	English
তিনি স্বীয় জায়গীরের কিয়দংশ দেবোত্তররূপে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি তথায় যথারীতি পূজা ও উৎসবাদি সম্পাদিত হইতেছে।	its worship and festivals he settled part of his jagir as debottar (land dedicated to the deity), and worship and festivals are still duly held there.
এই প্রসিদ্ধ বংশের পরবর্ত্তী বিখ্যাত বংশধর ৺চৈতন্যচরণ কুণ্ডু মহোদয় তৎকালে বাঙ্গালা দেশ হইতে চৌথ বা রাজস্বের চতুর্থাংশ দাবীকারী মহারাষ্ট্রগণের অত্যাচার হইতে বর্দ্ধমান-রাজের জমিদারী সকল রক্ষণার্থ হুগলী জেলার অন্তর্গত ইটাচোনা গ্রামে অধিষ্ঠিত হন। তদবধি পরবর্ত্তী বংশধরেরা ইটাচোনাতে বাস করিতেছেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র ৺তুলসীরাম কুণ্ডু মহাশয় তাঁহার অনতিবিলম্বে কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ইঁহার প্রপৌত্র দেশহিতব্রত দয়াবীর ৺সাফল্যরাম কুণ্ডু ইং ১৭৭৩।৭৪ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় হুগলী জেলার অন্তর্গত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজের যাবতীয় জমিদারীর অন্তর্গত প্রজাগণকে অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষকালে দুঃস্থ দারিদ্র্যনিপীড়িত প্রজাগণের সাহায্য- [পৃ. ২১৫] দান কার্য্য দেখিয়া বর্দ্ধমান-রাজ অতীব প্রীত হইয়া তাঁহাকে হুগলী জেলায় লাখরাজ দান করেন। এই ভূসম্পত্তিটী অদ্যাপি ইঁহাদের বংশধরদিগের অধিকারে রহিয়াছে।	A later famous descendant of this distinguished line, the late Chaitanyacharan Kundu, settled at the village of Itachuna in Hooghly district in order to protect the Burdwan Raj's estates from the depredations of the Marathas, who at that time were demanding chauth, a quarter of the revenue, from Bengal. Since then the later generations have lived at Itachuna. On his death his son, the late Tulsiram Kundu, was appointed to his post without delay. Tulsiram's great-grandson, the late Saphalyaram Kundu, a man devoted to his country's good and renowned for his compassion, gave generous help in food and clothing to the tenants of all the Maharaja of Burdwan's estates in Hooghly district during the terrible famine of 1773–74 [as printed]. Seeing his relief work for the destitute and poverty-stricken tenants during the famine, [p. 215] the Raja of Burdwan was greatly pleased and granted him lakhiraj (rent-free) land in Hooghly district. This property is still held by his descendants.
[চিত্র] *স্বর্গীয় শ্রীনারায়ণ কুণ্ডু।*	*[Portrait plate between pp. 214 and 215:] The late Srinarayan Kundu.*
৺সাফল্যরাম কুণ্ডু মহোদয় ইটাচোনায় ৺শ্রীধরের আর একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন ও একটী সুবৃহৎ অতিথি ধর্ম্মশালা স্থাপন করেন। এই অতিথিশালায় অদ্যাবধি অভ্যাগত অতিথিসকল যথারীতি খাদ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, পল্লীবাসিগণের স্নান-পানাদি ব্যবহার জন্য নিজ অধিকারের মধ্যে ও অপরাপর গ্রামেও অনেক সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্রও বর্দ্ধমান-রাজের কোন একটী কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্ববংশীয়গণের প্রথানুসারে কীর্ত্তিকলাপ বজায় রাখিয়া সুখ-শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া পরলোকগত হন। তাঁহার পৌত্র ৺নীলমাধব কুণ্ডু মহাশয় হুগলীর আদালতে ব্যবহারাজীবীর কার্য্য করেন ও অল্পদিনের মধ্যে কার্য্যকুশলতার সহিত যথেষ্ট সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।	The late Saphalyaram Kundu built another temple of Shridhar at Itachuna and established a large guest-house (dharmashala). Visiting guests are still duly fed at this guest-house to this day. For the villagers' bathing and drinking water he dug many large tanks, both within his own estate and in other villages. His son, too, entered some office under the Burdwan Raj, maintained the good works of his forebears according to family custom, and died after a life of peace and comfort. His grandson, the late Nilmadhab Kundu, practised as a pleader in the Hooghly court; he soon earned a high reputation for his ability, but died prematurely.
তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺শ্রীনারায়ণ কুণ্ডু মহোদয় পিতৃপিতামহের প্রথানুসারে সকল কার্য্য পরিচালন করিতে থাকেন এবং গভর্ণমেণ্টের অধীনে সার্ভেয়ারের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করেন। পিতার মৃত্যু হইলে সরকারী কার্য্য ত্যাগ পূর্ব্বক নিজ জমিদারীর তত্ত্বাবধান জন্য স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করেন। কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত রায় বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু বাহাদুর তাঁহারই পুত্র।	His eldest son, the late Srinarayan Kundu, carried on all the family's affairs according to the custom of his father and grandfather, and served with distinction as a surveyor under the Government. On his father's death he gave up government service and returned to his village to look after his own zamindari. The energetic Rai Bijaynarayan Kundu Bahadur is his son.
পূর্ব্বপুরুষের অনুষ্ঠিত দেশের লোকের দুঃখদূরীকরণার্থ একটী অবৈতনিক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, চতুষ্পাঠী, অনাথ আশ্রম, ধর্ম্মশালা, রাস্তা ঘাট প্রভৃতি	He has thoroughly renovated and improved the charitable works his forebears established to relieve the people's hardships: a free high English school, a chatuspathi (Sanskrit school), an orphanage, a

বাংলা	English
বদান্যতামূলক সৎকর্ম্ম সকলের বিশেষরূপে সংস্কার ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং ইটাচোনার নিকটবর্ত্তী তদীয় জমিদারীর অন্তর্গত গ্রামসমূহে পরস্পর সংযুক্ত সুন্দর সুপ্রশস্ত বৃক্ষশ্রেণীপরিশোভিত ১৩ [পৃ. ২১৬] ক্রোশ বা ২৬ মাইল পরিমিত পথ প্রস্তুত করিয়া আপামর সাধারণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ধনী দরিদ্র জনসমূহের পুত্রগণ বিনাব্যয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে, দীনহীন রুগ্ন লোক সকল হস্‌পিটলে থাকিয়া সুপথ্য ও ঔষধাদি লাভে সুচিকিৎসিত হইতেছে, অনাথ আশ্রমে ও ধর্ম্মশালায় নিঃস্ব ব্যক্তিগণ নিত্য যথারীতি খাদ্যাদিলাভে সন্তুষ্ট হইতেছে, নানাবিধ উপায়ে জমিদারীর প্রজাগণ উপকৃত হইতেছে ও সন্তানগণকে বিনাব্যয়ে সুশিক্ষিত করিতেছে।	dharmashala, roads and ghats. In the villages of his zamindari near Itachuna he has built a fine, broad, tree-lined road, 13 [p. 216] kos or 26 miles long, linking them to one another, to the great benefit of everyone, high and low. In the free school he founded, the sons of rich and poor alike are educated without charge; poor and sick people are well treated in the hospital, with proper diet and medicine; the destitute receive their daily food at the orphanage and the dharmashala; the tenants of the zamindari benefit in many ways and have their children well educated free of cost.
নিজগ্রামে ও তৎসন্নিহিত পল্লীতে আরও অনেক সোপান-পরম্পরা-শোভিত সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন ও পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত সরোবরগুলির পঙ্কোদ্ধার পূর্ব্বক উক্ত গ্রামসমূহের বহুল পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানপূর্ব্বক বিশেষভাবে স্বর্গীয় পিতার পদাঙ্কানুসরণ করতঃ সকল বিষয়েরই স্থায়ী সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, নিজগ্রামে কৃষকদিগের কৃষিশিক্ষার সৌকর্য্যার্থে একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন।	In his own village and the neighbouring hamlets he has dug many more large tanks with flights of steps, and dredged the reservoirs founded by his ancestors, greatly improving the prosperity and health of those villages. Following closely in his late father's footsteps, he has made lasting provision for everything. In his own village he has laid out a model farm so that cultivators can learn better farming.
আজকাল দেশের সর্ব্বত্র গোজাতির বিশেষ অবনতি পরিলক্ষিত হয়, গোজাতির অবনতি-নিবন্ধন কৃষিরও অবনতি হইতেছে। পূর্ব্বে হিন্দুরা গোজাতিকে দেবতাস্বরূপ দেখিতেন ও যথেষ্ট ভক্তির সহিত গোসেবা করিতেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বর্ত্তমান সময়ে গোজাতির উন্নতির দিকে লোকের আদৌ লক্ষ্য নাই। কিন্তু সদাশয় রায় বাহাদুর মহাশয় যাহাতে এতদ্দেশে গোজাতির উন্নতি হয় তজ্জন্য চেষ্টিত আছেন। স্বার্থত্যাগ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট জমির বিনিময়ে নিকৃষ্ট জমি সকল লইয়া বা জমি সকল অতিরিক্ত মূল্যে খরিদ করিয়া গোচর সংস্থাপন করিয়াছেন। গোপাল ও গো-পালকদিগের রৌদ্র বৃষ্টি হইতে আশ্রয়স্থল-স্বরূপ উক্ত গোচরগুলির মধ্যে মধ্যে অশ্বত্থাদি বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন।	Nowadays a serious decline in cattle is seen everywhere in the country, and agriculture is declining with it. In the past Hindus regarded cattle as divine and tended them with great devotion. It is most regrettable that today people pay no attention at all to improving their cattle. But the generous Rai Bahadur is striving to improve the cattle of this region. At his own cost he has set aside pasture (gochar), either by exchanging good land for poor land or by buying land at above its value. Within these pastures he has planted ashwattha (pipal) and other trees to shelter the herds and herdsmen from sun and rain.
দূরদূরান্তর হইতে সমাগত শবদাহকারী ব্যক্তিগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য [পৃ. ২১৭] প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতীরস্থ পবিত্র তীর্থ ত্রিবেণীতে এক সুবৃহৎ শ্মশানঘাট ও তথায় উক্ত যাত্রিগণের অবস্থানের জন্য গৃহ প্রস্তুত করিয়া জনসাধারণের বিশেষ হিতানুষ্ঠান করিয়াছেন। উক্ত মহানুভব প্রজাগণের হিতকল্পে কয়েকটী সদনুষ্ঠানের উদ্যোগ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন এবং আপামরসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধানার্থ বাৎসরিক ২৫০০০ পঁচিশ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, এইরূপ সৎকার্য্যসমূহ ১৪।১৫ বৎসর ব্যাপিয়া সুসম্পন্ন হইতেছে এবং ক্রমে ক্রমে এক একটী করিয়া অনেক সৎকার্য্য আরম্ভ করা হইতেছে।	To relieve the hardship of people who come from far and near to cremate their dead, [p. 217] he spent a large sum building a large cremation ghat at the holy pilgrimage place of Tribeni, on the bank of the sacred Bhagirathi, together with lodgings there for those who come. This has been a great public service. This magnanimous man has resolved to undertake several further good works for his tenants, and has set aside Rs 25,000 a year for improving the health of the general public. Works of this kind have been carried on for 14 or 15 years, and many more are being started one by one.

বাংলা	English
ইঁহার মহানুভবতা ও দেশহিতৈষিতা কার্য্যে গভর্ণমেন্ট বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে একখানি সম্মানসূচক সার্টিফিকেট (Certificate of Honour) প্রদান করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন ও ইহার দুই বৎসর পরে বদান্যতা ও দেশহিতৈষিতার জন্য ইঁহাকে আরও একখানি (Certificate of Honour) প্রদান করেন। ইনি গভর্ণমেন্টকে ও বর্দ্ধমান রাজকে বাৎসরিক ৫০০০০ হাজার টাকা রাজস্ব দান করেন।	The Government, much pleased by his generosity and public spirit, awarded him a Certificate of Honour in 1908. In 1909 it conferred on him the title of "Rai Bahadur", and two years later gave him a further Certificate of Honour for his liberality and public spirit. He pays Rs 50,000 a year in revenue to the Government and to the Burdwan Raj.
ইঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান বিষ্ণুনারায়ণ কুণ্ডু পণ্যাদির বিদেশ হইতে আমদানী ও দেশ হইতে বিদেশে রপ্তানির কার্য্যে নিযুক্ত আছেন ও অল্প বয়সে বাণিজ্যবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কার্য্যে নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন। আশা করা যায়, ইনি ভবিষ্যতে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক বংশের পূর্ব্ব-গৌরব বজায় রাখিয়া যশস্বী হইবেন।	His able son, Bishnunarayan Kundu, is engaged in importing goods from abroad and exporting goods from India, and at a young age has gained considerable knowledge, experience and skill in trade. It is hoped that he will earn great wealth in future, uphold the family's former glory and win renown.

2. Rai Banwarilal Hati Bahadur of Adhra

রায় বনয়ারিলাল হাটী বাহাদুর

Bangsha-Parichay, vol. III (1923), printed pp. 371–373 · PDF pp. 520–524 of D4_Bangsha_Parichay_v03_1923.pdf (archive.org in.ernet.dli.2015.356039)

বাংলা	English
[চিত্র] *রায়বাহাদুর বনোয়ারিলাল হাতি*	*[Portrait plate facing p. 371:] Rai Bahadur Banwarilal Hati. [The caption spells the surname হাতি; the text uses হাটী / হাটি.]*
পৃ. ৩৭১	p. 371
বর্দ্ধমানের অনুমান ৮ ক্রোশ পশ্চিম আধরা গ্রামে উগ্রক্ষত্রিয় কুলে বাঙ্গলা সন ১২৬৪ সালের ২০শে ফাল্গুন তারিখে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহার খুল্ল পিতামহ ৺ক্ষেত্রমোহন হাটি পার্শি ও আরবি ভাষায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। তিনি অনেকদিন সিউড়ির জজ আদালতে সুখ্যাতির সহিত ওকালতি করিয়া মুন্সেফী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনারায়ণও ওকালতি করিতেন। ইঁহার পিতামহ জেলা মুর্শিদাবাদের অধীন কান্দি মহকুমায় মুন্সেফ থাকাকালে ১৮৬৯ সালে তথায় গিয়া ইনি কান্দির ইংরাজি-স্কুলে ভর্ত্তি হন।	He was born on 20 Falgun 1264 BS [c. March 1858] into an Ugra Kshatriya family in the village of Adhra, about 8 kos west of Burdwan. As a boy he studied at the village pathshala. His grand-uncle (father's father's younger brother), the late Kshetramohan Hati, was an accomplished scholar of Persian and Arabic. He practised for many years with distinction as a pleader at the judge's court at Suri and was then appointed munsif. Kshetramohan's eldest son, Ramnarayan, was also a pleader. In 1869, while his grandfather was munsif in the Kandi subdivision of Murshidabad district, he went there and was admitted to the English school at Kandi.
ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺বিহারিলাল হাটি ডাক্তার ছিলেন, তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ইং ১৮৭২ সালে শেষ পরীক্ষায় পাশ হইয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করতঃ স্বর্ণপদক (gold medal) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৩ সালে তিনি হাবড়ায় ডাক্তারী আরম্ভ করেন। খুল্ল পিতামহ মহাশয় ঐ সময় মুন্সেফী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করায় ইনি অগ্রজের নিকট যাইয়া হাবড়া জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই অগ্রজ মহাশয় হাবড়া হইতে বদলি হওয়ায় ইনি পুনরায় কান্দি স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া ১৮৭৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ হন এবং বৃত্তি পান; পরে কলিকাতার তৎকালীন জেনারেল এসেমব্লী ইন্‌ষ্টিটিউসন হইতে এফ, এ, পরীক্ষায় ১৮৭৭ সালে ও ১৮৭৯ সালে বি, এ পরীক্ষায় পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৮৮১—৮২ সালে আইন পরীক্ষায় পাশ করিয়াছিলেন।	His elder brother, the late Biharilal Hati, was a doctor. He studied at the Calcutta Medical College and in 1872 passed the final examination at the top of the list, winning a gold medal. In 1873 he began practice in Howrah. As his grand-uncle had retired from his post as munsif at about that time, he went to his elder brother and was admitted to the Howrah Zilla School. But his brother was soon transferred from Howrah, so he returned to the Kandi school, and in 1875 passed the Entrance examination in the first division and won a scholarship. He then passed the F.A. in 1877 and the B.A. in 1879 from what was then the General Assembly's Institution in Calcutta, and passed the law examination from Presidency College in 1881–82.
পিতামহ মহাশয় মুন্সেফী পদ হইতে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি জেলা মুর্শিদাবাদের [পৃ. ৩৭২] অন্তর্গত জামুয়া রাজের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ও সেই সূত্রে তিনি সময়ে সময়ে বহরমপুরে থাকিতেন। তাঁহার আদেশানুসারে তিনি ১৮৮২ সালে প্রথমতঃ বহরমপুরে জজ আদালতে ওকালতি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১২৮৯ সালে ফাল্গুন মাসে পিতামহ মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় তিনি বহরমপুর পরিত্যাগ করিয়া নিজ জেলা বর্দ্ধমানে আসিয়া ওকালতি করিতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানেই ওকালতি করিতেছেন। ইহার মধ্যে তিনি ১৮৮৮ সালের প্রথম ভাগে মুন্সেফী	After retiring as munsif, his grandfather was appointed dewan of the Jamua Raj in [p. 372] Murshidabad district, and so lived at Berhampore from time to time. At his grandfather's direction he first began practising as a pleader at the judge's court in Berhampore in 1882. But on his grandfather's death in Falgun 1289 BS [c. February–March 1883] he left Berhampore and returned to his own district of Burdwan, where he has practised as a pleader ever since. In between, early in 1888, he was appointed a munsif and served for a short

বাংলা	English
পদে নিযুক্ত হইয়া কিছুদিনের জন্য ময়মনসিং জেলার অন্তর্গত পিঙ্গনা চৌকিতে চাকরী করিয়াছিলেন।	time at the Pingna chauki (munsif's station) in Mymensingh district.
তিনি, ১৮৯৯ সালে জেলা বর্দ্ধমানের ফৌজদারী বিভাগের সরকারী উকিল (Public Prosecutor) পদে নিযুক্ত হইয়া একাল পর্য্যন্ত সেই পদে নিযুক্ত আছেন। তিনি ১৯০৭ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধীয় আইন প্রচলিত হইলে ইনি ১৮৯২ সালে বর্দ্ধমান ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বর নির্ব্বাচিত হইয়া সেই অবধি এ পর্য্যন্ত জেলা বোর্ডের মেম্বর আছেন এবং ১৮৯২ সাল হইতে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত ২৭ বৎসরকাল ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান ছিলেন।	In 1899 he was appointed Public Prosecutor (government pleader on the criminal side) of Burdwan district, and he holds that post to this day. In 1907 he was enrolled as a vakil of the Calcutta High Court. When the Bengal Local Self-Government Act came into force he was elected a member of the Burdwan District Board in 1892; he has remained a member ever since, and from 1892 to 1918, a period of 27 years, he was vice-chairman of the District Board.
এই দীর্ঘকাল ইঁহার উপর অর্পিত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কার্য্য সকল সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করায় তৎকালীন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ (অর্থাৎ ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটগণ) ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বরগণ ইঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহার জন্মস্থান আধরা গ্রামে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে সাধারণের উপকার ও সুবিধার জন্য একটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন ও নিকটবর্ত্তী রেলষ্টেশন গলসী হইতে আধরা গ্রাম পর্য্যন্ত ৫ মাইল একটী পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের জন্য আবশ্যকীয় গৃহাদি ইনি নিজ ব্যয়ে তৈয়ার [পৃ. ৩৭৩] করাইয়া দিয়াছেন এবং রাস্তার জন্য আবশ্যকীয় জমি নিজ ব্যয়ে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।	Because he carried out the District Board work entrusted to him so well over this long period, the chairmen of the District Board of the time (that is, the District Magistrates) and its members, pleased with his work, had the District Board establish a middle English school and a charitable dispensary for the public at Adhra, his birthplace, and build a 5-mile metalled road from Galsi, the nearest railway station, to Adhra village. He had the buildings needed for the school and dispensary put up at his own cost, [p. 373] and acquired the land needed for the road at his own expense.
ইঁহার কার্য্যদক্ষতার জন্য সরকার বাহাদুর হইতে ইনি প্রথমতঃ ১৯০৩ সালে ও পুনরায় ১৯০৮ সালে সম্মানসূচক সার্টিফিকেট (certificates of Honour) এবং ১৯১৭ সালে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পাঁচ সহোদর; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ৺বিহারীলাল ডাক্তার ছিলেন এবং কনিষ্ঠ রমেশচন্দ্র বর্দ্ধমান জজ আদালতে ওকালতি করেন। ইঁহার ৪ পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র গত ১৯১২ সালে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মধ্যম পুত্র রাধা গোবিন্দ বি, এল পাশ করিয়া হাইকোর্টের উকিল শ্রেণীভুক্ত হইয়া সম্প্রতি বর্দ্ধমান জজ আদালতে ওকালতি করিতেছেন। তৃতীয় জগদীশ্বর বৈষয়িক কার্য্যাদি ও ব্যবসায় করেন এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ রামগোবিন্দ বি, এ পাশ করিয়া আইন অধ্যয়ন করিতেছেন।	For his ability the Government awarded him certificates of honour, first in 1903 and again in 1908, and in 1917 the title of "Rai Bahadur". He has five brothers; of these the eldest, the late Biharilal, was a doctor, and the youngest, Rameshchandra, practises as a pleader at the Burdwan judge's court. He has four sons. The eldest died suddenly in 1912. The second, Radhagobinda, passed the B.L., was enrolled as a vakil of the High Court, and now practises at the Burdwan judge's court. The third, Jagadishwar, manages the family property and is in business, and the youngest, Ramgobinda, has passed the B.A. and is studying law.
ইনি ১৯২১ সাল হইতে বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটীর অন্যতম কমিশনর নিযুক্ত হইয়াছেন।	Since 1921 he has been one of the commissioners of the Burdwan Municipality.

3. Paramsukh Hazra of Kurchi

শ্রীযুক্ত পরমসুখ হাজরা

Bangsha-Parichay, vol. VI (1927), printed pp. [360]–361 · PDF pp. 433–436 of D4_Bangsha_Parichay_v06_1927.pdf (archive.org in.ernet.dli.2015.356076)

বাংলা	English
পৃ. [৩৬০]	p. [360]
বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া থানার অন্তর্গত কুড়িচি নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীতে ইঁহার বাস। ইনি উপবীতধারী উগ্রক্ষত্রিয়। ইঁহাদের অশৌচকাল দ্বাদশ দিবস। ইঁহাদের পূর্ব্ববংশীয়গণ ‘বর্ম্মণ’ অভিখ্যাধারী ক্ষত্রিয়। ইঁহারা কিন্তু এখানে আসিয়া ‘উগ্রক্ষত্রিয়’ আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছেন। কার্য্যকলাপে কিন্তু বর্ম্মণ ‘বর্ম্মাণী’ লিখিয়া বা বলিয়া থাকেন। উপবীত-গ্রহণের হুজুগে ইঁহাদের উপবীত-গ্রহণ নহে, বহু পূর্ব্ব হইতে ইঁহাদের উপবীত গ্রহণ আছে। তবে মালার আকারেই সর্ব্বদা সকলে উপবীত ধারণ করেন, ক্রিয়া-কাণ্ডের সময় দক্ষিণাবর্ত্তে ধৃত হয়।	He lives in a small village called Kurchi, in Katwa thana of Burdwan district. He is a thread-wearing (upavita-dhari) Ugra Kshatriya. The family's period of ritual impurity after a death is twelve days. Their forebears were Kshatriyas bearing the title "Barman". After coming here, however, they came to be called "Ugra Kshatriya". In their rites, though, they still write or say "Barman" (and "Barmani" for women). Their taking of the thread did not come with the recent craze for taking the thread; they have worn it since long ago. Normally, however, everyone wears the thread in the form of a garland (mala), and during rites it is worn dakshinavarta [in the prescribed sacred-thread position].
ইঁহাদের কুলদেবতা সিংহবাহিনী ও শ্রীধর। যে ঊর্দ্ধতন পুরুষ পূর্ব্বনিবাস পরিত্যাগ করিয়া এখানে আগমন করিয়াছেন, তাঁহার নাম কাহারও স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া যায় নাই।—তিনি দুর্গাচরণ। তাঁহার দুই পুত্র। প্রথম বিশ্বনাথ, দ্বিতীয় ভোলানাথ। ইঁহারা দুইজনে দুইটী শিবমন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। বিশ্বনাথ ও ভোলানাথের পর কয়েক পুরুষের নাম পাওয়া যায় নাই। পরের নিম্নের তালিকা প্রকাশিত হইল। জনপ্রবাদ আছে, ভাগবতের সহিত উক্ত দেবতার কথোপকথন হইত।	The family deities are Singhabahini and Shridhar. The name of the ancestor who left the family's former home and came here has not faded from anyone's memory: he was Durgacharan. He had two sons, the first Bishwanath and the second Bholanath. The two of them built and consecrated two Shiva temples, which remain as their memorial. The names of several generations after Bishwanath and Bholanath have not been found; those that follow are given in the table below. There is a popular tradition that the family deity used to converse with Bhagabat [an ancestor named in the table].
পরমসুখ সন ১২৯৩ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন ধনীর পুত্র, ধার্ম্মিক মহাজন।	Paramsukh was born on 23 Agrahayan 1293 BS [c. December 1886]. He is the son of a wealthy man, and a pious mahajan (moneylender and merchant).
[চিত্র] *শ্রীযুক্ত পরমসুখ হাজরা।*	*[Portrait plate facing p. 361:] Sri Paramsukh Hazra.*
পৃ. ৩৬১	p. 361
কুড়চির হাজরা-বংশ। দুর্গাচরণ ⟶ বিশ্বনাথ, ভোলানাথ। * * * * (কয়েক পুরুষ অজ্ঞাত)। ভাগবত ⟶ শ্রীমন্ত ⟶ সর্ব্বচরণ ⟶ নীলমাধব, প্রতাপ। নীলমাধব ⟶ পরমসুখ। পরমসুখের সন্তান: সরসামোহন, নিরঞ্জন, রামরঞ্জন, যামিনীমোহন, আনন্দময়ী, ললিতমোহন, অশোকবাসিনী, সত্যনারায়ণ, মেনকারাণী, বিভাবতী। সরসামোহন ⟶ ধীরেন্দ্র; নিরঞ্জন ⟶ বীরেন্দ্র।	[Genealogical chart, set out here as text.] The Hazra family of Kurchi. Durgacharan → Bishwanath, Bholanath. * * * * (several generations unknown). Bhagabat → Shrimanta → Sarbacharan → Nilmadhab and Pratap. Nilmadhab → Paramsukh. Paramsukh's children, as charted: Sarasamohan, Niranjan, Ramranjan, Jaminimohan, Anandamayi, Lalitmohan, Ashokbasini, Satyanarayan, Menakarani, Bibhabati. Sarasamohan → Dhirendra; Niranjan → Birendra.

4. Bijaygobinda Chaudhuri of Putsuri

স্বর্গীয় বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী

Bangsha-Parichay, vol. XIV (1934), printed pp. 107–115 · PDF pp. 156–164 of D4_Bangsha_Parichay_v14_1934.pdf (archive.org in.ernet.dli.2015.352594)

বাংলা	English
পৃ. ১০৭	p. 107
রাঢ়দেশে উগ্রক্ষত্রিয় নামে যে প্রাচীন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতি আছে তাঁহারা কখন প্রথমে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত। অনেকে মনে করেন যে, তাঁহারা আগ্রা অঞ্চল হইতে রাজা মানসিংহের সঙ্গে বঙ্গদেশে আসেন এবং সেইজন্য তাঁহাদিগকে চলিত কথায় আগরি বলে। জৈন ঋষি জয়মল্ল ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে পরদেশী রাজাকা চোপাই নামক গ্রন্থ লিখেন। ঐ পুস্তকের ৬৮ শ্লোকে দেখিতে পাই—	It is hard to say exactly when the ancient and pure Kshatriya caste called Ugra Kshatriya in the Rarh country first came to Bengal. Many think that they came to Bengal from the Agra region with Raja Man Singh, and that this is why they are colloquially called "Agari". The Jain sage Jaymalla wrote a book called Pardeshi Rajaka Chaupai 500 years ago. In verse 68 of that book we find:
ভোগ উগ্রক্ষত্রীকুল উপনাজী, ইক্ষাগ্ বংশী আর। / সজি আভরণ চঢ়া নিজ বাহনে জী, / টোলেমিল মিল আর।	[A verse in Rajasthani/Hindi, quoted in Bengali script. Tentative rendering:] "The Bhoja and Ugra-Kshatriya clans [and the] Upanaji, and the Ikshvaku lineage too; decked in ornaments, mounted on their own steeds, they gathered in bands together."
১৯২১ সালের সেনসাস্ রিপোর্টের (Vol. V. Part I) ৩৫০ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই—The Aguries appear to have been the dominant race round Burdwan right up to the Mogul times!	On page 350 of the 1921 Census Report (Vol. V, Part I) we find: "The Aguries appear to have been the dominant race round Burdwan right up to the Mogul times!" [quoted in English in the original]
এই জাতির সূত-শ্রেণীর মধ্যে আট ঘর কুলীন আছে এবং তাঁহারা সকলেই চৌধুরী আখ্যা দ্বারা অভিহিত হন।	Within the Suta branch of this caste there are eight Kulin houses, and all of them bear the title Chaudhuri.
ইন্দু আখ্যাধারীগণের নাম ঐ আট ঘরের মধ্যে প্রথম স্থান পাইয়াছে। বর্দ্ধমান শক্তিগড়ের নিকটবর্ত্তী গোবিন্দপুরের চৌধুরী বংশ ইন্দু-বংশজাত বিশেষ সম্ভ্রান্ত কুলীন ঘর। তাহার একটী শাখা প্রথমে ঐ জেলার পোশলা গ্রামে আসে এবং এক্ষণে পুটসুরীতে বসবাস করিতেছে। প্রবন্ধের নায়ক ৺বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী এই বংশের একটী উজ্জ্বলতম রত্ন।	Those bearing the name "Indu" hold first place among those eight houses. The Chaudhuri family of Gobindapur, near Shaktigarh in Burdwan, is a particularly distinguished Kulin house of the Indu line. One branch of it first came to the village of Poshla in the same district and now lives at Putsuri. The subject of this article, the late Bijaygobinda Chaudhuri, was one of the brightest jewels of this family.
পৃ. ১০৮	p. 108
পোশলা-নিবাসী দেবীপ্রসাদ চৌধুরী পুটসুরীর লক্ষ্মণচন্দ্র গোঁ মহাশয়ের কন্যা কৃপাময়ীকে বিবাহ করেন। লক্ষ্মণচন্দ্র অপুত্রক থাকাতে তাঁহার সম্পত্তি কৃপাময়ী ও তাঁহার অন্যান্য কন্যাগণ প্রাপ্ত হন এবং এই কারণে দেবীপ্রসাদ নিজ গ্রাম পোশলাতে বেশী সময় কাটাইতে পারেন নাই। ১২০৮ সালে কার্ত্তিক মাসে দেবীপ্রসাদের পুত্র অম্বিকাচরণ জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মের দুই তিন দিন মধ্যেই দেবীপ্রসাদ ও কৃপাময়ী পরলোক গমন করেন। অম্বিকাচরণ তাঁহার মাসী প্যারীমণি কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। প্যারীমণির সন্তান না থাকায়, অম্বিকাচরণের প্রতি তাঁহার সমস্ত স্নেহ বর্ষিত হইয়াছিল। অম্বিকাচরণের	Debiprasad Chaudhuri of Poshla married Kripamayi, daughter of Lakshmanchandra Gon of Putsuri. As Lakshmanchandra had no son, his property passed to Kripamayi and his other daughters, and for this reason Debiprasad could not spend much time in his own village of Poshla. Debiprasad's son Ambikacharan was born in Kartik 1208 BS [October–November 1801], and within two or three days of his birth both Debiprasad and Kripamayi died. Ambikacharan was brought up by his mother's sister, Pyarimani. As Pyarimani had no children of her own, she lavished all

বাংলা	English
মাতামহীর দানসাগর শ্রাদ্ধ বিশেষ সমারোহ-সহকারে সম্পন্ন হয়। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছিল এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ভোজন-ব্যবস্থার জন্য গ্রামের সায়র নামক দীর্ঘিকার দক্ষিণ দিকে ৭।৮ বিঘা জমি সমতল করা হইয়াছিল।	her affection on Ambikacharan. The danasagar shraddha (funeral rite with great gifts) of Ambikacharan's maternal grandmother was performed with special splendour. Many Brahmin pandits gathered for the shraddha, and 7 or 8 bighas of land south of the village tank called the Sayar were levelled to feed the invited guests.
অম্বিকাচরণ নানা গুণে ভূষিত ছিলেন। তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্যে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরাও মুগ্ধ ছিল এবং তাঁহাকে "বড় চৌধুরী" বলিয়া সম্বোধন করিত; এখন পর্য্যন্ত তাঁহার বংশ ঐ অঞ্চলে বড় চৌধুরীর বংশ বলিয়া পরিচিত। পরিণত বয়সে তিনি ভক্ত বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ধর্ম্মে [মতি] ছিল। চৈতন্যদেবের পার্শ্বচর গোপালদাস বাবাজী পুটসুরীতে গোপীনাথ জীউএর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং অম্বিকাচরণ ঐ মন্দিরে যাইয়া সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্ত বৈষ্ণবগণের সঙ্গে আলাপ করিতে ভালবাসিতেন। পুটসুরীর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম দেনুরে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বাস করিতেন এবং এখনও চৈতন্যদেবের হস্তলিপি ঐ গ্রামে রক্ষিত আছে। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অমূল্য বৈষ্ণব গ্রন্থ 'চৈতন্যভাগবতে'র একটী বহু প্রাচীন [পৃ. ১০৯] হস্তলিখিত পুঁথি অম্বিকাচরণের গৃহে বহুদিন হইতে সযত্নে রক্ষিত ছিল। অম্বিকাচরণ ঐ পুঁথি প্রত্যহ পূজা করিতেন। সম্প্রতি ঐ পুঁথিখানি পানিহাটি বৈষ্ণব-সম্মিলনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। ঐ মহাগ্রন্থের যতগুলি প্রাচীন পুঁথি বা তাহাদের মুদ্রিত সংস্করণ পাওয়া গিয়াছে সে সমস্তই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির চরিত্র-বর্ণনে শেষ হইয়াছে। চৌধুরী-বাড়ীতে প্রাপ্ত প্রাচীন পুঁথিখানিতে আরও তিনটী অতিরিক্ত অধ্যায় সন্নিবিষ্ট আছে এবং এই আবিষ্কারের ফলে বৈষ্ণব-সমাজে একটী আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে।	Ambikacharan was endowed with many virtues. People of the neighbouring villages too were charmed by his character and called him "Bara Chaudhuri" (the elder Chaudhuri); to this day his line is known in that area as the family of the Bara Chaudhuri. In later life he became a devout Vaishnava; [his mind] had been set on religion from boyhood. Gopaldas [reading uncertain] Babaji, a companion of Chaitanya, had founded a temple of Gopinath at Putsuri, and Ambikacharan loved to go to that temple and converse with holy men, sannyasis and devout Vaishnavas. Brindabandas Thakur lived at Denur, the village next to Putsuri, and a manuscript in Chaitanya's own hand is still kept in that village. A very old [p. 109] manuscript of Brindabandas Thakur's priceless Vaishnava work, the Chaitanya-Bhagavata, had long been carefully kept in Ambikacharan's house. Ambikacharan worshipped that manuscript every day. Recently the manuscript was exhibited at the Panihati Vaishnava Sammilani (Vaishnava conference). All the old manuscripts of that great work found so far, and their printed editions, end with the account of Pundarik Vidyanidhi. The old manuscript found in the Chaudhuri house contains three additional chapters, and this discovery has caused a stir among Vaishnavas.
অম্বিকাচরণের পাঁচ পুত্র,—কৈলাশ, ভুবনমোহন, কপিলেশ্বর, রামদাস ও কেশবচন্দ্র এবং এক কন্যা নিস্তারিণী, তাঁহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ কেশবচন্দ্র অকালে পরলোক গমন করাতে তিনি মাছ মাংস, এমন কি, তামাক পর্য্যন্ত ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছিলেন। অতিথিসৎকার ও দেবদ্বিজে ভক্তি তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল। ধর্ম্মপরায়ণ অম্বিকাচরণ কখনও আদালতে সাক্ষ্য দেন নাই, যদিও ইহার ফলে অনেক সময়ে তাঁহার অর্থদণ্ড ও সম্পত্তি নষ্ট হইত। তাঁ[হার ধারণা?] ছিল—সাক্ষ্য দিতে গেলে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, মিথ্যা কথা বলিতে হয়। তাঁহার অমায়িক স্বভাব ও সত্যনিষ্ঠার জন্য ঐ অঞ্চলের সকল লোকেই তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত।	Ambikacharan had five sons, Kailash, Bhubanmohan, Kapileshwar, Ramdas and Keshabchandra, and one daughter, Nistarini. When the youngest, Keshabchandra, died young, Ambikacharan gave up fish and meat, and even tobacco. Hospitality to guests and devotion to gods and Brahmins were his hallmarks. The devout Ambikacharan never gave evidence in a court, although as a result he often suffered fines and loss of property. [His belief, partly illegible in the print,] was that in giving evidence one has to tell lies, willingly or unwillingly. Everyone in that area held him in sincere devotion and respect for his gentle nature and his truthfulness.
কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কৈলাশচন্দ্র তিনটী শিশু পুত্র (মানগোবিন্দ, দোলগোবিন্দ ও বিজয়গোবিন্দ) এবং একটী কন্যা—ব্রজেন্দ্রমোহিনীকে রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রকৃত সাধকের ন্যায় তিনি এই পুত্রশোক সহ্য করিয়া পিতৃহীন পৌত্রদিগের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেন।	Soon after the death of his youngest son, his eldest son Kailashchandra died, leaving three infant sons (Mangobinda, Dolgobinda and Bijaygobinda) and a daughter, Brajendramohini. Bearing this bereavement like a true ascetic, Ambikacharan arranged for the education and upbringing of his fatherless grandsons.

বাংলা	English
পুটসুরী গ্রাম বর্দ্ধমান জেলা হইতে ১১ মাইল দূরে অবস্থিত। নিকটবর্ত্তী স্থানে ইংরাজী শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকাতে তিনি অবস্থার [পৃ. ১১০] অতিরিক্ত ব্যয় করিয়াও বর্দ্ধমান ও বহরমপুরে তাহাদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করেন।	Putsuri village lies 11 miles from Burdwan [town]. As there was no English education nearby, he arranged for their higher education at Burdwan and Berhampore, though it cost more than he could afford. [p. 110]
অম্বিকাচরণের দ্বিতীয় পুত্র ভুবনমোহন পুলিশের সব-ইনস্পেক্টর হন এবং তাঁহার কর্ম্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরীর জন্য নির্ব্বাচন করেন কিন্তু নিয়োগপত্র পাইবার পূর্ব্বেই একটী সম্ভ্রান্ত মুসলমান আসামী তাঁহার হেফাজতে থাকিবার সময়ে পূর্ব্বস্থলীতে গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন। ইহার জন্য তাঁহার উন্নতির পথে বাধা পড়ে। ভুবনমোহনের বংশধর জঙ্গ বাহাদুর চৌধুরী এক্ষণে মাহাচন্দা গ্রামে বাস করিতেছেন।	Ambikacharan's second son, Bhubanmohan, became a sub-inspector of police. The Government, pleased with his ability, selected him for appointment as a deputy magistrate, but before he received his letter of appointment a respectable Muslim prisoner in his custody drowned himself in the Ganges at Purbasthali. This blocked his advancement. Bhubanmohan's descendant Jang Bahadur Chaudhuri now lives in the village of Mahachanda.
অম্বিকাচরণের তৃতীয় পুত্র কপিলেশ্বর এফ-এ পাশ করিবার পর নব-প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করিয়া সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন কিন্তু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কৃতী পুত্রের মৃত্যুতে তিনি যেভাবে আত্মসংবরণ করিয়াছিলেন তাহাতে গ্রামের সকল লোকেই বিস্মিত হইয়াছিল। অম্বিকাচরণের চতুর্থ পুত্র রামদাস রেলে চাকরী করিতেন এবং তিনটী কন্যা রাখিয়া তিনি মারা যান। প্রথমা কন্যার পুত্রদ্বয়—নৃত্যগোপাল ও বিদুরচন্দ্র বাহিরি গ্রামে বাস করিতেছেন। দ্বিতীয়া কন্যা বিধবা ও নিঃসন্তান অবস্থায় বৃন্দাবনে দেহলীলা অবসান করেন। উনটিয়া গ্রামের রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর সঙ্গে কনিষ্ঠা কন্যা দীনতারিণীর বিবাহ হইয়াছিল। রাধিকাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিভূতিভূষণ কলিকাতার হ্যারিসন রোড-স্থিত প্রসিদ্ধ "দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে"র প্রতিষ্ঠাতা।	Ambikacharan's third son, Kapileshwar, after passing the F.A., qualified from the newly founded Medical College and entered government service, but died young. Everyone in the village was astonished at the composure with which Ambikacharan bore the death of this accomplished son. His fourth son, Ramdas, worked on the railway and died leaving three daughters. The two sons of the eldest daughter, Nrityagopal and Bidurchandra, live in the village of Bahiri. The second daughter died at Brindaban, widowed and childless. The youngest daughter, Dintarini, was married to Radhikaprasad Chaudhuri of the village of Untia. Radhikaprasad's eldest son, Bibhutibhushan, founded the well-known "Deshabandhu Mishtanna Bhandar" (sweetshop) on Harrison Road, Calcutta.
কৈলাশের জ্যেষ্ঠপুত্র মানগোবিন্দ বড় হইয়া সংসার দেখাশুনার ভার লওয়াতে অম্বিকাচরণ ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবন কাটাইবেন স্থির করেন, কিন্তু ২৪ বৎসর বয়সে তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হন। জ্যোতিষী বলিয়াছিলেন, ঐ সময়ে মানগোবিন্দের একটী ফাঁড়া আছে। সেই জন্য অম্বিকাচরণ তাঁহার বিবাহ দেন নাই। অম্বিকাচরণ কিন্তু আর সংসারে লিপ্ত হইলেন না। তাঁহার [পৃ. ১১১] এক শ্যালক-পুত্রের উপর সমস্ত দেখা শুনার ভার দিয়া নিজে হরিনামে বিভোর হইলেন।	When Kailash's eldest son, Mangobinda, grew up and took charge of the household, Ambikacharan decided to spend his life in religious practice, but Mangobinda too died, at the age of 24. An astrologer had said that Mangobinda faced a dangerous period (phanra) at that time, and for that reason Ambikacharan had not had him married. Ambikacharan, however, did not involve himself in worldly affairs again. He handed [p. 111] the management of everything to a son of his wife's brother, and himself became absorbed in chanting the name of Hari.
কৈলাশের দ্বিতীয় পুত্র দোলগোবিন্দ প্রথমে বহরমপুরে শিক্ষকতা করিয়া জেল-বিভাগে ৩৫ বৎসর চাকরী করেন ও ঢাকার জেলর-রূপে ১৯১০ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার সততা ও যোগ্যতার পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দেওয়া হয়। দোলগোবিন্দ যখন পুরীতে জেলর ছিলেন সেই সময় অম্বিকাচরণ ১২৯৩ সালের ২রা বৈশাখ তারিখে হরিনাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। দোলগোবিন্দ তিন বৎসর পেনসন ভোগ করিয়া পূর্ব্বস্থলীতে	Kailash's second son, Dolgobinda, first worked as a teacher at Berhampore, then served 35 years in the jail department, retiring in 1910 as jailer of Dacca. In recognition of his integrity and ability he was given the title of Rai Bahadur. While Dolgobinda was jailer at Puri, Ambikacharan died on 2 Baisakh 1293 BS [April 1886], chanting the name of Hari. Dolgobinda drew his pension for three years and died on the bank of the Ganges at the house of his younger brother

বাংলা	English
তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিজয়গোবিন্দের বাড়ীতে গঙ্গালাভ করেন। তাঁহার পুত্র কৃপাসিন্ধু এক্ষণে নবদ্বীপে ব্যবসায় করিতেছেন।	Bijaygobinda at Purbasthali. His son Kripasindhu is now in business at Nabadwip.
কৈলাশচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র বিজয়গোবিন্দ ১২৬৪ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই পিতৃহীন হইয়া পিতামহের আদরে ও যত্নে পালিত হন। পিতামহের উৎসাহে তিনি আজিমগঞ্জ স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং নিজ গুণে শিক্ষকগণের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠেন। তিনি পরীক্ষায় বরাবর উচ্চস্থান অধিকার করিতেন এবং পুরস্কার ও স্কলারসিপ পাইতেন। মনীষী ভূদেববাবু তখন ঐ অঞ্চলের ইন্‌স্পেক্টর অফ স্কুলস্ ছিলেন। আজিমগঞ্জ স্কুল হইতে ১৮৭৪ সালে মাইনর পরীক্ষায় স্কলারসিপ লইয়া পাশ করিলে ভূদেববাবু বিজয়গোবিন্দকে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য উপদেশ দেন এবং তাঁহার স্কলারসিপ-সার্টিফিকেটে নিজ হস্তে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের কথা লিখিয়া দেন। কিন্তু তাঁহার খুল্লতাত কপিলেশ্বর নব-প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ হইবার অব্যবহিত পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ঐ সময়ে ডাক্তারী শিক্ষার [পৃ. ১১২] প্রতি বাড়ীর সকলেই অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। তাঁহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বিজয়গোবিন্দ ভূদেববাবুকে সব কথা বলেন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া খাগরা স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৭৬ সালে যোগ্যতার সহিত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।	Kailashchandra's third son, Bijaygobinda, was born on 19 Agrahayan 1264 BS [early December 1857]. Left fatherless in infancy, he was brought up with love and care by his grandfather. With his grandfather's encouragement he entered the Azimganj school, where his own merits made him a great favourite of the teachers. He always stood high in examinations and won prizes and scholarships. The eminent Bhudeb Babu [Bhudeb Mukhopadhyay] was then Inspector of Schools for that region. When Bijaygobinda passed the Minor examination from the Azimganj school in 1874 with a scholarship, Bhudeb Babu advised him to enter the Calcutta Medical College and wrote a recommendation for the Medical College in his own hand on Bijaygobinda's scholarship certificate. But because his uncle Kapileshwar had died immediately after qualifying from the newly founded Medical College, everyone at home was then strongly opposed to [p. 112] medical study. At their insistence Bijaygobinda told Bhudeb Babu everything and, with his permission, entered the Khagra school, passing the Entrance examination creditably in 1876.
বিজয়গোবিন্দ এণ্ট্রান্স পাশ করার পরে এফ-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি সরকারের অধীনে জেল বিভাগে কাজ পাওয়ায় আর বেশী পড়া-শুনা করিতে পারেন নাই। কিছুদিন ডেপুটী জেলরের পদে চাকরি করেন। কিন্তু ঐ কাজ তাঁহার রুচি-অনুযায়ী না হওয়াতে তিনি রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে সব-রেজিষ্ট্রারের কার্য্য গ্রহণ করেন। সরকারী কার্য্য-ব্যপদেশে তিনি বাঙ্গলা ও বিহারের বহু স্থানে বদলি হইয়াছিলেন। দার্জ্জিলিং, বক্সার, খুলনা প্রভৃতি স্থানে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। খুলনা, বর্দ্ধমান, কাটোয়া ও অন্যান্য স্থানে তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন।	After passing the Entrance, Bijaygobinda joined the F.A. class. But he soon got a post under the Government in the jail department and so could study no further. For some time he served as a deputy jailer. But as that work was not to his taste, he took up the post of sub-registrar in the Registration Department. In the course of government service he was transferred to many places in Bengal and Bihar. At Darjeeling, Buxar, Khulna and elsewhere he was very popular. At Khulna, Burdwan, Katwa and other places he was appointed an honorary magistrate.
তিনি মন্তেশ্বর গ্রামের কুঞ্জবিহারী রায়ের কন্যা অভিলাষিণী দেবীকে বিবাহ করেন। কুঞ্জবিহারী রায় ও তাঁহার একমাত্র পুত্র প্রসন্নকুমার রায়ের মৃত্যুর পরে তাঁহাদের সম্পত্তি বিজয়গোবিন্দের পুত্র সিদ্ধেশ্বর ও গোপেশ্বর পান। মন্তেশ্বরের সম্পত্তি দেখা-শুনা করিবার জন্য বিজয়গোবিন্দ নিজ ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে বাধা হইবে জানিয়াও বেশী দিন সদর সব-রেজিষ্ট্রারের কার্য্য করেন নাই। তিনি কাটোয়া ও পূর্ব্বস্থলীতে ইচ্ছা করিয়া বদলী হইয়া আসেন এবং শেষজীবন মন্তেশ্বরে চাকরী করিয়া ১৯১৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন।	He married Abhilashini Devi, daughter of Kunjabihari Ray of the village of Manteswar. After the deaths of Kunjabihari Ray and his only son, Prasannakumar Ray, their property passed to Bijaygobinda's sons Siddheswar and Gopeswar. To look after the Manteswar property, Bijaygobinda did not stay long as sadar (district headquarters) sub-registrar, though he knew this would hold back his own advancement. He had himself transferred, by choice, to Katwa and Purbasthali, served at Manteswar in his last years, and retired in 1916 [first digit faint in the print].
অল্পবয়সে চাকরী গ্রহণ করিতে হইয়াছিল বলিয়া কলেজে বেশীদূর শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু চাকরী-জীবনে তাঁহার অধিকাংশ সময় সাহিত্য-	Because he had to take up employment young, he could not go far in college. But throughout his working life he spent most of his time on literature and the

বাংলা	English
সেবা ও শাস্ত্র-চর্চ্চায় কাটিত। তিনি অতিশয় সরল, [পৃ. ১১৩] সুদর্শন, সদালাপী ও নিষ্ঠাবান্ লোক ছিলেন। যে কোন ব্যক্তি অল্প সময়ের জন্যও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ সুখী হইতেন। জীবনে কখনও তিনি মিথ্যা কথা বলেন নাই এবং মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে হইলে অজ্ঞাতসারে পাছে মিথ্যা উক্তি হয়—এই ভয়ে তিনি তাঁহার পিতামহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কখনও কোর্টে সাক্ষ্য দেন নাই। ইহার জন্য অনেক সময়ে তাঁহাকে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মপ্রবণ নিষ্ঠাবান্ বিজয়গোবিন্দ কখনও অর্থের কাঙ্গাল ছিলেন না। যাহা ভাল মনে করিতেন তাহার জন্য তিনি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।	study of the shastras. He was a very simple, [p. 113] handsome, genial and devout man. Anyone who talked with him even briefly came away delighted. He never told a lie in his life, and for fear that he might unknowingly say something untrue if he had to testify in a lawsuit, he followed his grandfather's example and never gave evidence in court. Because of this he often had to bear financial loss. But the pious and devout Bijaygobinda never hungered after money. He did not hesitate to spend, without thought for the future, on whatever he believed was right.
তাঁহার পিতামহ অম্বিকাচরণের মৃত্যুর পর সকলেই বলেন যে, এরূপ মহাপ্রাণ লোকের আদ্যশ্রাদ্ধ সমারোহ-সহকারে সম্পন্ন হওয়া উচিত এবং দানসাগর শ্রাদ্ধ হওয়া উচিত; কিন্তু হাতে বিশেষ কিছু না থাকাতে সকলেই ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। বিজয়গোবিন্দ তখন দার্জ্জিলিংয়ে কাজ করিতেন এবং তাঁহার চরিত্র মাধুর্য্যে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার জনৈক বন্ধু অর্থাভাবে এরূপ একটী সদনুষ্ঠান করিতে পারিতেছেন না শুনিয়া বিজয়গোবিন্দকে অল্প সুদে প্রয়োজনমত টাকা ধার দেন। ঐ সাহায্য পাইয়া বিজয়গোবিন্দ অম্বিকাচরণের দানসাগর শ্রাদ্ধ করেন। শুনা যায়, শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে এত কুটুম্ব-সমাগম হইয়াছিল যে, পুটসুরী গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থকে একাধিক ঘর নানাস্থান হইতে আগত কুটুম্বগণের বাসের জন্য ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। পরিণত বয়সে তাঁহার পুত্রদের শিক্ষার জন্য ব্যয়-সম্বন্ধে তিনি কোনও দিনই কার্পণ্য করেন নাই।	After the death of his grandfather Ambikacharan, everyone said that the first shraddha of so great-hearted a man should be performed with ceremony, as a danasagar shraddha; but as there was little money in hand, all gave up the idea. Bijaygobinda was then working at Darjeeling, where he was very popular for his pleasant character. One of his friends, hearing that he could not perform this good work for want of money, lent him what he needed at low interest. With that help Bijaygobinda performed Ambikacharan's danasagar shraddha. It is said that so many relatives gathered for the shraddha that every householder in Putsuri had to give up more than one room to house kinsfolk who had come from many places. In later life he never stinted on spending for his sons' education.
তাঁহার তিন কন্যা ও তিনটি পুত্র। জ্যেষ্ঠা কন্যা সিদ্ধেশ্বরী বিধবা হইয়া নিঃসন্তান অবস্থায় অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। [পৃ. ১১৪] জামাতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিনি মূর্চ্ছা যান এবং তাহার পরে মাসাবধি কাল প্রায়ই মূর্চ্ছা যাইতেন। তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা শিবদাসী বৈদ্যনাথ নামে একটী পুত্র রাখিয়া ১৯১৩ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা উদ্ধারিণীর সহিত পুতুণ্ডা-নিবাসী ক্ষেত্রনাথ চৌধুরীর বিবাহ হয়। ক্ষেত্রনাথ বর্দ্ধমানে ওকালতী করিতেন এবং এক্ষণে তিনি রেঙ্গুনে ব্যবসায় করিতেছেন। ক্ষেত্রনাথের দুই কন্যা সুনীতিবালা ও মলিনপ্রভা উপযুক্ত পাত্রে সমর্পিত হইয়াছে।	He had three daughters and three sons. The eldest daughter, Siddheswari, was widowed and died young without children. [p. 114] On hearing of his son-in-law's death he fainted, and for a month afterwards he often fainted. His second daughter, Shibadasi, died in 1913, leaving a son named Baidyanath. His youngest daughter, Uddharini, was married to Kshetranath Chaudhuri of Putunda. Kshetranath practised as a pleader at Burdwan and is now in business in Rangoon. Kshetranath's two daughters, Sunitibala and Malinprabha, have been married into suitable families.
বিজয়গোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র মদনমোহন অল্পবয়সেই ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিদ্ধেশ্বর ১৩০০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ইংরাজিতে ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্স লইয়া সুখ্যাতির সহিত বি-এ পাশ করেন এবং ১২০০ টাকার দ্বারকানাথ বৃত্তি পান। এম-এ পরীক্ষায়ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। পরে তিনি আইন-পরীক্ষাও কৃতিত্বের সহিত পাশ করেন। সিদ্ধেশ্বরবাবু বর্দ্ধমান	Bijaygobinda's youngest son, Madanmohan, died young. His eldest son, Siddheswar, was born in 1300 BS [1893–94]. He was a distinguished student of the University. He passed the B.A. with distinction from Presidency College with first-class honours in English, and won the Dwarkanath scholarship of Rs 1,200. In the M.A. examination too he came third in the University. Later he also passed the law examination with credit. Siddheswar Babu worked for a time as

বাংলা	English
স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট-রূপে কিছুদিন কাজ করেন। পরে তিনি কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক-রূপে কিছুদিন কাজ করেন। ইহার পরে তিনি সরকারের অধীনে একসাইজ ডিপার্টমেন্টে প্রবেশ করেন এবং এক্ষণে সিনিয়র বেঙ্গল একসাইজ সার্ভিসে একসাইজ-প্রসিকিউটর-রূপে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে বিখ্যাত মীনা পেশোয়ারীর দলের বিরুদ্ধে কয়েকটী কঠিন মামলা চালাইবার জন্য দিল্লীতে লইয়া যান। সেখানে তিনি বেশ খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৩২—১৯৩৩ সালে সিদ্ধেশ্বরবাবু বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউনসিলের একজন বিশেষবিৎ (Expert) সদস্য ছিলেন। তাঁহার তিন কন্যা—রাজলক্ষ্মী, স্বর্ণলতা ও মণিকা। পুটসুরীর নিকটবর্ত্তী [পৃ. ১১৫] দেনুর-নিবাসী ভোলানাথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছে।	superintendent of the Burdwan school, and then for a time as professor of English at the Scottish Church College, Calcutta. After that he entered the Excise Department under the Government, and he now serves as an excise prosecutor in the Senior Bengal Excise Service. Impressed by his ability, the Punjab Government took him to Delhi to conduct several difficult cases against the notorious gang of Meena Peshawari, and there he won considerable fame. In 1932–1933 Siddheswar Babu was an expert member of the Bengal Legislative Council. He has three daughters: Rajlakshmi, Swarnalata and Manika. His eldest daughter is married to Bholanath Chaudhuri of Denur, [p. 115] near Putsuri.
বিজয়গোবিন্দের দ্বিতীয় পুত্র গোপেশ্বর ১৩০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বি-এ পর্য্যন্ত পড়িবার পর দেশে থাকিতেন। এক্ষণে তিনি কলিকাতায় থাকিয়া ব্যবসায় করিতেছেন। তাঁহার তিন পুত্র—প্রবরকৃষ্ণ, বিপুলানন্দ ও দেবকুমার। তাহারা পড়াশুনা করিতেছে।	Bijaygobinda's second son, Gopeswar, was born in 1302 BS [1895–96]. After studying up to the B.A. he lived in the village. He now lives in Calcutta and is in business. He has three sons, Prabarkrishna, Bipulananda and Debkumar, who are at their studies.
বিজয়গোবিন্দ অবসর গ্রহণ করিয়া কিছুদিন পুটসুরীতে ছিলেন। তিনি স্থানীয় হাই স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পরে তীর্থভ্রমণে বাহির হন। হরিদ্বার হইতে পুরী পর্য্যন্ত সকল তীর্থস্থানে তিনি সস্ত্রীক গিয়াছিলেন। তিনি ১৩৪০ সালে ২০শে কার্ত্তিক তাঁহার পুত্র সিদ্ধেশ্বরের কলিকাতা বাস-ভবনে হৃদ্‌রোগে হঠাৎ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পত্নী অভিলাষিণী দেবী জীবিত আছেন।	After retiring, Bijaygobinda lived for a while at Putsuri, where he was president of the local high school committee. Later he set out on pilgrimage and, with his wife, visited every holy place from Hardwar to Puri. He died suddenly of heart disease on 20 Kartik 1340 BS [c. 6 November 1933] at the Calcutta residence of his son Siddheswar. His wife, Abhilashini Devi, survives him.

5. Pratap Chandra Ray, CIE, of Shanko

প্রতাপ চন্দ্র রায় সি, আই, ই

Bangsha-Parichay, vol. XIV (1934), printed pp. 185–230 · PDF pp. 242–289 of D4_Bangsha_Parichay_v14_1934.pdf (plate on p. 242; archive.org in.ernet.dli.2015.352594)

বাংলা	English
[চিত্র] *স্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র রায় সি, আই, ই।*	*The late Pratap Chandra Ray, C.I.E.*
পৃ. ১৮৫	p. 185
মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদক স্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র রায় সি, আই, ই, মহোদয় বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী শাঁকো গ্রামের প্রসিদ্ধ রায় বংশে উগ্রক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।	The late Pratap Chandra Ray, C.I.E., the English translator of the Mahabharata, was born of Ugra Kshatriya stock in the well-known Ray family of the village of Shanko in Burdwan district.
বংশ পরিচয় ও বাসস্থান।	**Lineage and residence**
উগ্রক্ষত্রিয়গণ আদৌ আগরা অঞ্চলবাসী এবং সেই হেতু, বঙ্গদেশে ইঁহারা ‘আগরী’ নামে পরিচিত। মোগল রাজত্বের অভ্যুদয় ও পাঠান রাজত্বের অবসানের সমসাময়িক কালে উগ্রক্ষত্রিয়গণ মোগল-সৈন্যান্তর্ভুক্ত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং মোগল কর্ত্তৃক বাঙ্গালা-বিজয়ের পর, ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্ব স্ব কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপে প্রভূত জায়গীরাদি লাভ করিয়া বর্দ্ধমান প্রদেশে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। রায় বংশের প্রতিষ্ঠাতা উগ্রক্ষত্রিয় রাজা বাঘরায় এই উপলক্ষে তন্মধ্যে সমগ্র বাঘা পরগণা জায়গীর-রূপে প্রাপ্ত হন এবং তাৎকালীন মোগল অধিকারের সীমান্ত-রূপে বর্ত্তমান খানাজংসন ষ্টেশনের (ই, আই, আর) নিকটবর্ত্তী খানো গ্রামে স্বীয় বাসস্থান স্থাপন করেন। রাজা বাঘ একজন বীর ও চরিত্রবান মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সচ্চরিত্রতার বিষয়ে বহু প্রবাদ-বাক্য এতদঞ্চলে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। কৃষিকার্য্যের সৌকার্য্যার্থে এবং প্রজাগণের সুবিধার জন্য তিনি স্বীয় জায়গীর মধ্যে নানাস্থানে ঈশানদীঘি, পারুলদীঘি, ত্রিশূলদীঘি প্রভৃতি সাতটী সুবিস্তৃত জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। খানো গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে যে স্থানে বাঘের স্থায়ী সৈন্যদল (Standing army) অবস্থান করিত, সেই স্থান এখনও “পল্টন্ ডাঙ্গা” নামে অভিহিত হইয়া থাকে।	The Ugra Kshatriyas were originally people of the Agra region, and for that reason they are known in Bengal as "Agari". At the time of the rise of Mughal rule and the end of Pathan rule, the Ugra Kshatriyas came to Bengal as part of the Mughal army, and after the Mughal conquest of Bengal many of them received large jagirs and other grants as a reward for their services and began to settle in the Burdwan region. On this occasion the Ugra Kshatriya Raja Bagh Ray, founder of the Ray family, received the whole of pargana Bagha as a jagir, and set up his residence at the village of Khano, near the present Khana Junction station (E.I.R.), which was then the frontier of Mughal territory. Raja Bagh was a brave man of great character. Many sayings about his piety and upright conduct are still current in this area. To help agriculture and for the convenience of his tenants he had seven large tanks dug at various places in his jagir, among them Ishan Dighi, Parul Dighi and Trishul Dighi. The place at the western edge of Khano village where Bagh's standing army (the author's English) was quartered is still called "Paltan Danga" [the regiment's ground].
পৃ. ১৮৬	p. 186
রাজা বাঘের অধস্তন পুরুষ রাজা রাজবল্লভ রায় শাসনকার্য্যের সুবিধার্থে বা অপর কোন কারণে, খানো হইতে বাসস্থান উঠাইয়া আনিয়া গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের দক্ষিণ পার্শ্বে (যে স্থান শাঁকো নামে অভিহিত) স্থাপন করেন।	Raja Rajballabh Ray, a descendant of Raja Bagh, moved the family seat from Khano, for ease of administration or for some other reason, and established it on the south side of the Grand Trunk Road (at the place now called Shanko).
শঙ্খগড় বা শাঁকো	**Shankhagarh, or Shanko**
রাজা রাজবল্লভ এই স্থানটীকে শঙ্খ-বেষ্টনীর ন্যায় পর পর তিনটী পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন এবং ৺শঙ্খেশ্বরী নাম্নী দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়া এই স্থানের নাম	Raja Rajballabh surrounded this place with three moats, one inside the other like the coils of a conch shell, and, having installed the goddess Shankheshvari,

বাংলা	English
শঙ্খগড় (বা শাঁকো) রাখেন। ভগ্ন মন্দির মধ্যে দেবীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি এখনও গড়ের তোরণদেশে গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত রহিয়াছেন। ৺উষাদিত্য দেবও এই স্থানের প্রাচীন দেবতা। উষাদিত্য সূর্য্যমূর্ত্তি; সুতরাং ইহার প্রতিষ্ঠাতা যে সূর্য্যোপাসক ক্ষত্রিয় বা উগ্রক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। পরিখাত্রয় পরিবেষ্টিত শঙ্খগড়ের সকল পরিখাগুলির নিদর্শন বর্ত্তমানে না পাওয়া গেলেও, মূল গড়টী এখনও অবিকৃত অবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। গড়ের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয়দিকে প্রবেশ ও নির্গমের দুইটী পথ ছিল এবং উক্ত উভয় পথ উগ্রক্ষত্র-[···] বাগ্‌দী-বীরগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইত। নগরের মধ্যে আসিতে বা তথা হইতে যাইতে হইলে, নৌকাযোগে গড় পার হইতে হইত। এই নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত পথ দুইটী এখনও লা-বাটা Ferry-ha[···] বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। গ্রাম মধ্যে বিভিন্ন জাতি সকলের অবস্থান-সংস্থান অনুধাবন করিলে স্থানটী যে হিন্দু তথা উগ্রক্ষত্রিয় প্রধান স্থান ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বাগ্‌দী, ডোম, চামার, বাউরী এবং মুসলমান প্রভৃতি পল্লীসমূহ এখনও গড়ের বাহিরে অবস্থিত রহিয়াছে। গড় মধ্যস্থিত অধিকাংশ অধিবাসীই উগ্রক্ষত্রিয় ও তাঁহাদের সংসারযাত্রার সাহায্যকারী ব্রাহ্মণ, নবশাক প্রভৃতি অন্যান্য জাতি। যে অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রি জাতি এক্ষণে গড়বেষ্টিত নগরের দক্ষিণ প্রান্তে বাস [পৃ. ১৮৭] করিতেছেন, তাঁহারা এস্থানের প্রাচীন অধিবাসী নহেন। উগ্রক্ষত্রিয় প্রভাব ধ্বংসের বহুকাল পরে তৎকালীন বর্দ্ধমানাধিপতি এই স্থানের কালেক্টরী স্বত্ব খরিদ করিয়া এই নবাগত জাতিটীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই বর্দ্ধমান-রাজের তন্‌খাপ্রাপ্ত নিকট আত্মীয়। গড়ের অনতিদূর দক্ষিণে "মোগল সীমা" নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লী আছে। এই পল্লীটী নিশ্চয়ই তাৎকালিক মোগলাধিকৃত রাজ্যের সীমারূপে পরিগণিত ছিল। উগ্রক্ষত্রিয় প্রধান শঙ্খগড়ের অনতিদূরে অবস্থিত সীমা-নির্দ্দেশক এই পল্লীটী এবং ইহা হইতেই তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত 'দাউদপুর' বা ([দাদপুর?]) পল্লীটী নিশ্চয়ই মোগল কর্ত্তৃক দাউদ বিজয়ের এবং তাহারই অব্যবহিত পরে উগ্রক্ষত্রিয়গণের বর্দ্ধমান অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হইবার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। গ্রামের পশ্চিমে, গড়ের পরপারে, 'মুণ্ডমালা' নামক পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কালে বহু নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহা হইতে উপলব্ধি হয় যে রায়বংশীয়গণকে দুর্গ-রক্ষাকল্পে বহুবার বহু আক্রমণকারীর সহিত যুদ্ধ-ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল।	named the place Shankhagarh (or Shanko). The goddess's stone image still stands in a ruined temple at the gateway of the fort, at the western edge of the village. The god Ushaditya is also an old deity of this place. Ushaditya is an image of the Sun, so it can be said without doubt that whoever installed it was a sun-worshipping Kshatriya, or Ugra Kshatriya. Although traces of all three of Shankhagarh's moats cannot be found today, the main fort can still be seen intact. There were two ways in and out of the fort, on its east and west sides, and both were guarded by Bagdi warriors [in the service?] of the Ugra Kshatriyas. To come into the town or to leave it one had to cross the moat by boat, and for this reason these two paths are still called "la-bata" [a ferry way; the author's English gloss, "Ferry-ha...", is partly illegible]. Looking at where the different castes live in the village, one can clearly see that this was a Hindu, and above all an Ugra Kshatriya, place. The Bagdi, Dom, Chamar, Bauri and Muslim hamlets still lie outside the fort. Most of the people living inside the fort are Ugra Kshatriyas, together with Brahmins, Nabashakh and other castes who served their households. The small number of Kshetri people who now [p. 187] live at the southern end of the walled town are not old inhabitants of the place. Long after Ugra Kshatriya power had been destroyed, the then ruler of Burdwan bought the collectorate rights to this place and settled this newly arrived community here. They are all close relatives of the Burdwan Raj who receive allowances (tankha) from it. A short distance south of the fort there is a small hamlet called "Mogal Sima" [the Mughal border]. This hamlet must surely have marked the boundary of the territory then held by the Mughals. This boundary-marking hamlet near the Ugra Kshatriya stronghold of Shankhagarh, and the hamlet of "Daudpur" (or [Dadpur?]) three miles to its south, can surely be taken as clear evidence of the Mughal victory over Daud and of the settlement of the Ugra Kshatriyas in the Burdwan region immediately afterwards. When the tank called "Mundamala" [garland of skulls], west of the village on the far side of the fort, was dredged, many human skeletons were found. This suggests that the Ray family had to fight many attackers, many times, in defence of the fort.
[···] রাজা রাজবল্লভের [সময়েই] শাঁকো গ্রামের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান চণ্ডীমণ্ডপ, নাটশালা, রাসমঞ্চ এবং প্রাসাদোপম সুবৃহৎ বাসভবন প্রভৃতি এই সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল।	[...] It was in Raja Rajballabh's [time] that the village of Shanko made great progress. The present chandimandap, natshala [hall for performances], rasmancha and the large, palatial residence were all built at this time.
রায় বংশের কীর্ত্তি কলাপ।	**Works of the Ray family**

বাংলা	English
গ্রামের বিভিন্ন স্থানে শিবালয়াদি এবং প্রসিদ্ধ ‘সুখ সায়র’ নামক সুবৃহৎ জলাশয় এখনও রাজা রাজবল্লভের অতুল কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। স্বর্গীয় সুবল চন্দ্র রায়, রাজা রাজবল্লভের পুত্র। ইনি বর্ত্তমান সদাব্রত ও অতিথিশালা স্থাপন এবং নানা স্থানে জলাশয়াদি খনন ও হাট-বাজার পত্তন করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রায়বংশের এই দেবসেবা, অতিথিসেবা ও দোল-দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকলাপ [পৃ. ১৮৮] এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণোদ্দেশে ভূমি ও জলাশয়াদি দান এখনও এতদঞ্চলে তাঁহাদের বংশধরদিগকে সম্মানিত করিয়া রাখিয়াছে এবং এই হেতু ব্রাহ্মণগণ এখনও ইঁহাদের বাটীতে মাত্র এক পয়সা দক্ষিণা লইয়া ভোজন-ব্যাপার সমাধা করিয়া থাকেন।	The Shiva temples in various parts of the village, and the large and well-known tank called "Sukh Sayar", still proclaim the incomparable works of Raja Rajballabh. The late Subal Chandra Ray was Raja Rajballabh's son. He won great renown by founding the present sadabrata [free kitchen] and guest-house, digging tanks and setting up markets (hat-bazar) in various places. The Ray family's worship of the gods, its hospitality to guests, its Dol and Durga festivals and other rites, [p. 188] and its gifts of land and tanks to gods and Brahmins, still keep its descendants in honour in this area; and for this reason Brahmins still take a dakshina [ritual fee] of only one paisa when they are fed at this family's house.
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, অশেষ গৌরবান্বিত এই রায় বংশের অন্যতম শাখা বিশেষে, ১৮৪২ খৃঃ অব্দের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে প্রতাপ চন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।	Pratap Chandra Ray was born on 15 March 1842 in one of the branches of this celebrated and greatly honoured Ray family.
জন্ম ও শৈশব।	**Birth and infancy**
ইঁহার পিতার নাম রামজয় রায় এবং মাতার নাম দ্রবময়ী দেবী। প্রতাপ রামজয়ের সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর বাল্যকালেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী সর্ব্বমঙ্গলা দেবী প্রতাপের মৃত্যুর পরও কিছুদিন জীবিতা ছিলেন। এই বর্ষীয়সী মহিলার নিকট হইতে প্রতাপের বাল্য-জীবনের ঘটনা সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রতাপ যখন মাত্র আড়াই বৎসরের, তখন তাঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটে, এবং এই অপোগণ্ড শিশুর ভার তখন হইতেই সর্ব্বমঙ্গলার উপর পতিত হয়। প্রতাপ বাল্যকালে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ ও অতিশয় চঞ্চল ছিলেন; সুতরাং সব সময় তাঁহাকে সামলাইয়া রাখা সর্ব্বমঙ্গলার পক্ষে সহজ হইত না। স্ত্রীলোকবিহীন সংসারে নানা বিশৃঙ্খলার মধ্যেও মাতৃহীন প্রতাপ এইরূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুদিন পরে, বিবাহান্তে, সর্ব্বমঙ্গলা যখন শ্বশুর গৃহে চলিয়া গেলেন, তখন প্রতাপকে লইয়া রামজয় বড়ই বিপদে পড়িলেন। এরূপ অবস্থায় কৃষ্ণমণি দেবী নাম্নী তাঁহার এক নিকট আত্মীয়ার সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন অন্য উপায় রহিল না। কৃষ্ণমণি নিঃসন্তান এবং বালবিধবা। স্বামী পরিত্যক্ত যে সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করিয়া তিনি কালনায় নিজ ভবনে বাস করিতেন। সর্ব্বমঙ্গলার বিবাহ উপলক্ষে কৃষ্ণমণি শাঁকো গ্রামে আসিলে, মাতৃস্নেহবঞ্চিত প্রতাপ তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন এবং কৃষ্ণমণিও তাঁহার মাতৃহৃদয়ের [পৃ. ১৮৯] অতৃপ্ত ভালবাসা সেই হৃষ্ট-পুষ্টাঙ্গ বালকের উপর নিঃশেষে ন্যস্ত করিয়া ফেলেন। ইহার ফল এই হইল যে, কৃষ্ণমণি প্রতাপকে সঙ্গে লইয়া কালনার বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে, প্রতাপের সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে, রামজয় পরলোক গমন করেন এবং কৃষ্ণমণির পুত্ররূপে প্রতাপ কালনাতেই অবস্থিতি করিতে থাকেন।	His father's name was Ramjay Ray and his mother's Drabamayi Debi. Pratap was Ramjay's youngest child. His elder brother died in childhood, and his elder sister, Sarbamangala Debi, lived on for some time after Pratap's death. The events of Pratap's early life have been gathered from this elderly lady. When Pratap was only two and a half, his mother died, and from then on the care of the helpless child fell on Sarbamangala. As a child Pratap was sturdy and extremely restless, so it was not always easy for Sarbamangala to keep him in hand. In this way the motherless Pratap grew up amid the many disorders of a household without women; but some time later, when Sarbamangala married and went to her husband's home, Ramjay found himself in great difficulty with Pratap. In this situation there was no choice but to seek the help of a close relative of his named Krishnamani Debi. Krishnamani was childless and had been widowed as a girl. She lived in her own house at Kalna on the small income her husband had left her. When Krishnamani came to Shanko for Sarbamangala's wedding, Pratap, who had been deprived of a mother's love, became deeply attached to her, and Krishnamani in turn poured all the unfulfilled love of her [p. 189] mother's heart on the sturdy boy. As a result Krishnamani took Pratap with her when she returned to her house at Kalna, and began to bring him up as if he were her own son. Two years later, when Pratap was seven, Ramjay died, and Pratap went on living at Kalna as Krishnamani's son.

বাংলা	English
জীবিত অবস্থায় রামজয় কৃষ্ণমণিকে কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। কিন্তু এক্ষণে সে সাহায্যটুকুও বন্ধ হওয়ায় কৃষ্ণমণি বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন।	While he was alive, Ramjay used to give Krishnamani some help. But now that even this help stopped, Krishnamani was in great difficulty.
বাল্যকাল ও শিক্ষা।	**Childhood and education**
কিরূপে বালকের শিক্ষা ও গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় বিধান করিবেন—এই চিন্তা তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল। নিরুপায় কৃষ্ণমণি অবশেষে প্রতিবেশী কোন ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। উভয়ের মধ্যে এই স্থির হইল যে, কৃষ্ণমণি ব্রাহ্মণের দাসীত্ব করিবেন ও প্রতাপ তাঁহার গোচারণে নিযুক্ত থাকিবেন এবং ব্রাহ্মণ তদ্বিনিময়ে মাতাপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন ও প্রতাপের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু ভাগ্য যাঁহাকে মহৎ কার্য্যের জন্য নিয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, শুধু দুইটি খাইতে পরিতে পাইয়া এবং গোচারণ করিয়া তাঁহার জীবন কখনই ব্যর্থ হইতে পারে না। নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য সমাপনান্তে প্রতাপ যে অবসরটুকু পাইতেন, তাহার প্রায় সমস্তটুকুই তিনি যত্নসহকারে নিজ শিক্ষায় ব্যয় করিতেন। তাঁহার এই অধ্যবসায়, এই ঐকান্তিকতা দর্শন করিয়া তাঁহার আশ্রয়দাতা মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং গোচারণ বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহাকে নিজপুত্রগণের সহিত স্থানীয় পাঠশালায় বিনা বেতনে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। নিঃস্বার্থ, [পৃ. ১৯০] পরোপকারী, মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণের এই উপকার প্রতাপ পরবর্ত্তী জীবনে বিস্মৃত হয়েন নাই। তাঁহার অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি সাধিত হইলে এই ব্রাহ্মণ-দম্পতির জন্য তিনি মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন।	How to provide for the boy's education and his food and clothing was a question that troubled her greatly. Having no other way, Krishnamani at last sought the protection of a Brahmin neighbour. It was agreed between them that Krishnamani would work as the Brahmin's maidservant and Pratap would herd his cattle, and that in return the Brahmin would provide food and clothing for mother and son and take on the cost of Pratap's education. But one whom fate has set aside for great work cannot waste his life merely getting enough to eat and wear and herding cattle. Almost all the spare time Pratap had after finishing his daily and occasional tasks he spent carefully on his own studies. His benefactor was charmed to see such perseverance and dedication, stopped his cattle-herding, and enrolled him free of charge in the local pathshala along with his own sons. Pratap never forgot, in later life, the kindness of this selfless, [p. 190] generous and great-hearted Brahmin. Once his own circumstances had improved a little, he settled an allowance of five rupees a month on the Brahmin and his wife.
বিনা বেতনে পাঠশালায় অধ্যয়নের ব্যবস্থা হইলেও পাঠ্য পুস্তকের অভাবে প্রতাপের শিক্ষা বেশী দূর অগ্রসর হইতেছিল না। প্রথম প্রথম তিনি সহপাঠীদের পুস্তক লইয়া পাঠাভ্যাস করিতেন, কিন্তু ইহাতে তাহাদের অসুবিধা হয় দেখিয়া এবং মাতাকে এ জন্য চিন্তান্বিতা করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া, প্রতাপ পাঠ্য পুস্তকের মূল্য সংগ্রহের এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি দেখিলেন, ধার্ম্মিক হিন্দুগণ প্রতিদিন ঘাটে ঘাটে নারিকেল ভেট করিয়া গঙ্গাদেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন; ঐ ফলগুলি তাঁহারই সমবয়সী কত দরিদ্র বালক জল হইতে কুড়াইয়া আনিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। প্রতাপ মনে করিলেন, তিনিও যদি ঐ সব বালকের ন্যায় ফল কুড়াইয়া আনিয়া বিক্রয় করিতে পারেন, তাহা হইলে বই কিনিবার মত পয়সা অনায়াসেই সংগ্রহ হইতে পারে। প্রতাপের যে কল্পনা সেই কার্য্য। তিনি তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। অন্যান্য বালকদিগের অপেক্ষা প্রতাপ সমধিক সবল ও সুস্থকায় ছিলেন; সুতরাং তিনি সকলের অপেক্ষা বেশী ফল সংগ্রহ করিলেন। ঐ সকল ফল বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইলেন, তৎসমুদায়ই তিনি তাঁহার মাতার হস্তে দিলেন। প্রতাপ অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছিলেন, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বাঙ্গালা লেখা-পড়া ও অঙ্কে একরূপ চলনসই ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন।	Although free schooling at the pathshala had been arranged, Pratap's education was not getting far for want of textbooks. At first he used to study from his classmates' books, but seeing that this inconvenienced them, and thinking it wrong to make his mother anxious about it, Pratap hit on a novel way of raising the price of his books. He noticed that devout Hindus worshipped the goddess Ganga every day at the bathing ghats by offering coconuts, and that many poor boys of his own age fished these out of the water and ate them. Pratap thought that if he too could collect the coconuts like those boys and sell them, he could easily raise enough money to buy books. With Pratap, to think was to act. He at once jumped into the water. Pratap was stronger and healthier than the other boys, so he collected more coconuts than any of them. Whatever he got by selling them he handed over to his mother. Pratap was very gifted and intelligent, and within a short time he gained a serviceable grounding in reading and writing Bengali and in arithmetic.

বাংলা	English
প্রতাপ কলিকাতায়।	**Pratap in Calcutta**
প্রতাপের বয়স এখন পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র। এই অল্প বয়সেই তিনি [পৃ. ১৯১] দুঃখ কি তাহা বিশেষরূপেই অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও ঘোরতর দুঃখ যে তাঁহার অদৃষ্টাকাশকে একেবারে অন্ধকারাবৃত করিয়া দিতে পারে, এ ধারণা জন্মিবার পূর্ব্বেই তাঁহার একমাত্র অভিভাবিকা মাতা পরলোক গমন করিলেন। স্নেহময়ী মাতার বিয়োগে প্রতাপ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন,—কোন সান্ত্বনাই আর তাঁহাকে কালনায় ধরিয়া রাখিতে পারিল না। এই জনবহুল জগতে তিনি একা, নিঃসহায়, নিঃসম্বল অবস্থায় ভাসিয়া চলিলেন,—কে জানিত তখন, ইহার পরিণতি কোথায়! প্রতাপ শুনিয়াছিলেন, ইংরাজের তদানীন্তন রাজধানী কলিকাতায় গেলে কাহারও অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ থাকে না। আমরা পূর্ব্বেও দেখিয়াছি এবং পরেও দেখিব—প্রতাপের যে কল্পনা সেই কার্য্য। সদ্য মাতৃস্নেহচ্যুত, সংসারানভিজ্ঞ, অসহায় পল্লীবালক প্রতাপ কলিকাতার জনসমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিলেন! আক্ষেপের বিষয়, প্রতাপ তাঁহার প্রথম কলিকাতা বাসের কোন ইতিবৃত্ত রাখিয়া যান নাই; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে এই সময়ে তাঁহাকে বহু দুঃখের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। একাকী, অসহায়, কপর্দ্দকহীন অবস্থায় কলিকাতার ন্যায় জনবহুল নগরীতে তাঁহাকে যে কি ভীষণ শূন্যতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কেহই অনুমান করিতে পারিবেন না। কয়েক দিন একরূপ পথে পথেই কাটাইয়া ভাগ্য-প্রেরিত প্রতাপ, জানিনা কিরূপে, স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের আশ্রয় লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রতাপের অটুট স্বাস্থ্য, সুগঠিত অবয়ব এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার করুণ মুখমণ্ডল দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া সিংহ মহোদয় তাঁহাকে মাসিক সাত টাকা বেতনে নিজ খাস-খানসামারূপে নিযুক্ত করিলেন। দক্ষতা ও সরলতা গুণে প্রতাপ অতি অল্প দিনের মধ্যেই স্বীয় প্রভুর চিত্ত অধিকার করিয়া ফেলিলেন, এবং তিনিও তাঁহাকে মাসিক পনর টাকা [পৃ. ১৯২] বেতনে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসাবাটী সমূহের আদায়কারী গোমস্তার পদে উন্নীত করিলেন। সিংহ মহোদয় প্রতাপকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার পড়াশুনায় অনুরাগ দেখিয়া তদনুশীলনের জন্য তিনি বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিলেন।	Pratap was now only fifteen. Young as he was, he had already [p. 191] come to know very well what sorrow was. But before he could imagine that a still heavier sorrow might darken the whole sky of his fortunes, his mother, his only guardian, died. Pratap was overwhelmed by the loss of his loving mother, and nothing could console him or hold him at Kalna any longer. He drifted out into this crowded world alone, helpless and penniless; who could then have known where it would lead? Pratap had heard that in Calcutta, then the capital of the English, nobody went short of food and clothing. As we have seen before and will see again, with Pratap to think was to act. Newly bereft of a mother's love, ignorant of the world, a helpless village boy, Pratap plunged into the human ocean of Calcutta! It is a pity that Pratap left no account of his first years in Calcutta, but it is certain that he had to make his way through much hardship at this time. No one who has not suffered it can imagine what a terrible emptiness he had to struggle against, alone, helpless and without a cowrie to his name, in so crowded a city as Calcutta. After spending some days more or less on the streets, Pratap, as fate would have it, managed, we do not know how, to find shelter with the late Kaliprasanna Singha. Moved by Pratap's robust health, his well-made frame and above all his pitiable face, Mr Singha took him on as his personal khansama [household servant] at seven rupees a month. By his ability and his straightforwardness Pratap very soon won his master's heart, and Singha promoted him, at fifteen rupees a month, [p. 192] to the post of gomasta [agent] collecting the rents of his houses in Calcutta. Mr Singha was very fond of Pratap. Seeing his love of study, he gave him special opportunities and facilities to pursue it.
বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় এই সময়ে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এই অনুবাদ গ্রন্থ তিনি কেবলমাত্র পণ্ডিতগণকেই বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন; সুতরাং জনসাধারণ তাঁহার দানে বিশেষ কিছু উপকৃত হইত না। প্রতাপ নিত্যই দেখিতেন,—শত শত আবেদনকারী গ্রন্থ লাভে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেন; কেহ কেহ বা, প্রভুর প্রিয়পাত্র জানিয়া তাঁহাকে এ সম্বন্ধে বহু অনুরোধও করিতেন; কিন্তু তিনি কি করিতে পারেন! [এ] দৃশ্য কিন্তু প্রতাপকে অত্যন্ত মর্ম্মাহত করিত। এই সময় হইতেই তিনি মনে মনে সঙ্কল্প	At this time Babu Kaliprasanna Singha was engaged in translating the Mahabharata into Bengali. He distributed this translation free, but only to pandits, so the general public gained little from his gift. Every day Pratap saw hundreds of applicants turn away disappointed at not getting the book; some, knowing him to be his master's favourite, even pleaded with him about it; but what could he do? The sight, though, wounded Pratap deeply. From this time he resolved in his heart that if he ever became a man of means, he would give the Mahabharata free to everyone, high and

বাংলা	English
করিয়াছিলেন—যদি তিনি কখনও বড়লোক হইতে পারেন, তাহা হইলে আপামর-সাধারণ সকলকেই বিনামূল্যে মহাভারত বিতরণ করিবেন! দীনহীন, পরদাস প্রতাপের পক্ষে এ সঙ্কল্প বাতুলতা মাত্র! কিন্তু আমরা দেখিব, এই সময়ে নিভৃতে তিনি যে সুমহান প্রেরণার বীজ স্বীয় হৃদয়ে উপ্ত করিয়াছিলেন, তাহাই কালে ফলফুলে সুশোভিত হইয়া দিগন্তব্যাপী মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছিল! মহাভারতের বঙ্গানুবাদ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ পরলোক গমন করেন। প্রিয় প্রতিপালকের লোকান্তরের পর প্রতাপ আর চাকুরি করিলেন না। দাসত্বকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। উপায়ান্তর না পাইয়া এবং স্বর্গীয় সিংহ মহোদয়ের ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া এই চারি বৎসর কাল তিনি তাঁহার সেবা করিয়াছেন; কিন্তু আর কেন?	low alike. For the poor, humble Pratap, a servant of others, such a resolve was sheer madness! But we shall see that the seed of great inspiration he quietly sowed in his heart at this time in due course grew into a mighty tree, rich in flowers and fruit, spreading to the horizon. The great-souled Kaliprasanna Singha died soon after the Bengali Mahabharata was completed [the translation was finished in 1866; Singha died in 1870]. After the death of his beloved patron Pratap took no further employment. He hated servitude with all his heart. Having no alternative, and won over by the late Mr Singha's affection, he had served him for these four years; but why go on?
পৃ. ১৯৩	p. 193
প্রতাপ অত্যন্ত মিতব্যয়ী ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। কলিকাতা নগরীর কোন প্রলোভনই তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই।	Pratap was a very thrifty man of honest character. None of the temptations of the city of Calcutta could seduce him.
কর্ম্মজীবন—কলিকাতায়।	**Working life in Calcutta**
সময় ও অর্থের অযথা ব্যবহার না করিয়া তাঁহার অল্পমাত্র আয়ের অধিকাংশই তিনি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতেন, এবং কার্য্যান্তরালে যে অবসর টুকু পাইতেন তাহার প্রায় সব টুকুই নিজ শিক্ষায় নিয়োজিত করিতেন। বলা বাহুল্য, পনের টাকা মাহিনার চাকরী করিয়া প্রতাপ অতি সামান্য মাত্রই সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। এই যৎসামান্য মূলধন লইয়া তিনি স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় মনোনিবেশ করিলেন।	Wasting neither time nor money, he saved most of his small income for the future, and almost all the spare time he had between duties he gave to his own education. Needless to say, on a salary of fifteen rupees a month Pratap had been able to save very little. With this tiny capital he turned to business on his own account.
আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, কলিকাতা নর্ম্মেল স্কুল তখন জোড়াসাঁকো শীলবাবুদের সুবিস্তৃত ভবনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই ভবন সংলগ্ন গোল ঘরটীতে (সেটী এখনও বর্ত্তমান আছে) প্রতাপ তাঁহার পুঁজির অর্দ্ধাংশ মাত্র লইয়া সামান্য মত একটী মনোহারী দোকান খুলিয়া বসিলেন। তাঁহার দোকানে পণ্য দ্রব্যের মধ্যে বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ, ধারাপাত, কাগজ, কলম, কালী, খাতা, পেন্সিল, ছুরি, কাঁচি, সূচ প্রভৃতি, এবং কিছু কিছু খেলানা, লজঞ্চুস, খাবার ইত্যাদি—বালকদের উপযোগী নানা জিনিস সামান্যভাবে সর্ব্বদাই মজুত থাকিত। দোকানটী ক্ষুদ্র হইলেও প্রতাপের মিতব্যয়িতা ও সততা গুণে অল্পদিনের মধ্যেই বেশ খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিল, এবং লাভও মন্দ হইতেছিল না। প্রতাপ এক্ষণে সঞ্চিত অর্থের বাকী অর্দ্ধেকও কারবারে নিয়োজিত করিলেন এবং দোকানটীকে একটু বড় করিয়া ফেলিলেন। কিছুদিন পরে, প্রতাপ তাঁহার এই দোকানটীকে একটী অর্ডারসাপ্লাইএর কার্য্যালয়ে পরিণত করিলেন, এবং ইহাতে তাঁহার লাভও বেশী হইতে লাগিল।	At the time we are speaking of, the Calcutta Normal School was housed in the spacious mansion of the Seal family at Jorasanko. In the round room attached to this building (it is still there) Pratap, using only half his capital, opened a modest general store. Among the goods in his shop there were always small stocks of things useful to schoolboys: Barnaparichay parts 1 and 2, dharapat [arithmetic tables], paper, pens, ink, exercise books, pencils, knives, scissors, needles and the like, and a few toys, lozenges, snacks and so on. Small as it was, the shop soon won a good name through Pratap's thrift and honesty, and the profits were not bad. Pratap now put the other half of his savings into the business and enlarged the shop a little. Some time later he turned the shop into an order-supply office, and his profits grew further.
পৃ. ১৯৪	p. 194

বাংলা	English
প্রতাপের বয়স এখন তেইশ বৎসর। তাঁহার কারবারের আয় মন্দ হইতেছে না; সুতরাং তাঁহার আর্থিক অবস্থা বর্ত্তমানে বহুল পরিমাণে স্বচ্ছল হইয়াছে।	Pratap was now twenty-three. His business was doing well, so his finances had become much more comfortable.
বিবাহ ও গার্হস্থ্য জীবন।	**Marriage and household life**
সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসরের পর, প্রতাপ জন্মভূমি-দর্শনে অভিলাষী হইয়া, এই প্রথম বার শাঁকো গ্রামে ফিরিয়া গেলেন, এবং অনতিবিলম্বে, এক মনোরমা জীবন-সঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। ভার্য্যা গোলাপ সুন্দরী একরূপ স্বয়ম্বরা হইয়াই প্রতাপকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এই শুভ পরিণয়ের ফল স্বরূপ প্রতাপের একমাত্র কন্যা হরিদাসী ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ১২ই জুলাই তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া, প্রতাপ বিপুলতর উদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বর্ত্তমানে তিনি আর একা নহেন; এক্ষণে তাঁহাকে অপর একজনকে প্রতিপালন করিতে হইবে—সুখী করিতে হইবে। প্রতাপ অল্পে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। তাঁহার অত্যুচ্চ আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার অনন্যসাধারণ আত্মনির্ভরশীলতা, তাঁহার অতুলনীয় কর্ম্মকুশলতা তাঁহাকে এই ক্ষুদ্র কারবারটীর সীমায় আবদ্ধ থাকিতে দিল না, এবং ইহা অপেক্ষা কোন বৃহত্তর কার্য্যের জন্য সর্ব্বদাই তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিল,—যে কার্য্যে তিনি তাঁহার সমস্ত সত্ত্বা, সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত দক্ষতা, সমস্ত উদ্যমশীলতা নিঃশেষে ব্যয়িত করিতে পারেন।	After a long eighteen years, wishing to see the land of his birth, Pratap went back to Shanko for the first time, and soon returned to Calcutta with a charming life-companion. His wife, Golap Sundari, had more or less chosen Pratap as her husband herself. Of this happy marriage was born Pratap's only daughter, Haridasi, on 12 July 1868. On his return to Calcutta Pratap threw himself into his work with still greater energy. He was no longer alone; now he had someone else to support and make happy. Pratap could not be content with little. His lofty ambition, his rare self-reliance and his matchless capacity for work would not let him stay within the bounds of this small business, and constantly urged him towards some larger task, one into which he could pour his whole being, all his ability, all his skill and all his energy.
মহাভারত প্রচারের সেই পুরাতন চিন্তাই সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার মনে উদিত হইল। আমরা দেখিয়াছি, প্রতাপের যে কল্পনা সেই কার্য্যারম্ভ। যে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রচারে বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর এবং স্বর্গগত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের ন্যায় ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগকেও বিশেষ বিবেচনার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, চির আত্মনির্ভরশীল প্রতাপ তৎসাধন পক্ষে বিন্দুমাত্রও চিন্তা না করিয়া [পৃ. ১৯৫] তৎক্ষণাৎ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দি[লেন]। এ সম্বন্ধে তিনি তৎপ্রকাশিত ইংরাজী অনুবাদ মহাভারতের [ভূমিকায়?] যাহা লিখিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা হইতে কি[য়দংশ] উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—“Impressed from my very you[th wit]h the desire of rendering the great religious works [of my country] easily accessible to my countrymen, fro[m] a hope t[hat such] a step, if accomplished, would, to a certain exten[t, counte]ract the growing Scepticism and irreligion of [the a]ge, I nursed the wish in secret, my resources having [been] quite disproportionate to the grandeur of the [enterprise]. ***After some years' unremitting toil, I achie[ved suc]cess in my business * * upon which, if I liked, [I could] retire. But without doing anything of the kin[d, I r]esolved to carry out, of course	The old idea of spreading the Mahabharata was the first thing that came to his mind. As we have seen, with Pratap to think was to begin. The spreading of a Bengali Mahabharata was something that even men as wealthy as the Maharaja Bahadur of Burdwan and the late Kaliprasanna Singha had undertaken only after careful thought; but the ever self-reliant Pratap, without a moment's thought about how to accomplish it, [p. 195] set to work at once. For the reader's information we quote a passage from what he wrote on this subject in [the preface to?] his published English translation of the Mahabharata: "Impressed from my very you[th wit]h the desire of rendering the great religious works [of my country] easily accessible to my countrymen, fro[m] a hope t[hat such] a step, if accomplished, would, to a certain exten[t, counte]ract the growing Scepticism and irreligion of [the a]ge, I nursed the wish in secret, my resources having [been] quite disproportionate to the grandeur of the [enterprise]. ***After some years' unremitting toil, I achie[ved suc]cess in my business * * upon which, if I liked, [I could] retire. But without doing anything of the kin[d, I r]esolved to carry out, of course to the extent o[f my me]ans, the scheme I had always nursed regarding [the gr]eat Sanskrit works of antiquity." [English in the original. A vertical strip down the

বাংলা	English
to the extent o[f my me]ans, the scheme I had always nursed regarding [the gr]eat Sanskrit works of antiquity." মর্ম্মার্থ—ভারতে[র …]কল আমার স্বদেশবাসীগণের সুখবোধ্য করিবার জন্য যে […ই]চ্ছা আমি যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই হৃদয়ে পোষণ করি[য়া আসিতেছি]লাম এবং যে প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মসংশয় [ও ধর্ম্ম]হীনতার যথা সম্ভব প্রতিকারের আশা করিয়া আসিতেছি, […সাধনে?] বহুকাল যাবৎ নিভৃতে বহু চিন্তা করিয়াছি কিন্তু এই উদ্দেশ্যের বিপুলতার তুলনায় আমার মূলধন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হওয়ায়, তৎক্ষণাৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি নাই। * * * কয়েক বৎসরের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে, আমি যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিলাম, ইচ্ছা করিলে, তদ্দ্বারাই একরূপ স্বচ্ছন্দভাবে জীবনযাপন করিতে পারিতাম। [পৃ. ১৯৬] কিন্তু তাহা না করিয়া প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ-প্রচাররূপ আমার চিরআকাঙ্ক্ষিত আশার সফলতার পক্ষে যতটুকু পারি, তাহাই সম্পাদন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম।"	middle of this page is blank in the scan; letters in square brackets are supplied from context.] The gist: "The desire to make [the religious works] of India easily understood by my countrymen, which I had cherished in my heart from the very start of my youth, and through which I have been hoping to remedy as far as possible the religious doubt and irreligion of the present age, [I] pondered long in secret; but as my capital seemed quite insignificant beside the vastness of this aim, I could not set to work at once. * * * With what I had earned by several years of back-breaking toil I could, had I wished, have lived in reasonable comfort. [p. 196] But instead I resolved to do as much as I could to fulfil my long-cherished hope of spreading the ancient Sanskrit works."
১৮৬৮ খৃঃ অব্দের জুন মাসে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ কার্য্য আরম্ভ হয়, এবং ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে তাহা সম্পূর্ণ হয়। অক্লান্তকর্ম্মী সুপণ্ডিত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই কার্য্যের সহায়করূপে পাইয়া প্রতাপ বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। প্রথম সংস্করণের [?],০০০ কপির মধ্যে প্রায় অধিকাংশই সাধারণ পণ্যরূপে, প্রতি কাপি ৪২৲ টাকা মূল্যে, বিক্রীত হইয়া গেল, এবং ইহাতে প্রতাপের প্রভূত অর্থাগম হইল। বঙ্গদেশে কেবল প্রতাপই এই প্রকার বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার এই সৎসাহসের পুরস্কার স্বরূপ তিনি বিপুল ধনসম্পদ ও সম্মানের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন।	The Bengali translation of the Mahabharata was begun in June 1868 and completed in 1873. Pratap was greatly helped by having the tireless and learned Durgacharan Bandyopadhyay as his assistant in this work. Of the [?],000 copies of the first edition, most were sold in the ordinary way as merchandise at Rs 42 a copy, and this brought Pratap a large income. In Bengal Pratap alone had the daring to take on so large an undertaking, and as the reward for his courage he came to great wealth and honour.
পত্নী বিয়োগ ও মানসিক অবস্থা।	**His wife's death and his state of mind**
কিন্তু অবিচ্ছিন্ন সুখ-সম্পদ মানবভাগ্যে একান্তই সুদুর্লভ। কয়েক বৎসরের প্রাণান্তকর পরিশ্রমের ফলে যদিও প্রতাপ বিপুল বিত্ত ও স্বসমাজে প্রভূত সম্মান অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইলেন, কিন্তু কে জানিত, উন্নতির এই প্রথম সোপানে নবীন বয়সেই তাঁহাকে প্রিয়পত্নীহারা হইয়া পুনরায় নিঃসঙ্গতার নিভৃত বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে? সপ্তম বর্ষীয়া শিশু-কন্যা হরিদাসীর জন্য প্রতাপ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। প্রতাপের তৎকালীন মানসিক অবস্থা তাঁহার নিজ ভাষাতেই ব্যক্ত করিতেছি। এই সময় প্রিয় বন্ধু দুর্গাচরণকে তিনি লিখিয়াছিলেন—"বর্ত্তমানে আমি একরূপ পাগল। ডাক্তার-কবিরাজ এবং বন্ধুগণ স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য বলিতেছেন, কিন্তু আমার প্রিয়তমার ক্ষুদ্র স্মৃতি হরিদাসীকে কাহার নিকট রাখিয়া [পৃ. ১৯৭] যাইব? বিশেষ, আমার ব্যাধি শারীরিক নহে, মানসিক; স্থান পরিবর্ত্তনে ইহার কি উপকার হইতে পারে,—জানি না।"	But unbroken happiness and prosperity are very rare in human fortune. Although after several years of gruelling work Pratap had won great wealth and much honour among his own people, who could have known that on this first step of his rise, while still young, he would lose his beloved wife and have to take refuge once more in the lonely bosom of solitude? Pratap became extremely anxious about his little daughter Haridasi, then in her seventh year. We give Pratap's state of mind at that time in his own words. He wrote at this time to his dear friend Durgacharan: "At present I am half mad. The doctors, the kavirajes and my friends tell me to have a change of air, but with whom am I to leave Haridasi, the little keepsake of my beloved, [p. 197] and go? Besides, my illness is not of the body but of the mind; what good a change of place can do it, I do not know."

বাংলা	English
দুই বৎসর পরে, নবম বর্ষীয়া হরিদাসীকে এক উচ্চ বংশীয়, সুশিক্ষিত ও ধনাঢ্য যুবকের করে অর্পণ করিয়া প্রতাপ একরূপ নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু প্রিয় পত্নীর শোক কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিলেন না।	Two years later Pratap gave Haridasi, then in her ninth year, in marriage to a well-born, well-educated and wealthy young man, and so was more or less relieved of anxiety; but he could not forget his grief for his beloved wife.
“দাতব্য ভারত কার্য্যালয়।”	**The "Datavya Bharat Karyalay" [Charitable Bharata Office]**
পুরাতন স্মৃতি-বিজড়িত কলিকাতার বাসভবন তাঁহার বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। উদ্দেশ্য-বিহীন ব্যর্থ জীবন বহন করা তাঁহার পক্ষে বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল—তিনি গৃহের বাহির হইয়া পড়িলেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, কাঁকিনারা, ভাওয়াল, [মুক্তাগাছা?], পুটীয়া, দিনাজপুর, রংপুর প্রভৃতি নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, এবং বহু পরিচিত ও অপরিচিত ধনাঢ্য ও মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখা-শুনা ও আলাপ-পরিচয়াদি করিয়া, তাঁহার এই চিত্ত-চাঞ্চল্য বহুল পরিমাণে উপশমিত হইল। এই সময় সকলেই একবাক্যে মহাভারতের তৎকৃত বঙ্গানুবাদের প্রশংসা করিয়াছিলেন; কিন্তু এরূপ একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ, মূল্যের মহার্ঘতা হেতু সাধারণ পাঠকের লব্ধব্য নহে বলিয়া অনেকেই অনুযোগ করিয়াছিলেন। মফঃস্বলবাসীর এই অনুযোগ প্রতাপের মনে পুনরায় কর্ম্ম-প্রেরণা জাগাইয়া দিল এবং তিনিও তাঁহার গভীর শোক বিস্মৃত হইবার প্রকৃষ্ট পন্থা দেখিতে পাইলেন। ভারতের জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থরাজি যাহাতে তাঁহার স্বদেশবাসীগণের মধ্যে অবাধে প্রচারিত হয়, এবং তাৎকালিক ধর্ম্মবিপ্লবের যুগে যাহাতে তাহাদের এই জ্ঞানচর্চ্চা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগকে স্ব-ধর্ম্মনিষ্ঠ করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াই প্রতাপ প্রথমতঃ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এক্ষণে, তাঁহার এই প্রচেষ্টার আংশিক সফলতা-স্বরূপ মফঃস্বলবাসীদের মহাভারত-প্রাপ্তি বিষয়ে আগ্রহ [পৃ. ১৯৮] উপলব্ধি করিয়া, প্রতাপ তাঁহার সমস্ত শোক, সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া গেলেন এবং যাহাতে তাঁহার স্বদেশবাসীগণ বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে মহাভারত পাইতে পারে, তৎসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া প্রতাপ দেখিলেন, বিক্রয় বাদে, তখনও প্রায় একহাজার কাপি মহাভারত তাঁহার আফিসে মজুত আছে,—এ গুলি তিনি বিনামূল্যেই বিতরণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। সমস্তগুলি নিঃশেষিত হইয়া গেলে, প্রতাপ মহাভারতের এক বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ আরম্ভ করিলেন, এবং প্রত্যেক কাপি ডাকমাশুল ও সরঞ্জামী খরচার জন্য মাত্র ৬।৵০ মূল্যে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। ইহাতেও প্রতাপের আয় মন্দ হইল না, কারণ প্রত্যেক কাপিতে মাত্র একটী করিয়া টাকা লাভ থাকিলেও দশ হাজারের একটী সংস্করণে তাঁহার দশ হাজার টাকা লাভ হইল। প্রতাপ এক্ষণে, ভারতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ বিতরণের জন্য একটী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার এই আত্ম-নিয়োগের শুভফল তৎপ্রতিষ্ঠিত “দাতব্য ভারত কার্য্যালয়।” এই কার্য্যালয় ১৮৭৮ খৃঃ অব্দের ২রা জানুয়ারী তারিখে, ৬৭নং অপার চিৎপুর	His house in Calcutta, entwined with old memories, began to feel like poison to him. Carrying on a pointless, empty life became unbearable, and he left home. He travelled to many places, Dhaka, Mymensingh, Barisal, Kakina, Bhawal, [Muktagachha?], Puthia, Dinajpur, Rangpur and others, and by meeting and getting to know many wealthy and middle-class gentlemen, some already known to him and some not, his restlessness of mind was largely eased. Everyone at this time was unanimous in praising his Bengali Mahabharata, but many complained that so complete and handsome an edition was, because of its high price, beyond the reach of the ordinary reader. This complaint from the people of the mofussil roused in Pratap a new urge to work, and he also saw in it the best way to forget his deep grief. Pratap had first entered on this work inspired by the aim that the wisdom-filled books of India should spread freely among his countrymen, and that in that age of religious upheaval their study of them should grow and keep them steadfast in their own faith. Now, seeing in the eagerness of the mofussil for the Mahabharata [p. 198] a partial success for his effort, Pratap forgot all his grief and sorrow and set himself to making the Mahabharata available to his countrymen free or at a nominal price. On returning to Calcutta Pratap found that, apart from the copies sold, nearly a thousand copies of the Mahabharata were still in stock at his office, and he began distributing these free. When they were all gone, Pratap began a huge second edition of the Mahabharata and sold each copy for only Rs 6-5-0 [six rupees five annas], to cover postage and materials. Even this did not do badly for Pratap: although there was a profit of only one rupee a copy, an edition of ten thousand brought him ten thousand rupees. Pratap now devoted himself to setting up a permanent institution for distributing the Indian scriptures. The happy result of this dedication was the "Datavya Bharat Karyalay" [Charitable Bharata Office] that he founded. The office was established on 2 January 1878 in the building at 67 Upper Chitpur Road. Pratap was the head of the office, and its hands were his colleague Pandit Durgacharan Bandyopadhyay. We name here a few of the scholars and gentlemen who, as honorary and regular members

বাংলা	English
রোডস্থ ভবনে প্রতিষ্ঠিত হইল। কার্য্যালয়ের মস্তক প্রতাপ, এবং হস্ত তাঁহার সহকর্ম্মী পণ্ডিত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যে সকল পণ্ডিতমণ্ডলী ও ভদ্রমহোদয়গণ কার্য্যালয়ের অবৈতনিক ও নিয়মিত সভ্যরূপে প্রতাপের এই উদ্যমে নানাপ্রকারে সাহায্য দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি:—পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন, অধ্যাপক কৃষ্ণ কমল ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত জগমোহন তর্কালঙ্কার, ডাঃ শম্ভু চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মিঃ রমেশ চন্দ্র দত্ত, রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর (হিন্দু পেট্রিয়ট), বাবু নরেন্দ্র নাথ সেন, (ইণ্ডিয়ান মিরর), বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাবু শিশির কুমার ঘোষ (অমৃতবাজার), মহারাজা সার [পৃ. ১৯৯] যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তর পাড়া) প্রভৃতি।	of the office, helped Pratap's enterprise in various ways: Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar, Pandit Mahesh Chandra Nyayaratna, Professor Krishna Kamal Bhattacharya, Pandit Jagamohan Tarkalankar, Dr Shambhu Chandra Mukhopadhyay, Mr Romesh Chunder Dutt, Rai Kristo Das Pal Bahadur (Hindoo Patriot), Babu Narendra Nath Sen (Indian Mirror), Babu Bhudev Mukhopadhyay, Babu Sisir Kumar Ghosh (Amrita Bazar), Maharaja Sir [p. 199] Jatindra Mohan Tagore, Raja Peary Mohan Mukherjee (Uttarpara) and others.
দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ের উদ্দেশ্য মহৎ এবং দেশ-হিতৈষণার চরম পরিণতি। এইরূপ একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা ভারতে এই প্রথম এবং নূতন।	The aim of the Datavya Bharat Karyalay was a noble one, the highest expression of love of country. The plan of founding such an institution was the first of its kind in India, and new.
কার্য্যালয়ের কার্য্যবিবরণ	**The work of the office**
প্রতাপ অর্থশালী ব্যক্তি ছিলেন না, এবং তৎকালে তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতেও কেহ স্বীকৃত হন নাই; পরন্তু স্বকীয় অসাধারণ অধ্যবসায় ও অসামান্য কর্ম্মকুশলতার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যেমন হইয়া থাকে—প্রথম কয়েক বৎসর প্রতাপকে প্রভূত প্রতিবন্ধক, প্রভূত উপহাস, এবং সর্ব্বোপরি প্রভূত অর্থকষ্ট ও তীক্ষ্ণ সমালোচনার বিষয়ীভূত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু প্রতাপ কিছুতেই ধৈর্য্যহারা হন নাই। কয়েক বৎসরের প্রাণান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি কার্য্যালয়টীকে একটী আত্মনির্ভরশীল স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে সমর্থ হইলেন। আমরা দেখিয়াছি, দাতব্য ভারত কার্য্যালয় প্রথম হইতেই বহু গণ্যমান্য পণ্ডিতমণ্ডলী এবং বহু উচ্চপদস্থ ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছিল। এক্ষণে, ইহার কার্য্যাবলী নিয়মিত ভাবে ও শৃঙ্খলামত চলিতে দেখিয়া, এবং স্থাপয়িতার উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া, অনেকেই অযাচিত ভাবে ইহার সাহায্যার্থে মনোনিবেশ করিলেন। এই সকল বদান্য ও সদাশয় ব্যক্তিগণের মধ্যে কাসিমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ের সাহায্য কল্পে স্বর্গীয়া মহারাণীই সর্ব্বপ্রথমে দুই সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। ময়মনসিংএর মহারাজা স্বর্গীয় সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী এবং কাঁকিনার রাজা মহিমারঞ্জন রায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া, প্রত্যেকে এক এক সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত [পৃ. ২০০] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানও অনেক সংগৃহীত হইয়াছিল। কার্য্যালয়ের আর্থিক কষ্ট এইরূপে নিরাকৃত হইলে, একটী মুদ্রাযন্ত্র খরিদ করা হইল, এবং কার্য্যও বেশ সুচারুরূপে চলিতে লাগিল। ভারত কার্য্যালয়, ইহার পর, মাত্র	Pratap was not a wealthy man, and at that time nobody agreed to help him with money; he entered on the work relying only on his own extraordinary perseverance and exceptional ability. As usually happens, for the first few years Pratap faced a great many obstacles, a great deal of ridicule, and above all severe shortage of money and sharp criticism. But nothing made Pratap lose heart. Through several years of exhausting labour and perseverance he succeeded in turning the office into a self-supporting, permanent institution. As we have seen, the Datavya Bharat Karyalay was from the start run by many eminent scholars and by many highly placed and wealthy men. Now, seeing its work go forward regularly and in good order, and recognising the nobility of its founder's aim, many came forward unasked to help it. Among these generous and large-hearted people, the name of the revered Maharani Swarnamayi of Kasimbazar deserves first mention. The late Maharani was the very first to give two thousand rupees to help the Datavya Bharat Karyalay. The late Maharaja Surya Kanta Acharya Chaudhuri of Mymensingh and Raja Mahima Ranjan Ray of Kakina, of their own accord, gave a thousand rupees each. Besides these, [p. 200] many small donations were also collected. With the office's money troubles thus resolved, a printing press was bought, and the work went forward very smoothly. After this, within only seven years, the Bharat Karyalay managed to print and publish 30,000 copies: [...] edition(s) of the original Mahabharata, four editions of the Bengali translation, and the Harivamsha, the Shrimad

বাংলা	English
সাত বৎসরের মধ্যে [⋯] সংস্করণ মূল মহাভারত ও চার সংস্করণ বঙ্গানুবাদ, হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত এবং রামায়ণ (মূল ও বঙ্গানুবাদ) প্রত্যেক সংস্করণ তিন হাজার হিসাবে, ৩০,০০০ কাপি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইল। এই ত্রিশ হাজার কাপির অধিকাংশই বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে বিতরণ করা হইল।	Bhagavata and the Ramayana (original and Bengali translation), three thousand copies to each edition. Most of these thirty thousand copies were given away free or at a nominal price.
দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ের সপ্তবর্ষব্যাপী এই দানময় যজ্ঞ, বাস্তবিক সাফল্য[মণ্ডিত হইয়াছিল] এবং [ইহা] অতুলনীয়। আমরা যখন ভাবি, এই অমানুষিক কার্য্য প্রতাপ একাকী সম্পাদন করিয়াছিলেন, তখন বিস্ময়ে, আনন্দে, গর্ব্বে অভিভূত হইয়া পড়ি। [স্বজাতির?] গরিমায় উৎফুল্ল হইয়া প্রতাপ নি[জে] যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—“It might be fairly presumed that the genuine demand for 30,000 copies of the sacred books of India represents a degree of interest, taken by the people in the history of their past, is certainly not discouraging to patriotic hearts. * * If the publications of the ‘Datavya Bharata Karyalaya’ have succeeded in withdrawing, to some extent, readers of the sensational literature of the present day, * * and turning them to contemplate the purity of Aryan society, the immutable thoughts of Aryan philosophy, the chivalry of Aryan princes and warriors, the [পৃ. ২০১] masculine morality that guides the conduct of men, even in the most trying situations, the bright examples of loyalty, constance and love which the Aryan poet discribes with a swelling heart, the end of these publications has, at last, been partially achieved. May I indulge the hope that my countrymen be preserved from foreign influences in their manners, and may I also indulge the hope that my countrymen continue to look upon Vyasa and Valmiki with feelings of proper pride!” মর্ম্মার্থ—“ভারতীয় ধর্ম্মগ্রন্থের ৩০,০০০ কপির চাহিদা নিশ্চিতই এতদ্দেশবাসীর জাতীয় পুরাবৃত্তানুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক, এবং তাহাদের এই অনুরাগ প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষীর হৃদয়ে অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকে। দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ের প্রকাশিত গ্রন্থ-রাজি যদি বর্ত্তমানকালের উত্তেজনাপূর্ণ [গল্প?] পুস্তকের পাঠকবর্গের কিয়দংশকেও সংযত রাখিতে সমর্থ হইয়া থাকে এবং যদি তাহাদিগকে আর্য্যসমাজের পবিত্রতা, আর্য্যদর্শনের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত, আর্য্য নৃপতি ও যোদ্ধৃগণের অলৌকিক শৌর্য্য, আর্য্যনীতির অপূর্ব্ব মহত্ত্ব, রাজভক্তির দৃপ্ত উদাহরণ, সত্যবাদিতা এবং আর্য্যকবি-উদ্গীত পবিত্র প্রণয়-কাহিনী সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবসর দানে	This seven-year sacrifice of giving by the Datavya Bharat Karyalay was truly [crowned with] success and [is] without equal. When we think that Pratap carried out this superhuman work single-handed, we are overcome with wonder, joy and pride. We quote part of what Pratap himself wrote, glowing with [his people's?] glory: "It might be fairly presumed that the genuine demand for 30,000 copies of the sacred books of India represents a degree of interest, taken by the people in the history of their past, is certainly not discouraging to patriotic hearts. * * If the publications of the 'Datavya Bharata Karyalaya' have succeeded in withdrawing, to some extent, readers of the sensational literature of the present day, * * and turning them to contemplate the purity of Aryan society, the immutable thoughts of Aryan philosophy, the chivalry of Aryan princes and warriors, the [p. 201] masculine morality that guides the conduct of men, even in the most trying situations, the bright examples of loyalty, constance and love which the Aryan poet discribes with a swelling heart, the end of these publications has, at last, been partially achieved. May I indulge the hope that my countrymen be preserved from foreign influences in their manners, and may I also indulge the hope that my countrymen continue to look upon Vyasa and Valmiki with feelings of proper pride!" [English in the original, spelling as printed.] The author's Bengali paraphrase follows; it says the same thing, adding only that the demand for these books "puts extraordinary strength into the heart of every well-wisher of the country", and closes: "My appeal to my countrymen now is that they should not take on foreign ways and so destroy their own nationhood, but should look upon Vyasa and Valmiki with true reverence and count themselves honoured."

বাংলা	English
সক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সফলতা লাভ করিয়াছে বলিয়াই মনে করিব। এক্ষণে, আমার স্বদেশবাসীগণের নিকট নিবেদন এই যে—তাঁহারা যেন বৈদেশিক ভাবাপন্ন হইয়া স্বীয় জাতীয়তার ধ্বংসসাধন না করেন, এবং ব্যাস ও বাল্মীকিকে প্রকৃত শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিয়া আপনাদিগকে সম্মানিত জ্ঞান করেন"।	
ঋগ্বেদের ফরাসী-অনুবাদক অধ্যাপক এ. বার্থ দাতব্য ভারত [পৃ. ২০২] কার্য্যালয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"Here we have something like a 'Hindu Biblical Society', and we should not wonder, if one day, the Ganges sent out missonaries to us." মর্ম্মার্থ—"দাতব্য ভারত কার্য্যালয়কে নিঃসন্দেহে 'হিন্দু বাইবেল সমিতি' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে, এবং এই গাঙ্গেয় সমিতি যদি কোন দিন আমাদের নিকট প্রচারক পাঠাইবার ব্যবস্থা করে, তাহাতেও আমাদের বিস্মিত হইবার কারণ থাকিবে না।"	Professor A. Barth, the French translator of the Rigveda [so the author; Auguste Barth], wrote of the Datavya Bharat [p. 202] Karyalay: "Here we have something like a 'Hindu Biblical Society', and we should not wonder, if one day, the Ganges sent out missonaries to us." [English in the original, followed by a Bengali paraphrase of the same sentence.]
কার্য্যালয়ের কার্য্যাবলী সম্যক্ সম্প্রসারিত হইলে, প্রতাপ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে রাজা গুরুদাস ষ্ট্রীটের ১নং বাড়ীখানি খরিদ করিয়া, তাহাতে কার্য্যালয় উঠাইয়া আনিলেন, এবং এই নূতন ও নিজস্ব বাড়ীতে বিপুল উৎসাহে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন।	When the work of the office had grown considerably, in 1886 Pratap bought the house at No. 1 Raja Gurudas Street, moved the office there, and began work in these new premises of his own with great enthusiasm.
নূতন ভারত কার্য্যালয়—১নং রাজা গুরুদাস ষ্ট্রীট।	**The new Bharat Karyalay: 1 Raja Gurudas Street**
এই বাড়ীখানি সম্বন্ধে একটু ঐতিহাসিকতা আছে—এটী ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজা নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাসের বসত বাড়ী ছিল। মহারাজা নন্দকুমারের আদি বাসস্থান ছিল—এখন যেখানে বিডনপার্ক বা কোম্পানির বাগান। নন্দকুমারের ফাঁসির পর, এই বাড়ীখানি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্ত্তৃক তৎপুত্র রাজা গুরুদাসকে দান করা হয়।	This house has a little history: it was the residence of Raja Gurudas, son of the celebrated Maharaja Nandakumar. Maharaja Nandakumar's original home was where Beadon Park, or the Company Bagan, now is. After Nandakumar was hanged, this house was given by the East India Company to his son Raja Gurudas.
আমরা দেখিয়াছি, প্রতাপ একাধিকবার সমগ্র মহাভারতের মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তৎসহ রামায়ণ প্রভৃতি বহু শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রচার ও বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন।	We have seen that Pratap more than once published the whole Mahabharata, in the original and in Bengali translation, and also published and distributed free the Ramayana and many other scriptures.
ইংরাজী মহাভারত।	**The English Mahabharata**
কপর্দ্দকহীন প্রতাপের পক্ষে এই ব্যাপার অলৌকিক,—সন্দেহ নাই; কিন্তু অতঃপর তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে মনস্থ করিলেন তাহার তুলনায় তাঁহার পূর্ব্বকৃত কার্য্য [পৃ. ২০৩] অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হয়। তিনি মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ প্রচারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মহাভারত জগতের অদ্বিতীয় গ্রন্থ—আর্য্য-মনীষার অফুরন্ত ভাণ্ডার! যুগে যুগে এই ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরাজি সঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। মহাভারত একাধারে রাজনীতি-অর্থনীতি	For the penniless Pratap this was without doubt a miracle; but beside the task he next resolved to undertake, his earlier work [p. 203] seems insignificant. He resolved to publish an English translation of the Mahabharata. The Mahabharata is a book without equal in the world, an inexhaustible store of Aryan wisdom! Through the ages priceless jewels have been gathered into this treasury. The Mahabharata is at once the one repository of every branch of nitishastra,

বাংলা	English
প্রভৃতি যাবতীয় নীতিশাস্ত্রের একমাত্র আধার। মহাভারত আর্য্যজাতির ব্যবহার শাস্ত্র—উত্তরাধিকার ও দণ্ডনীতি ইহাতে অতি সুন্দর ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এক কথায় মহাভারত হিন্দুর সর্ব্বস্ব। কেবল মহাভারত পড়িলেই হিন্দুর অপরাপর শাস্ত্র পাঠের ফল পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে—"যা' নাই (মহা) ভারতে তা' নাই ভারতে।" কিন্তু শুধু ইহাই নহে—মহাভারতের বিশালতার বিষয় চিন্তা করিলে হৃদয় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া যায়। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন—	politics, economics and the rest. The Mahabharata is the law-book (vyavahara shastra) of the Aryan race: inheritance and criminal justice are discussed in it most admirably. In a word, the Mahabharata is everything to the Hindu. By reading the Mahabharata alone one gains the merit of reading all the other Hindu scriptures. There is a saying: "What is not in the (Maha)bharata is not in Bharat [India]." But that is not all: to think of the vastness of the Mahabharata floods the heart with wonder. A Western scholar has said:
"It (the Mahabharata) resembles ordinary Epics much as the Himalayas resemble ordinary mountains—that is in length, breadth and general inaccessibility and bewilderment!" —অর্থাৎ (জগতের) অন্যান্য পর্ব্বতের সহিত তুলনায় হিমালয় যেমন অদ্বিতীয়, (জগতের) অন্যান্য পুরাণের সহিত তুলনায় মহাভারতও সেইরূপ দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, দুরতিক্রমণীয়তায় এবং পথবিভ্রান্তকারীতায় অদ্বিতীয়!' মহাভারতে ২২[০],০০০ ছত্র অর্থাৎ ১১০,০০০ শ্লোক এবং আঠারটী পর্ব্ব আছে। সমগ্র গ্রন্থ ভাষান্তরিত ও প্রকাশিত করিতে হইলে লক্ষাধিক মুদ্রার প্রয়োজন। বিশেষতঃ, সংস্কৃত শব্দের ইংরাজী পরিভাষা, সংস্কৃত বাক্যাংশের (phrases) ইংরাজী অনুবাদ এবং সর্ব্বোপরি "ব্যাসকূট" নামক শ্লোকাবলীর ইংরাজী সমাধান একরূপ অসম্ভব ব্যাপার বলিলেই হয়। বার্ণফ ও অন্যান্য বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ [পৃ. ২০৪] এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু মহাভারতের বিশালতা ও জটিলতার বিষয় অনুধাবন করিয়া তৎসাধনে বিরত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ বহু পণ্ডিত এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হয় নাই।	"It (the Mahabharata) resembles ordinary Epics much as the Himalayas resemble ordinary mountains—that is in length, breadth and general inaccessibility and bewilderment!" [English in the original.] That is, just as the Himalaya is without equal among the world's mountains, so the Mahabharata is without equal among the world's puranas in length, in breadth, in being hard to get through and in leading the traveller astray! The Mahabharata has 220,000 lines [the figure is unclear in the print], that is 110,000 shlokas, and eighteen parvas [books]. Translating and publishing the whole work would need more than a lakh [100,000] of rupees. Above all, finding English equivalents for Sanskrit terms, translating Sanskrit phrases (the author's English) into English, and, most of all, solving in English the riddling verses called vyasakuta, is little short of impossible. Burnouf and many other Western scholars [p. 204] took up this work, but on realising how vast and intricate the Mahabharata is, they were forced to give it up. Many orientalists drew the Government's attention to the matter, but in practice nothing was done.
মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশের পরিকল্পনা প্রতাপের নিজস্ব। তিনি দেখিলেন, তাঁহার স্বদেশবাসীগণ ইউরোপীয় সভ্যতার উজ্জ্বলালোকে বিভ্রান্ত হইয়া প্রকৃত পথ অনুসরণ করিতে পারিতেছে না।	The plan of publishing an English translation of the Mahabharata was Pratap's own. He saw that his countrymen, dazzled by the bright light of European civilisation, were unable to follow the true path.
ইংরাজী মহাভারতের পরিকল্পনা।	**The plan for the English Mahabharata**
তাহারা এক্ষণে আয়াসলভ্য ও ব্যাকরণ-জটিল সংস্কৃত ভাষার আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া সরল ও সুখপাঠ্য ইংরাজী সাহিত্যানুশীলনে মনোনিবেশ করিয়াছে। প্রতাপ মনে করিলেন, এইরূপ একটী অধোগামী জাতিকে পুনরায় স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে তাহার জাতীয় সম্পদ, অমূল্য সাহিত্য-ভাণ্ডার, তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত করিতেই হইবে। তিনি স্থির করিলেন, মৃত (dead) সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে তাঁহার এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না; সুতরাং তিনি জীবিত ইংরাজী ভাষার আশ্রয়ই গ্রহণ করিলেন। ইংরাজী মহাভারত প্রকাশের দ্বিতীয় ও প্রধানতম উদ্দেশ্য—ভারতে শাসন-সংস্কার। প্রতাপ	They had now given up the study of Sanskrit, which is hard to master and complicated in grammar, and taken to the study of English literature, which is simple and pleasant to read. Pratap thought that if such a declining people was to be inspired again with love of country, its national wealth, its priceless treasury of literature, must be opened before it. He decided that his aim would not be achieved through the dead (the author's English) Sanskrit language, and so he turned to the living English language. The second, and chief, aim of publishing an English Mahabharata was the reform of government in India. Pratap saw that hardly

বাংলা	English
দেখিলেন, শাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় কেহই সংস্কৃত শিখিবার সুযোগ ও অবসর পান না। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য যাহা কিছু শিখা, তাহা শিক্ষা হিসাবে অতি অকিঞ্চিৎকর। এক্ষণে, এই শাসকসম্প্রদায় যদি ভারতীয় আচার ব্যবহার, ভারতীয় রীতি-নীতি, ভারতীয় বিধি-বন্দোবস্ত এবং ভারতীয় ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যবস্থা বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে ভারতে বৃটীশ শাসন ন্যায় ও ধর্ম্মের ভিত্তির [পৃ. ২০৫] উপর প্রতিষ্ঠাপিত হইবে। কিন্তু, এই সব বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে ভারতীয় শাস্ত্র-গ্রন্থসমূহ রীতিমত ভাবে অধ্যয়ন করিতে হইবে; কিন্তু ইহার জন্য ব্যবহারোপযোগী সময় তাঁহাদের কর্ম্মবহুল জীবনে কোথায়? এরূপ অবস্থায়, যাহাতে তাঁহারা স্বল্পায়াসে এবং তাঁহাদের নিজ ভাষাতেই ভারতীয় শাস্ত্রার্থ অবগত হইতে পারেন, তাহার উপায় করিতেই হইবে। এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য প্রতাপ মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।	anyone among the ruling class had the opportunity or the leisure to learn Sanskrit. What little is learnt for the Civil Service examination is of very little account as learning. Now if this ruling class could gain a proper knowledge of Indian customs and usages, Indian manners, Indian laws and arrangements, and Indian religion and social organisation, then British rule in India would be founded on [p. 205] justice and dharma. But to gain such knowledge they would have to study the Indian scriptures properly, and where in their busy lives was the time for that? In these circumstances a way had to be found for them to learn the meaning of the Indian scriptures with little effort and in their own language. To achieve this aim Pratap turned to the work of translating the Mahabharata into English.
কিন্তু এই কার্য্যের উপযোগী অর্থ ও সামর্থ্য প্রতাপের কোথায়? ইংরাজী অনুবাদ মহাভারত, খুব কম পক্ষে ধরিলেও, প্রায় ১০,০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইবে, এবং ন্যূনাধিক একলক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইবে!	But where were the money and the means for such a work to come from? The English Mahabharata, even at the lowest estimate, would run to about 10,000 pages and cost about a lakh of rupees!
ইংরাজী মহাভারতের ঘোষণা-পত্র।	**The prospectus of the English Mahabharata**
এই টাকার অধিকাংশই আবার, জনসাধারণের স্বেচ্ছাকৃত দানরূপে সংগ্রহ করিতে হইবে! কিন্তু কোন চিন্তাই প্রতাপের অদম্য উৎসাহে বাধা দিতে পারিল না, এবং আমরা পরে দেখিব, বাস্তবিকই, তিনি এই লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করিয়া মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদকার্য্য সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন! ১৮৮২ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে ইংরাজী অনুবাদ মহাভারতের ঘোষণা পত্র (Prospectus) প্রচারিত হইল, এবং প্রতাপ পূর্ণোদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। যে কার্য্য সাধনে মহা মহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, এমন কি, ভারতগবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্তও ভীত হইয়া পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন, সেই মহান্ গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যভার প্রতাপ স্ব-ইচ্ছায় নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন! কিন্তু তিনি শুধু গ্রহণই করেন নাই, তাহা সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন! আমরা মনে করি, এই উদ্দেশ্য-বিশেষ সিদ্ধ করিবার জন্যই প্রতাপের জন্ম। তিনি [পৃ. ২০৬] জন্মগ্রহণ না করিলে, মহাভারত কখনই ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হইত না!	And most of this money would have to be raised as voluntary gifts from the public! But no worry could check Pratap's indomitable zeal, and, as we shall see, he did in fact raise this lakh and more of rupees and complete the English translation of the Mahabharata! In January 1882 the prospectus (the author's English) of the English Mahabharata was issued, and Pratap threw himself into the work with all his energy. A task from which the greatest Western scholars, and even the Government of India, had shrunk back in fear, Pratap took on his own shoulders of his own free will! And he did not merely take it on: he carried it through admirably! We believe Pratap was born for the very purpose of achieving this. Had he [p. 206] not been born, the Mahabharata would never have been translated into English!
কিন্তু এই উদ্যমের প্রারম্ভেই প্রতাপকে যে দারুণ শোকে অভিভূত হইতে হইল, তাহাতে তাঁহার কার্য্যকরণ শক্তি কিছু দিনের জন্য একেবারে স্থগিত হইয়া গেল।	But at the very start of this enterprise Pratap was struck by a grief so terrible that for a time his capacity for work came to a complete halt.
পারিবারিক দুর্ঘটনা।	**A family misfortune**

বাংলা	English
আমরা দেখিয়াছি, সাংসারিক জীবনে প্রতাপ কখনই সুখী হইতে পারেন নাই। শৈশবে মাতৃ-স্নেহচ্যুত, কৈশোরে পিতৃহীন এবং যৌবনে প্রিয় পত্নীহারা হইয়া তাঁহাকে এযাবৎ একরূপ নিঃসঙ্গ জীবনই যাপন করিতে হইয়াছে। কিন্তু এই দুঃখই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট নহে; ভাগ্য তাঁহাকে অধিকতর দুঃখে নিপাতিত করিবার জন্যই, বোধ হয়, তাঁহার একমাত্র কন্যা হরিদাসীর প্রতি, মাত্র পঞ্চদশ বৎসর বয়সেই, চির বৈধব্যের ব্যবস্থা করিলেন! কন্যা হরিদাসীকে উপলক্ষ্য করিয়াই তাঁহার বর্ত্তমান সংসার। তিনি আশা করিয়াছিলেন, হরিদাসীর পুত্র সন্তান হইলেই তাঁহার নাম ও বংশ বজায় থাকিবে, এবং এই ভাবিয়াই, তিনি বন্ধুবর্গের উপরোধ উপেক্ষা করিয়া পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই। কিন্তু সেই হরিদাসী যখন মাত্র এক বৎসরের একটী শিশু কন্যা লইয়া, সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন শোকে, দুঃখে, নৈরাশ্যে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। এই ঘটনার পর, বৎসরাধিক কাল প্রতাপ কোন কার্য্যেই মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। তাঁহার বন্ধুবর্গ, বিশেষতঃ পণ্ডিত দুর্গাচরণ তাঁহার জন্য অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, এবং পরিশেষে তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য তীর্থ-ভ্রমণে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রতাপের অনুপস্থিতি কালে কার্য্যালয়ের সমস্ত ভার পণ্ডিত দুর্গাচরণ নিজ শিরে গ্রহণ করিলেন।	We have seen that Pratap was never able to be happy in his family life. Deprived of a mother's love in infancy, fatherless in boyhood and bereft of his beloved wife in youth, he had so far lived a more or less lonely life. But this sorrow was not enough for him: fate, as if to plunge him into still greater sorrow, decreed lifelong widowhood for his only daughter Haridasi when she was only fifteen! His present household existed for his daughter Haridasi's sake. He had hoped that when Haridasi had a son his name and line would be carried on, and with this in mind he had ignored his friends' pleas and not remarried. But when that same Haridasi came and stood before him with a baby daughter only a year old, the vermilion wiped from the parting of her hair, his heart broke with grief, sorrow and despair. For more than a year after this Pratap could not settle to any work. His friends, especially Pandit Durgacharan, grew very anxious about him, and at last arranged to send him on a pilgrimage for a while. During Pratap's absence Pandit Durgacharan took the whole burden of the office on himself.
পৃ. ২০৭	p. 207
দীর্ঘ তিন মাস কাল নানাতীর্থে ভ্রমণ করিয়া, কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রতাপ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু কার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না।	After three long months travelling to various places of pilgrimage, Pratap returned to Calcutta somewhat restored; but he could not put his mind to work.
প্রতাপ ও ডাঃ আর, রষ্ট।	**Pratap and Dr R. Rost**
এই সময়, দিবসের অধিকাংশ ভাগই তিনি রাজকীয় পুস্তকাগারে (Imperial Library) অধ্যয়নে রত থাকিতেন। এই উপলক্ষে, পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ ডাঃ আর, রষ্টের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, এবং এই পরিচয় ক্রমে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রষ্ট মহোদয়ের সহিত প্রতাপের বহু আলোচনা হয়, এবং গুণগ্রাহী রষ্ট প্রতাপের এই কার্য্য সাগ্রহে অনুমোদন করেন, এবং এতৎ সম্বন্ধে যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তিনি স্বয়ং করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। রষ্ট মহোদয় তাঁহার এই প্রতিশ্রুতি বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছিলেন; তিনিই প্রধানতঃ গভর্ণমেণ্ট কৃত সাহায্য প্রাপ্তির মূল। প্রতাপের এই উদ্যমে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি নানা প্রকারে সাহায্য ও উৎসাহ দান করিয়াছিলেন।	At this time he spent most of each day reading in the Imperial Library (the author's English). Through this he came to know the librarian, Dr R. Rost, and the acquaintance gradually became a close friendship. [Dr Reinhold Rost was librarian of the India Office Library in London, and the Imperial Library in Calcutta was not formed until 1891, so the setting described here is doubtful.] Pratap had many discussions with Mr Rost about the need for an English translation of the Mahabharata, and Rost, who knew merit when he saw it, warmly approved of the work and promised to do himself whatever needed doing in the matter. Mr Rost kept this promise to the letter; it was mainly through him that the Government's help was obtained. From first to last he helped and encouraged Pratap's enterprise in many ways.

বাংলা	English
ডাঃ রষ্টের সহিত পরিচয়ে প্রতাপ তাঁহার লুপ্তপ্রায় কর্ম্মানুরক্তি ফিরিয়া পাইলেন, এবং অধিকতর উৎসাহের সহিত পুনর্ব্বার কার্য্যে-মনোনিবেশ করিলেন।	Through his acquaintance with Dr Rost, Pratap recovered his nearly lost love of work, and turned to his task again with greater enthusiasm.
পুনর্ব্বিবাহ: দ্বিতীয়া পত্নী।	**Remarriage: his second wife**
প্রতাপের অকৃত্রিম বন্ধু পণ্ডিত দুর্গাচরণ, কর্ম্মযোগী প্রতাপকে পুনর্ব্বার কর্ম্মানুরক্ত দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং তাঁহাকে পুনরায় সংসারী করিবার জন্য বন্ধুবর্গের সহিত বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন: দুর্গাচরণ ও বন্ধুবর্গের সমবেত চেষ্টার ফলে, প্রতাপ ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে, ৩৭ বৎসর বয়সে, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইলেন। প্রতাপের এই দ্বিতীয়া পত্নী স্বর্গীয়া সুন্দরী বালা রায়, প্রতাপের পরলোক গমনের পর, ইংরাজী মহাভারত সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই মহীয়সী মহিলার নাম তাঁহার স্বনামধন্য স্বামী মহাশয়ের নামের [পৃ. ২০৮] সহিত মহাভারতের পৃষ্ঠায় চিরসংযোজিত রহিয়াছে। ইনিই প্রতাপের শেষ উইল অনুসারে শাঁকো গ্রামে, ৺প্রতাপেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ ও ইঁহার সপত্নী (প্রতাপের প্রথমা পত্নী) স্বর্গীয়া গোলাপ সুন্দরীর নামে "গোলাপ সায়র" নামক সুপ্রশস্ত সরোবর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।	Pratap's true friend Pandit Durgacharan was delighted to see the karmayogi Pratap in love with his work again, and with other friends made a special effort to get him to set up a household once more. As a result of the joint efforts of Durgacharan and his friends, in 1885, at the age of 37 [as printed; by the birth date given earlier he would have been 43], Pratap was persuaded to marry a second time. This second wife of Pratap's, the late Sundari Bala Ray, completed the English Mahabharata after Pratap's death. This noble lady's name is joined for ever with that of her renowned husband [p. 208] on the pages of the Mahabharata. It was she who, in accordance with Pratap's last will, installed at Shanko the Shiva linga called Prataperswar and dug the broad tank called "Golap Sayar" in the name of her co-wife (Pratap's first wife), the late Golap Sundari.
ইংরাজী মহাভারতের পরিকল্পনা প্রতাপের নিজস্ব হইলেও স্বাভাবিক শীলতাবশতঃ তিনি এই কার্য্যের যাবতীয় গুরুত্ব ও প্রাথমিক অনুষ্ঠান সমূহ তদানীন্তন ভারত-সেক্রেটারী মার্কুইস অব হার্টিংটন ও অধ্যাপক ম্যাক্স মূলরের উপরেই ন্যস্ত করিয়াছেন।	Although the plan of the English Mahabharata was Pratap's own, out of natural modesty he gave all the credit for the work and for its first steps to the Marquis of Hartington, then Secretary of State for India, and to Professor Max Müller.
মার্কুইস অব হার্টিংটন ও অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার।	**The Marquis of Hartington and Professor Max Müller**
বাস্তবিক পক্ষে, এইরূপ দুইজন মহানুভব ব্যক্তির সাহায্য না পাইলে, প্রতাপ কখনই এই অসমসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতেন না। ডাঃ রষ্ট স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই মার্কুইস মহোদয়কে প্রতাপের অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইয়া একখানি পত্র দিয়াছিলেন; এই পত্রের উত্তরে মার্কুইস মহোদয় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি:—"The Mahabharata, if translated into English, would supply a want, long-felt, and be a real boon to the ever increasing band of students of indian history and archaelogy. I recomend the idia heartily and wish its success."—অর্থাৎ, "মহাভারত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হইলে নিশ্চিতই একটী দীর্ঘকালব্যাপী অভাবের পরিপূরণ হইবে, এবং ক্রমবর্দ্ধনশীল ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিৎ সম্প্রদায়ের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর হইবে।"—মার্কুইস মহোদয়ের এই আশার বাণীই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতাপকে কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, এবং তিনিই পরিশেষে প্রতাপকে	Indeed, without the help of two such generous men Pratap would never have dared to take on this most daring task. Dr Rost, of his own accord, wrote a letter informing the Marquis of Pratap's plan; we quote here part of what the Marquis wrote in reply: "The Mahabharata, if translated into English, would supply a want, long-felt, and be a real boon to the ever increasing band of students of indian history and archaelogy. I recomend the idia heartily and wish its success." [English in the original, spelling as printed, followed by a Bengali paraphrase of its first sentence.] It was these hopeful words from the Marquis that really spurred Pratap to the work, and it was he who in the end introduced Pratap at court [to the authorities]. Professor Max Müller himself translated the introductory section of the Mahabharata. [p. 209] Although his translation was taken as a specimen for the English Mahabharata, he himself praised Pratap's

বাংলা	English
রাজদরবারে পরিচিত করাইয়া দিয়াছিলেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার মহাভারতের উপক্রমণিকা অংশের অনুবাদ স্বয়ং করিয়া [পৃ. ২০৯] দিয়াছিলেন। তাঁহার এই অনুবাদাংশ যদিও মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদের নমুনা স্বরূপ গৃহিত হইয়াছিল, তথাপি তিনি স্বয়ং প্রতাপকৃত অনুবাদেরই ভূয়সী প্রসংশা করিয়াছেন। তিনিই প্রথমে প্রতাপকে ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত পরিচিত করাইয়া দেন।	translation highly. It was he who first introduced Pratap to the scholars of Europe and America.
ভারত সাম্রাজ্যের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডফারিণ ও ছোটলাট সার ষ্টুয়ার্ট বেলি প্রতাপের এই উদ্যমে বিশেষ ভাবেই সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এইরূপ দুইজন উচ্চ পদস্থ রাজপুরুষের সাহায্য লাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া প্রতাপ তৎক্ষণাৎ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন—কোন চিন্তাই এক্ষণে আর তাঁহাকে বাধা দান করিতে পারিল না; কার্য্যালয়ের যাবতীয় ভার তিনি নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন।	Lord Dufferin, then Viceroy of the Indian Empire, and Sir Steuart Bayley, the Lieutenant-Governor, promised special help to Pratap's enterprise. Assured of help from two such high officials, Pratap set to work at once; no worry could hold him back now, and he took the whole burden of the office on his own shoulders.
মহাভারত অনুবাদকারী পণ্ডিত কিশোরী মোহন।	**Pandit Kisari Mohan, translator of the Mahabharata**
তাঁহার সহকর্ম্মী পণ্ডিত দুর্গাচরণ এই সময় তাঁহাকে যেরূপ সাহায্য ও উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, তাহা একরূপ অমূল্য বলিলেই হয়। মহাভারতের ভাবী অনুবাদকারী পণ্ডিত কিশোরী মোহন গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয়ের সহিত তিনিই এই সময় প্রতাপের পরিচয় করাইয়া দেন। পণ্ডিত কিশোরী মোহন একজন অসাধারণ মেধাবী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার অনন্যসাধারণ সাহিত্যানুরাগ তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞানবত্তার সহিত মিশ্রিত হইয়া তাঁহাকে মহাশক্তিশালী করিয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যাসরূপে তিনিই মহাভারতের ন্যায় মহাগ্রন্থ একাকী আদ্যোপান্ত অনুবাদ করিয়া পাশ্চাত্য সমাজে “সাহিত্য-রথী” (Literary Atlas) খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং ভারত গবর্ণমেন্ট প্রদত্ত মাসিক ৫০৲ টাকা পেন্‌সন্ আজীবন উপভোগ করিয়াছিলেন।	The help and encouragement his colleague Pandit Durgacharan gave him at this time can only be called priceless. It was he who now introduced Pratap to Pandit Kisari Mohan Gangopadhyay [Ganguli], M.A., B.L., the future translator of the Mahabharata. Pandit Kisari Mohan was a man of exceptional intellect and judgement. He had a deep knowledge of both English and Sanskrit. Patience, perseverance, industry and above all a rare love of literature, combined with his remarkable learning, made him a man of great power. Like a second Vyasa, he alone translated so vast a work as the Mahabharata from beginning to end, won the name of "sahitya-rathi" (Literary Atlas) in Western circles, and enjoyed for life a pension of fifty rupees a month granted by the Government of India.
দুইজন শক্তিশালী পুরুষ এযাবৎ বঙ্গভূমে বিনামূল্যে জ্ঞান বিতরণ [পৃ. ২১০] করিতেছিলেন, এক্ষণে, সমশক্তিশালী অপর এক ব্যক্তি সমগ্র সভ্য জগতে ভারতীয় মহাপুরাণ আস্বাদন করাইবার জন্য তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন।	Until now two powerful men had been spreading knowledge free of charge in Bengal; [p. 210] now a third, of equal power, joined them in order to give the whole civilised world a taste of India's great purana.
ভারত কার্য্যালয়ের ইংরাজী বিভাগ।	**The English department of the Bharat Karyalay**
ভারত কার্য্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের যাবতীয় ভার পণ্ডিত কিশোরী মোহন গ্রহণ করিলেন। স্থিরীকৃত হইল, মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ প্রতি মাসে দশ ফর্ম্মা, ডিমাই আটপেজী আকারে বাহির হইবে; এবং এইরূপ একশত খণ্ডে সমগ্র মহাভারত শেষ হইবে। এই সঙ্গে ইহাও স্থির হইল, যে বর্ত্তমান সংস্করণে মোট ১,২৫০ কাপি ছাপা হইবে; তন্মধ্যে ২৫০ কাপি ভারতের	Pandit Kisari Mohan took charge of the whole English department of the Bharat Karyalay. It was settled that the English Mahabharata would come out at ten formes a month in demy octavo, and that the whole Mahabharata would be completed in a hundred such parts. It was also settled that this edition would be of 1,250 copies in all: 250 copies would be given free to

বাংলা	English
রাজন্যবর্গ ও প্রধানদিগকে, ৩০০ কাপি প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগকে, [২]৫০ কাপি বৈদেশিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইবে, এবং ২০০ কাপি কার্য্যালয়ের ভাণ্ডারে মজুত থাকিবে; বক্রী ২৫০ কাপি সাধারণ পণ্য রূপে ভারতে ও ভারতের বাহিরে যথাক্রমে ৫০৲ ও ৬৫৲ টাকা হিসাবে বিক্রয় করা হইবে। কিন্তু ইহাও যাঁহারা দিতে অক্ষম হইবেন, তাঁহারা যথাক্রমে ১২৲ ও ২৫৲ টাকা মূল্যে এক এক কাপি মহাভারত খরিদ করিতে পারিবেন।	the princes and chiefs of India, 300 to leading officials and [2]50 to distinguished foreigners; 200 would be kept in the office's stock; and the remaining 250 would be sold in the ordinary way at Rs 50 in India and Rs 65 abroad. Those unable to pay even this could buy a copy of the Mahabharata for Rs 12 and Rs 25 respectively.
পূর্ব্ব বন্দোবস্তমত ১৮৮[৩?] খৃঃ অব্দের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে ইংরাজী অনুবাদ মহাভারতের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। প্রতাপ জানিতেন না, তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম মহাভারত জগত কি ভাবে গ্রহণ করিবে।	As planned, the first part of the English Mahabharata was published on 18 March 188[3?] [last digit broken in the print]. Pratap did not know how the world would receive the Mahabharata, dearer to him than life.
প্রতাপ চন্দ্র রায় সি, আই, ই।	**Pratap Chandra Ray, C.I.E.**
হয় ত বা তাঁহাকে সমগ্র সভ্য জগতে এবং তাঁহার নিজ জন্মভূমি ভারতবর্ষে তাঁহাকে অপদস্থ ও উপহসিত হইতে হইবে—হয় ত বা ম্লেচ্ছ ভাষায় মহাভারত অনুবাদরূপ গুরুতর অপরাধে তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু এসবের কিছুই হইল না; পরন্তু প্রতাপ-প্রকাশিত [পৃ. ২১১] ইংরাজী অনুবাদ মহাভারত সমগ্র সভ্য জগত সাদরে গ্রহণ করিলেন! ইংলণ্ডীয় এবং ভারতীয় উচ্চ রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ, জগতের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলী, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দেশীয় রাজন্যবর্গ ও প্রধানগণ, দেশীয় ও বিদেশীয় সংবাদ-পত্র-সেবীগণ, এমন কি, খৃষ্টান মিশনরী ও ইস্‌লামীয় মোল্লাগণ পর্য্যন্ত প্রতাপের এই কার্য্যে আন্তরিক প্রশংসাবাদ করিলেন। ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রতাপের এই নিঃস্বার্থ স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ স্বয়ং তাঁহাকে, ১৮৮৯ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে সি, আই, ই (Companion of the Order of the Indian Empire) উপাধিতে ভূষিত করিলেন।	Perhaps he would be humiliated and laughed at by the whole civilised world and in his own homeland of India; perhaps he would be put out of caste for the grave offence of translating the Mahabharata into a mlecchа [foreign] tongue. But none of this happened. Instead, the English Mahabharata published by Pratap [p. 211] was warmly welcomed by the whole civilised world! High officials in England and India, famous scholars around the world, Indian princes and chiefs of every caste and creed, editors of newspapers at home and abroad, even Christian missionaries and Muslim mullahs, sincerely praised Pratap's work. Victoria, Empress of India, as a mark of this selfless love of his country and his people, herself conferred on him the title of C.I.E. (Companion of the Order of the Indian Empire) on 1 January 1889.
প্রতাপের পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুবর্গের মধ্যে ডিউক অব ডিভনসায়র বা তদানীন্তন ভারত সেক্রেটারী মার্কুইস্ অব হার্টিংটন্ মহোদয়ের নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য।	Among Pratap's patrons and friends, the name of the Duke of Devonshire, then Secretary of State for India as the Marquis of Hartington, comes first.
ভারত কার্য্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুবর্গ।	**Patrons and friends of the Bharat Karyalay**
এই মহাত্মার আশার বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়াই প্রতাপ মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদরূপ মহান্ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন এবং তিনিও প্রতাপের এই প্রচেষ্টায় সমধিক সাহায্য করিয়াছিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং অন্যান্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতাপ যে বিপুল অর্থ সাহায্য পাইয়াছিলেন, তৎ সমস্তের মূলই উক্ত মার্কুইস্ মহোদয়।*	It was inspired by this great man's encouraging words that Pratap found the courage to take on the great task of translating the Mahabharata into English, and he too helped Pratap's effort a great deal. The large grants Pratap received from the Government of India and the provincial governments all stemmed from the Marquis.*

বাংলা	English
[পাদটীকা] * ভারত গবর্ণমেন্ট ও অন্যান্য প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের দানের তালিকা:— ভারত গবর্ণমেন্ট ⋯ ১৩৬০০৲; বেঙ্গল ” ⋯ ৬,০০০৲; উঃ পঃ ” ⋯ ৫,০০০৲; পাঞ্জাব ” ⋯ ২,৫০০৲; বোম্বে ” ⋯ ২,৫০০০৲; মান্দ্রাজ ” ⋯ [১],৫০০৲; আসাম ” ⋯ [?],০০০৲; সিলোন ” ⋯ [?],০০০৲; ফরাসী ” ⋯ [৯]০০ ফ্রাঙ্ক।	[Footnote] * List of grants from the Government of India and the provincial governments: Government of India, Rs 13,600; Bengal, Rs 6,000; North-Western Provinces, Rs 5,000; Punjab, Rs 2,500; Bombay, Rs 2,500 [printed 2,5000]; Madras, Rs [1],500; Assam, Rs [?],000; Ceylon, Rs [?],000; French [Government], [9]00 francs. [First digits in square brackets are faint in the scan.]
পৃ. ২১২	p. 212
মার্কুইস মহোদয়ের পরেই, ভারতের বড় লাট লর্ড রিপন এবং লর্ড ডফারিণের নাম করা যাইতে পারে। ইঁহারা উভয়েই প্রতাপের এই কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।	After the Marquis, the Viceroys of India, Lord Ripon and Lord Dufferin, deserve mention. Both showed special sympathy for Pratap's work.
লর্ড রিপন, লর্ড ডফারিণ ও লর্ড নর্থব্রুক।	**Lord Ripon, Lord Dufferin and Lord Northbrook**
লর্ড ডফারিণ ভারত গবর্ণমেন্ট হইতে ৫০ খণ্ড হইতে প্রত্যেক খণ্ড মহাভারতের জন্য ১৭৫৲ টাকা হিসাবে দান মঞ্জুর করিয়াছিলেন। লর্ড নর্থব্রুকও এই অনুবাদ কার্য্যের সাহায্যার্থে অনেক টাকা দান করিয়াছিলেন।	Lord Dufferin sanctioned a grant from the Government of India of Rs 175 for each part of the Mahabharata from part 50 onwards. Lord Northbrook also gave a good deal of money towards the translation.
বঙ্গের ছোটলাটদিগের মধ্যে সার রিভার্স টমসন এবং সার ষ্টুয়ার্ট বেলি প্রতাপের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন।	Among the Lieutenant-Governors of Bengal, Sir Rivers Thompson and Sir Steuart Bayley were Pratap's special patrons.
সার আর টমসন ও সার ষ্টুয়ার্ট বেলি।	**Sir R. Thompson and Sir Steuart Bayley**
সার রিভার্স টমসনই বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট হইতে প্রথম ৫,০০০৲ টাকা দান করেন। সার ষ্টুয়ার্ট বেলি তৎকালে গবর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের মেম্বর ছিলেন; এবং প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে, মহাভারতের প্রথম খণ্ড বাহির হইবার সময় হইতেই, প্রতাপ এই দান প্রাপ্ত হয়েন। সার ষ্টুয়ার্ট পরে যখন বঙ্গের ছোটলাট হইলেন, তখন তিনি প্রতাপের এই উদ্যমে নানা প্রকারে সহায়তা করিয়াছিলেন।	It was Sir Rivers Thompson who first gave Rs 5,000 from the Government of Bengal. Sir Steuart Bayley was then a member of the Governor-General's Council, and it was mainly through his efforts that Pratap received this grant from the time the first part of the Mahabharata came out. Later, when Sir Steuart became Lieutenant-Governor of Bengal, he helped Pratap's enterprise in many ways.
উঃ পঃ প্রদেশের ছোট লাট সার অকল্যাণ্ড কল্‌ভিন্ উক্ত প্রদেশের গভর্ণমেন্ট হইতে ৫,০০০৲ টাকা দান করেন, এবং প্রতাপের এই কার্য্যে বহু উচ্চ পদস্থ রাজপুরুষদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	Sir Auckland Colvin, Lieutenant-Governor of the North-Western Provinces, gave Rs 5,000 from the government of that province, and drew the attention of many high officials to Pratap's work.
সার অকল্যাণ্ড, সার সি এ'চিসন ও সার চার্লস ইলিয়ট।	**Sir Auckland [Colvin], Sir C. Aitchison and Sir Charles Elliott**
পঞ্জাবের গবর্ণর সার চার্লস এ্যাচিসন্ প্রতাপের একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন; গভর্ণমেন্টের দান ছাড়া তিনি নিজ হইতে বহু সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। সার চার্লস ইলিয়ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট হইতে দ্বিতীয় বারে [১],০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন।	Sir Charles Aitchison, Governor [Lieutenant-Governor] of the Punjab, was a true friend of Pratap's; besides the government grant, he raised many thousands of rupees on his own account. Sir Charles Elliott sanctioned a second grant of Rs [1],000 from the Government of Bengal.
পৃ. ২১৩	p. 213

বাংলা	English
সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদিগের মধ্যে জেনারেল ষ্টুয়ার্ট এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত বুয়োর-বিজয়ী লর্ড রবার্টসের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।	Among high officers of the army, the names of General Stewart and his successor Lord Roberts, the victor of the Boer War, deserve special mention.
জেনারেল ষ্টুয়ার্ট ও লর্ড রবার্টস।	**General Stewart and Lord Roberts**
অনেকেই হয়ত জানেন না যে জেনারেল ষ্টুয়ার্ট সংস্কৃত ভাষায় বেশ ভালরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মহাভারতের প্রথম খণ্ড হাতে পাইয়াই তিনি প্রতাপকে ডাকিয়া পাঠান, এবং নানা প্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রতিশ্রুতির সফলতা স্বরূপ তিনি দেশ-বিদেশের বহু গণ্যমান্য ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির সহিত প্রতাপের পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল[েন]। লর্ড রবার্টস প্রতাপকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিতেন, এবং তিনিও বহু লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন।	Few perhaps know that General Stewart was well versed in Sanskrit. As soon as he received the first part of the Mahabharata he sent for Pratap and promised to help him in many ways. In fulfilment of this promise he introduced Pratap to many distinguished and highly placed people at home and abroad. Lord Roberts held Pratap in very high regard, and he too introduced him to many people.
আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রফেসর মোক্ষমূলর প্রতাপের এই উদ্যমের প্রথম এবং প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি শুধু অনুক্রমণিকা অংশের অনুবাদ পাঠাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু "লণ্ডন টাইম্‌স্" এবং ইউরোপের অন্যান্য প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রে মধ্যে মধ্যে প্রতাপ ও তাঁহার গ্রন্থের যে সমালোচনা বাহির করিতেন, তাহাতেই জগতের সমস্ত সভ্য দেশে মহাভারতের নাম ও যশ সুপ্রচারিত হইয়া যায়।	As we have said, Professor Max Müller was the first and chief encourager of Pratap's enterprise. He did not stop at sending his translation of the introductory section: the reviews of Pratap and his book that he published from time to time in the London Times and other leading European papers spread the name and fame of the Mahabharata through every civilised country.
প্রঃ ম্যাক্সমূলর ও ডাঃ রষ্ট।	**Prof. Max Müller and Dr Rost**
ডাঃ রষ্টের কথা আমরা কিছু কিছু বলিয়াছি। প্রতাপ তাঁহার সম্বন্ধে যে অভিমত পোষণ করিতেন তাহা তাঁহার নিজ ভাষাতেই ব্যক্ত করিতেছি,—"It was his encouraging words that first led me to think seriously of an English translation of the Mahabharata, and it is his sympathy and friendship that have supported and cheered me amid all my distractions."—মর্ম্মার্থ—"ইঁহারই উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া আমি মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ [পৃ. ২১৪] বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করিবার অবসর পাইয়াছিলাম, এবং ইঁহারই সহানুভূতি ও বন্ধুত্বলাভ করিয়া আমি আমার সমস্ত দৈন্য ভুলিয়া সানন্দে কার্য্যে অবতীর্ণ হইতে পারিয়াছিলাম।" ডাঃ রষ্ট ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হইলে, প্রতাপ আনন্দিত হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে যে সংস্কৃত কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি— "ভূষয়িত্বা ভবন্তং হি রাজ্ঞা বিদ্যা সুপূজিতা। / উপাধিনা ভূষণন্তু তব ভা[তি] দ্বিরুক্ত[বৎ?]॥ / অসামান্যগুণৈরেব ভূষিতোঽস্তি ভবান্ বিভো। / প্রকৃত্যা মধুরশ্চন্দ্রো মণ্ডনং কিমুপেক্ষতে॥ / কে বা ন সন্তি মতিমন্ ভুবি ভাবমিশ্রাঃ / শাস্ত্রে শ্রুতৌ সুনিপুণা	We have said something of Dr Rost. We give the opinion Pratap held of him in his own words: "It was his encouraging words that first led me to think seriously of an English translation of the Mahabharata, and it is his sympathy and friendship that have supported and cheered me amid all my distractions." [English in the original, followed by a Bengali paraphrase.] [p. 214] When Dr Rost received the title of C.I.E. from the Government of India, Pratap in his delight wrote a Sanskrit poem about him, part of which we quote below: [Sanskrit verses; a rough rendering:] "In adorning you, the king has truly honoured learning; the ornament of a title on you is [a mere repetition?]. You, lord, are adorned by your uncommon virtues alone: what ornament does the moon, sweet by nature, need? O wise one, there are many in the world whose minds, skilled in the shastras and the Vedas, shine; but the friendliness to all, the simplicity and the large heart that are seen in you are rare in this world." And so on.

বাংলা	English
ধিষণা বিভান্তি। / মৈত্রী জনে সরলতা বিপুলঞ্চ চেতঃ / যদ্দৃশ্যতে ত্বয়ি তু তদ্বিরলং হি লোকে॥” ইত্যাদি।	
প্রতাপের বিদেশীয় বন্ধুবর্গের মধ্যে প্যারি সহরের মুঁসে এ, বার্থ ও মুঁসে বার্থেলমি, কোপেনহেগেনের ডাঃ ফোবল্, ষ্ট্রাস্‌বার্গের প্রঃ [ব্যারাক?] এবং ফিলাডেল্‌ফিয়ার ডাঃ [হ্যাসলব্?] প্রভৃতি মহোদয়গণের নাম উল্লেখ যোগ্য।	Among Pratap's foreign friends, the names of M. A. Barth and M. Barthélemy [Saint-Hilaire] of Paris, Dr Fausbøll of Copenhagen, Prof. [name unclear] of Strasbourg and Dr [name unclear] of Philadelphia deserve mention.
বৈদেশিক বন্ধুবর্গ।	**Foreign friends**
এতদ্ব্যতীত দেশ-বিদেশের বহু ভদ্র ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ প্রতাপের এই কার্য্যে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি;—কিল্ (জার্ম্মানী) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যাকবী, লেপজিগের (জার্ম্মানী) সংস্কৃত অধ্যাপক গার্‌বে, গ্রীসের ডাঃ এ্যানড্রু কেফালিয়নস্, ওয়েটারন্ (বেলজিয়ম) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পৌসিন্, মেরিল্যাণ্ডের অধ্যাপক রিস্, চিকাগোর মিঃ চার্লটন্, কেনেডার মিঃ উইটন্ এবং [পৃ. ২১৫] আমেরিকার প্রাচ্য সভার সভাপতি প্রঃ ল্যানম্যান প্রভৃতি। এই শেষোক্ত মহোদয় প্রতাপের কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নিজ প্রদত্ত টাকা বাদে তিনি আমেরিকার বহু ভদ্র লোকদিগকে মহাভারতের গ্রাহক করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি প্রতাপকে এত ভাল বাসিতেন, যে ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া সস্ত্রীক প্রতাপের বাস ভবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছিলেন।	Besides these, many gentlemen and high officials at home and abroad helped Pratap's work in various ways. We name a few of them here: Professor Jacobi of the University of Kiel (Germany); Garbe, professor of Sanskrit at Leipzig (Germany) [so printed]; Dr Andrew Kephalianos of Greece; Professor Poussin of the University of "Waterne" [Louvain?] (Belgium); Professor Rhys [?] of Maryland; Mr Charlton of Chicago; Mr Wheaton [?] of Canada; and [p. 215] Prof. Lanman, President of the American Oriental Society. This last gentleman showed special sympathy for Pratap's work. Besides the money he gave himself, he got many American gentlemen to subscribe to the Mahabharata. He was so fond of Pratap that when he came to Calcutta on a tour of India he and his wife called on Pratap at his home.
দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেকেই প্রতাপের এই কার্য্যে বিশেষ ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। আমরা এ স্থলে তাঁহাদের নাম ও সাহায্যের পরিমাণ মাত্র দিলাম।*	Many of the Indian princes gave special patronage to Pratap's work. We give here only their names and the amounts they gave.*
তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী সার শেষাদ্রি আয়ার প্রতাপের একজন অকৃত্রিম বন্ধু এবং সাহায্যকারী ছিলেন।	Sir Seshadri Iyer, then Dewan [of Mysore], was a true friend and helper of Pratap's.
দেশীয় রাজন্য মণ্ডলী।	**The Indian princes**
তিনি মহীশূর গভর্ণমেন্ট হইতে মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদকল্পে ৬,০০০৲ টাকা এবং [পৃ. ২১৬] মূল সংস্কৃতের পুনর্মুদ্রণের জন্য ২,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত সার কৃষ্ণমূর্ত্তি আয়েঙ্গার পঞ্চাশৎ খণ্ড হইতে প্রত্যেক খণ্ডে ৫০৲ টাকা হিসাবে ২,৫০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। হায়দারাবাদের (নিজাম) প্রধান মন্ত্রী নবাব সার সৈয়দ আলি বিলগ্রামী ধর্ম্মে মুসলমান হইলেও উদার মতাবলম্বী মহাপুরুষ ছিলেন। মুসলমান ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একমাত্র তিনিই সংস্কৃত শাস্ত্রের বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন। মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদের সাহায্যার্থে নিজাম গভর্ণমেন্ট হইতে তিনি ৬,৫০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন।	He sanctioned from the Mysore government Rs 6,000 for the English translation of the Mahabharata and [p. 216] Rs 2,000 for reprinting the original Sanskrit. His successor, Sir Krishnamurti Iyengar, gave Rs 2,500, at Rs 50 for each part from the fiftieth onwards. Nawab Sir Syed Ali Bilgrami, chief minister of Hyderabad (the Nizam's state) [so the author], though a Muslim by religion, was a great man of liberal views. He alone among Muslim gentlemen had made a special study of Sanskrit learning. He sanctioned Rs 6,500 from the Nizam's government to help the English translation of the Mahabharata.

বাংলা	English
[পাদটীকা] * মহীশূরের মহারাজ — ৬,০০০ + ২০০০৲; হায়দারাবাদের নিজাম বাহাদুর ⋯ ৬,৫০০৲; সিন্ধিয়ার মহারাজা ⋯ ৩,০০০৲; ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা ⋯ ৩,০০০৲; বরোদার গাইকোয়ার ⋯ ২,০০০৲; মহারাণী স্বর্ণময়ী (কাশিম বাজার) ⋯ ১,৭০০৲; কোচিনের মহারাজা ⋯ ১,৫০০৲; জয়পুরের মহারাজা ⋯ ১,৫০০৲; যোধপুরের মহারাজা ⋯ ১,৫০০৲; ইন্দোরের মহারাজা ⋯ ১,৩০০৲; হাতোয়ার মহারাজা ⋯ ১,০[০]০৲; কোচবিহারের মহারাজা ⋯ ১,০০০৲; পাতিয়ালার মহারাজা ⋯ ১,০০০৲; কচ্ছ প্রদেশের মহারাও ⋯ ১,০০০৲; [উদয়পুরের?] মহারাজা ⋯ ১,০০০৲; ভবনগরের ঠাকুর সাহেব ⋯ ১,০০০; কাপুরথালার মহারাজা ⋯ ১,০০০৲; মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর ⋯ ১,০০০৲; আলওয়ারের মহারাজা ⋯ ৮০০৲; জুনাগড়ের নবাব বাহাদুর ⋯ ৭০০৲; ফরিদকোটের মহারাজা ⋯ ৫০০৲; ধার প্রদেশের মহারাজা ⋯ ৫০০৲; [ধ্রাংধ্রার?] মহারাজা ⋯ ৫০০৲; পদুকোটার মহারাজা ⋯ ৫০০৲; রেওয়ার মহারাজা ⋯ ৫০০৲; নবাব সার সালার জং বাহাদুর ⋯ [৯]০০৲; রাজা গজপতি রায় ⋯ ৫[০]০৲; সার দিনসাও মানকজি পেটিট ⋯ ৫০০৲; [পিথোরের?] রাজা বাহাদুর ⋯ ৪০০৲; [ভুজারপুরের?] রাজা বাহাদুর ⋯ ৩০০৲; লিমড়ির ঠাকুর সাহেব ⋯ ২৫০৲; বেত্তিয়ার মহারাজা ⋯ ২৫০৲।	[Footnote, running across pp. 215–216] * Maharaja of Mysore, Rs 6,000 + 2,000; Nizam of Hyderabad, 6,500; Maharaja Scindia, 3,000; Maharaja of Travancore, 3,000; Gaekwar of Baroda, 2,000; Maharani Swarnamayi (Kasimbazar), 1,700; Maharaja of Cochin, 1,500; Maharaja of Jaipur, 1,500; Maharaja of Jodhpur, 1,500; Maharaja of Indore, 1,300; Maharaja of Hathwa, 1,000; Maharaja of Cooch Behar, 1,000; Maharaja of Patiala, 1,000; Maharao of Cutch, 1,000; Maharaja of [Udaipur?], 1,000; Thakur Sahib of Bhavnagar, 1,000; Maharaja of Kapurthala, 1,000; Nawab Bahadur of Murshidabad, 1,000; Maharaja of Alwar, 800; Nawab Bahadur of Junagadh, 700; Maharaja of Faridkot, 500; Maharaja of Dhar, 500; Maharaja of [Dhrangadhra?], 500; Raja of Pudukkottai, 500; Maharaja of Rewa, 500; Nawab Sir Salar Jung Bahadur, [9]00; Raja Gajapati Rao, 5[0]0; Sir Dinshaw Maneckji Petit, 500; Raja Bahadur of [Pithapuram?], 400; Raja Bahadur of [name unclear], 300; Thakur Sahib of Limbdi, 250; Maharaja of Bettiah, 250. [Several names are faint or misprinted; readings in brackets are guesses.]
এইরূপে, বহু বিদেশী ও স্বদেশী ভদ্র মহোদয়গণ, জাতি, ধর্ম্ম এবং দেশ, কাল ও পাত্র নির্ব্বিশেষে, ভারত কার্য্যালয়ের পুষ্টি সাধনার্থ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের অর্থভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।	In this way many gentlemen, foreign and Indian, regardless of caste, creed, country, time or station, of their own accord opened their purses to support the Bharat Karyalay.
সাহিত্যে ভ্রাতৃভাব।	**Brotherhood through literature**
সমগ্র জগদ্ব্যাপী এরূপ একটী প্রতিষ্ঠান অপর কোন দেশে আছে কিনা জানিনা। চিকাগোর ‘বিভিন্ন ধর্ম্মাশ্রয়ী সঙ্ঘ’ (Parliament of Religion) স্ব স্ব ধর্ম্মের [পৃ. ২১৭] প্রাধান্য স্থাপনার্থ বিরোধ-সূচক আলোচনার স্থান, কিন্তু ভারত কার্য্যালয় হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, এমন কি জড়মতাবলম্বীগণেরও পরস্পর মিলনের স্থান। বাইবেল-সোসাইটী, বৌদ্ধ ধর্ম্ম-সঙ্ঘ কিম্বা ভারতের জাতীয় মহাসভা (Congress) স্ব স্ব মতেরই পরিপোষকতা করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে, ভারত কার্য্যালয়, সাহিত্যের মধ্য দিয়া সমগ্র জগতে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাবের অবতারণা করিয়াছে। ‘One touch o’ nature makes the whole world kin’— ‘প্রকৃতির এক মাত্র পূতঃ পরশন— সারা বিশ্বে মৈত্রীভাব করে সঙ্ঘটন।’—মহাকবি সেকস্‌পিয়রের এই দুর্ব্বোধ্য এবং অপ্রাসঙ্গিক কবিতাংশের সত্যতা প্রতাপের ‘ভারত কার্য্যালয়’ বিশেষরূপে সপ্রমাণ করিয়াছে। শতাব্দ পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি কাউপার লিখিয়াছেন;—“Is India free? And does she wear / Her plumed and jewelled turban wi’ a smile o’ peace? / Or do we grind her	We do not know whether any other country has such a world-wide institution. The Parliament of Religion (the author's English) at Chicago is a place of contentious debate, where each religion seeks to establish its own supremacy, [p. 217] but the Bharat Karyalay is a meeting-place for Hindus, Muslims, Buddhists, Christians, even materialists. The Bible Society, the Buddhist sangha and the Indian National Congress each promote their own views; the Bharat Karyalay, by contrast, has brought equality, friendship and brotherhood to the whole world through literature. "One touch o' nature makes the whole world kin" [given in English, then in Bengali verse]: Pratap's Bharat Karyalay has especially proved the truth of this obscure and out-of-context line of the great poet Shakespeare. A century ago the famous English poet Cowper wrote [so the author]: "Is India free? And does she wear / Her plumed and jewelled turban wi' a smile o' peace? / Or do we grind her still?" [English in the original, followed by a Bengali verse rendering.] Even if India is not free, hardly anyone will deny that the

বাংলা	English
still?”—মর্ম্মার্থ,—“ভারত কি মুক্ত এবে? পরে কি সে শিরে / শিখিপুচ্ছ চূড়া তা’র রতন খচিত? / আশ্বস্তির স্নিগ্ধ হাস হাসে কি সে ফিরে? / কিম্বা তা’রে আজ (ও) মোরা করি বিদলিত?” ভারত মুক্ত না হইলেও ‘দাতব্য ভারত কার্য্যালয়’ যে তাহার শিরে পুনরায় রত্নখচিত শিখিপুচ্ছ চূড়া পরাইতে পারিয়াছে, এবং দুঃখিনী ভারত-জননীর মুখে যে আশ্বস্তির বিশ্ববিমোহন মৃদু হাস্য আনয়ন করিতে পারিয়াছে, তাহা, বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিবেন না।	Datavya Bharat Karyalay has once more set the jewelled, peacock-plumed crown on her head, and brought a smile of reassurance, charming the world, to the face of sorrowing Mother India.
মহাভারত সম্বন্ধে প্রাচ্য অভিমত।	**Opinion on the Mahabharata [the side note says "Eastern"; "Western" is probably meant]**
ভারতের অতুল্য সম্পদ শাস্ত্রৈশ্বর্য্য ইংরাজী [পৃ. ২১৮] ভাষায় অনূদিত হইয়া, সমগ্র সভ্য জগতে কি একটা অপূর্ব্ব বিস্ময়ের, কি একটা বিপুল স্পন্দনের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা প্যারি সহরের বিখ্যাত পণ্ডিত, ঋগ্বেদের ফরাসী অনুবাদক প্রঃ এ, বার্থ মহোদয়ের কথায় ব্যক্ত করিতেছি—“I have not the least doubt that this translation of the ancient Hindu literature will confound the so-called modern civilization, inspiring to it a sprit the might be envied by move pretentious nations”:—মর্ম্মার্থ—“পুরাতন হিন্দু-সাহিত্যের এই ইংরাজী অনুবাদ নিশ্চিতই তথা-কথিত বর্ত্তমান সভ্যতাকে বিভ্রান্ত করিয়া দিবে এবং বহু সভ্যতা-অভিমানী জাতিকে এমন কিছু শিক্ষা দিবে যাহাতে তাহারা ভারতের সভ্যতার প্রতি ঈর্ষান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিবে না।”	What wonder, what a great stir, India's matchless wealth of scripture has caused throughout the civilised world by being translated into English [p. 218] we express in the words of Prof. A. Barth, the famous scholar of Paris and French translator of the Rigveda: "I have not the least doubt that this translation of the ancient Hindu literature will confound the so-called modern civilization, inspiring to it a sprit the might be envied by move pretentious nations." [English in the original, misprints as printed, followed by a Bengali paraphrase.]
কিন্তু গবর্ণমেন্ট এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের এই সব দান প্রতাপ অগ্রিম বা একেবারে প্রাপ্ত হন নাই। প্রত্যেক খণ্ডের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কাপির উপর একটা মূল্য নির্দ্ধার্য্য করা ছিল, এবং তৎসংখ্যক কাপি পাইবার পর মূল্যের টাকা মঞ্জুর হইবার ব্যবস্থা ছিল।	But Pratap did not receive these grants from the governments and the princes in advance or in a lump sum. A price had been fixed for a set number of copies of each part, and the money was to be sanctioned after that number of copies had been received.
জীবনব্যাপী সংগ্রাম।	**A lifelong struggle**
এই মঞ্জুরী টাকা আদায় হইয়া আসিতে কখন কখন প্রায় ৩।৪ মাস দেরী হইয়া যাইত; সুতরাং পরবর্ত্তী সংখ্যার ও কার্য্যালয়ের অন্যান্য আবশ্যকীয় নিত্য খরচের জন্য প্রতাপকে সময় সময় বড়ই বিব্রত হইতে হইত। তাঁহার একমাত্র সম্পত্তি বসত বাড়ীখানি এই জন্য বৎসরের মধ্যে দুই তিন বা ততোধিক বার বন্ধক দিতে হইত, এবং পরে মঞ্জুরী টাকা আদায় হইয়া আসিলে, সুদ সমেত পরিশোধ করিয়া তাহা খালাস করিতে হইত। গ্রাহকগণের টাকাও প্রায় এই ভাবেই আদায় হইত; তবে দুই এক জন মহানুভব ব্যক্তি দয়া করিয়া মূল্যের সমগ্র, অর্দ্ধেক বা কিয়দংশ অগ্রিমও [পৃ. ২১৯] পাঠাইতেন। এইরূপে কার্য্যালয়ের ব্যয় আংশিকভাবে সঙ্কুলান হইলেও একটা দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতা ও ঋণভার কার্য্যালয়কে সর্ব্বদার জন্য অবসাদ-গ্রস্থ করিয়া রাখিত, এবং এই	Collecting this sanctioned money sometimes took three or four months, so Pratap was often hard pressed to pay for the next number and the office's other daily expenses. For this reason his one property, his house, had to be mortgaged two, three or more times a year, and then redeemed, with interest, when the sanctioned money came in. Subscribers' money also came in mostly in this way, though one or two generous people kindly sent the whole price, half of it or part of it in advance. [p. 219] Although the office's costs were partly met in this way, a crushing shortage of money and burden of debt kept it permanently depressed; this was why the parts of the Mahabharata were late in coming out, and Pratap's anxiety knew no bounds. After the

বাংলা	English
জন্যই মহাভারতের খণ্ড সমূহ সময় মত বাহির করিতে বিলম্ব হইয়া যাইত, আর সেই জন্য প্রতাপের উদ্বেগের সীমা থাকিত না। এইরূপে কষ্টে-সৃষ্টে ৪৫ম খণ্ড বাহির হইবার পর তাঁহার অর্থাগমের সমুদয় পথ বন্ধ হইয়া গেল। বাড়ী খানি ইতিপূর্ব্বে দ্বিতীয় বার বন্ধক দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং কোন মহাজনই আর তাহার উপর টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন না। এদিকে তাঁহার সহকর্ম্মী এবং একমাত্র সুহৃৎ পণ্ডিত দুর্গাচরণ পরলোকগত হইলেন (১৮৮৮।৩ জুলাই), এবং কার্য্যালয়ের যাবতীয় ভার একা একা প্রতাপের উপর পতিত হইল—তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া অর্থের চেষ্টায় কোথাও বাহির হইতে পারিলেন না। এই দারুণ দুঃসময়ে তাঁহার মানসিক ও দৈহিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িল। নিরাশার বিকট দৃষ্টি যেন চারিদিক হইতে তাঁহাকে ভীত, সন্ত্রস্ত ও নিরুৎসাহিত করিয়া ফেলিল। তাঁহার অতুলনীয় উদ্যম ও বিপুল মনোবল যেন যাদুস্পর্শে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। এই সময় পণ্ডিত কিশোরী মোহন প্রকৃত সুহৃদের ন্যায় তাঁহাকে উৎসাহিত না করিলে, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে পরিচালিত না করিলে, বোধ হয়, এই মাঝ দরিয়ায় তাঁহার আশার তরিখানি ডুবিয়া যাইত। কিশোরী মোহন দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ের সমস্ত বিবরণ যথাযথ ব্যক্ত করিয়া ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট একখানি দরখাস্ত পেস করিলেন। ইহার ফলস্বরূপ সদাশয় গভর্ণমেন্ট ৫০শ খণ্ড হইতে প্রতি খণ্ডের জন্য ১৭৫৲ টাকা হিসাবে দান মঞ্জুর করিলেন। এই ব্যাপারে তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সার আলফ্রেড ক্রফট্ মহোদয় প্রতাপের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।	45th part had been brought out in this hand-to-mouth way, every source of money dried up. The house had already been mortgaged a second time, so no moneylender would lend on it any more. Meanwhile his colleague and only close friend, Pandit Durgacharan, died (3 July 1888), and the whole burden of the office fell on Pratap alone; he could not leave Calcutta to go anywhere in search of money. In this dreadful time his state of mind and body became pitiful. The grim gaze of despair seemed to frighten, alarm and dishearten him from every side. His matchless energy and great strength of mind seemed to vanish as if by magic. Had Pandit Kisari Mohan not encouraged him like a true friend at this time, and stayed by his side to guide him, the boat of his hopes would probably have sunk in mid-stream. Kisari Mohan submitted a petition to the Government of India setting out the full facts of the Datavya Bharat Karyalay. As a result the generous Government sanctioned a grant of Rs 175 for each part from the 50th onwards. Sir Alfred Croft, then Director of Public Instruction, was of special help to Pratap in this matter.
পৃ. ২২০	p. 220
ভারত গবর্ণমেন্টকৃত এই দান এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট, দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণের প্রতিশ্রুত দান হইতে মহাভারতের খণ্ড সকল কোনরূপে বাহির হইতে থাকিল বটে, কিন্তু এই কার্য্যে অত্যধিক পরিশ্রম এবং অতিরিক্ত মস্তকচালনার ফলে প্রতাপের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়িতে লাগিল।	With this grant from the Government of India and the promised gifts of the provincial governments, the princes, and subscribers and well-wishers, the parts of the Mahabharata did somehow keep coming out; but the excessive labour and mental strain of the work made Pratap's physical and mental condition steadily worse.
রোগ শয্যায় প্রতাপ।	**Pratap on his sickbed**
নিয়মিত দান বাদে, তাঁহার সংসারিক ব্যয় অতি অল্পই ছিল; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাড়ীখানি খালাস করিবার কোন উপায়ই তিনি করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিরূপে মহাভারতের পরবর্ত্তী খণ্ড বাহির করা হইবে, কিরূপে অনুবাদক ও এজেন্টগণের খরচ ও বেতন দেওয়া হইবে, কিরূপে প্রেস, দপ্তরী ও কাগজ-ওয়ালাদের দেনা শোধ হইবে অধিক কি, কিরূপে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের সঙ্কুলান হইবে—এই সকল চিন্তাই অহরহ তাঁহাকে অভিভূত করিয়া রাখিত। সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী এই সকল পারিপার্শ্বিক চিন্তামালা তাঁহাকে নিদ্রা ও খাদ্যসুখে বঞ্চিত রাখিয়াছিল। তাঁহার আসুরিক শক্তি, তাঁহার দুর্ভেদ্য স্বাস্থ্য,	Apart from his regular charities, his household expenses were very small; but even so he could find no way to redeem the house. How the next part of the Mahabharata was to be brought out, how the translators' and agents' costs and salaries were to be paid, how the debts to the press, the binders and the paper merchants were to be settled, indeed how he was to feed and clothe himself: these worries overwhelmed him day and night. For twelve long years this ring of worries robbed him of sleep and of any pleasure in food. His titanic strength, his iron health, his great energy and his remarkable capacity for work gradually

বাংলা	English
তাঁহার বিপুল উদ্যম, তাঁহার অপূর্ব্ব কর্ম্মকুশলতা ক্রমেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল; তাঁহার শরীর ও মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। মহাভারতের ৯৪ খণ্ড বাহির হইবার পূর্ব্বেই তিনি শয্যাগ্রহণ করিলেন। এই শয়নই তাঁহার অন্তিম শয়ন হইল!	deserted him; his body and mind broke down. Before the 94th part of the Mahabharata had come out he took to his bed. That bed was to be his last!
১৮৯৪ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসের প্রথম হইতেই প্রতাপের একটু একটু জ্বর হইতে আরম্ভ হইল, এবং তৎসহ বহুমূত্র রোগ দেখা দিল।	From the beginning of March 1894 Pratap began to have a slight fever, and with it diabetes appeared.
প্রতাপ অন্তিম শয্যায়।	**Pratap on his deathbed**
চিকিৎসকেরা তাঁহাকে যাবতীয় পরিশ্রমের কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিবার উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রমবিরতি প্রতাপের ভাগ্যে একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। প্রতাপ ধনবান ব্যক্তি ছিলেন না। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে [পৃ. ২২১] ব্রত স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সমাধান কল্পে এযাবত প্রায় লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে, এবং এই সমস্ত টাকাই তাঁহাকে স্বকীয় অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। সেই সঙ্কল্পিত ব্রতটীর উদ্‌যাপনের সমসাময়িক কালে তিনি ত এটীকে ত্যাগ করিতে পারেন না। সুতরাং সেই রুগ্ন শরীরেই তাঁহাকে সাধ্যমত পরিশ্রম করিতে হইল। ভাগ্য তাঁহাকে প্রচুর অর্থ-সাহায্য লাভে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, এই সাহায্য প্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে কিরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাঁহার যত্র আয় তত্র ব্যয় ছিল। সময় সময় আবার আয়ের অপেক্ষা ব্যয়ের মাত্রা বেশীই হইয়া যাইত। কিরূপে জমা ও খরচের ভারকেন্দ্র সাম্য রাখিতে পারেন—এই চেষ্টাই তাঁহার জীবনব্যাপী, এবং পরিশেষে, তাঁহার জীবনান্তকারী হইয়া দাঁড়াইল! মহাভারত তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল এবং আমাদের বিশ্বাস, মহাভারতের জন্যই তাঁহার এই আত্মদান! তিনি জানিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তিম কাল ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, সুতরাং মহাভারত সমাধানের জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধিই পাইতেছিল। রুগ্নশয্যায়, অসহায় অবস্থায়ও তিনি এই জন্য তাঁহার লোকদিগকে তাগিদ দিতেছিলেন। মহাভারত শেষ না করিয়া বা তৎসাধন কল্পে কোন বিশিষ্ট আশার বাণী প্রাপ্ত না হইয়া তিনি যেন কিছুতেই শান্ত হইতে পারিতেছিলেন না। বাবু কিশোরী মোহনকে এই সময়, দিনের মধ্যে দশবার, প্রতিশ্রুতি দিতে হইতেছিল, কিন্তু তথাপিও তাঁহার উৎকণ্ঠা দূর হইতেছিল না। এই সময় তিনি উদ্বেগাকুলিত কণ্ঠে কিশোরীবাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী সুন্দরীবালা এবং বিধবা কন্যা হরিদাসীকে যে কথা গুলি বলিয়াছিলেন তাহা আমরা এখনও স্মরণ করিতে পারি। তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমার টাকা নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে, আমার বন্ধুবর্গ কখনই আমাকে ত্যাগ [পৃ. ২২২] করিবেন না। যে কোন প্রকারে হউক টাকা আসিবেই। এই মৃতকল্প ব্যক্তির অন্তিম শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া তোমরা শুধু বল,—মহাভারত শেষ করিবে। তোমাদের মুখে এই কথাটী	The doctors advised him to give up all strenuous work, but rest was more or less impossible for Pratap. He was not a rich man. The vow he had taken on of his own free will twelve years [p. 221] earlier had so far cost nearly a lakh of rupees or more, and he had had to raise all of it through his own extraordinary perseverance and labour. With the fulfilment of that vow so close, he could hardly abandon it now. So he had to work as hard as he could even in his sickness. Fate had blessed him with plenty of financial help, but we have seen how hard he had to work to obtain it. What came in went out. At times, indeed, outgoings exceeded income. The effort to keep income and expenditure in balance became his lifelong struggle and, in the end, the death of him! The Mahabharata had taken possession of him, and we believe he gave his life for the Mahabharata. He knew his end was drawing near, and so his anxiety to finish the Mahabharata only grew. Even helpless on his sickbed he kept urging his people on. It seemed he could not rest until the Mahabharata was finished or he had some firm assurance that it would be. At this time Babu Kisari Mohan had to give him his promise ten times a day, yet still his anxiety would not leave him. We can still recall the words he spoke at this time, in an agitated voice, to Kisari Babu, his wife Sundari Bala and his widowed daughter Haridasi. He said: "I have no money, but I have faith that my friends will never abandon me. [p. 222] Somehow or other the money will come. Only stand by this dying man's bed and say: we will finish the Mahabharata. Hearing that from your lips, I can go my way into eternity in peace." Needless to say, his wife, his daughter and Kisari Babu carried out this last request of Pratap's with all their might.

বাংলা	English
শুনিয়া আমি নিশ্চিন্তে অনন্তের পথে চলিয়া যাই।” বলা বাহুল্য, প্রতাপের এই শেষ অনুরোধ তাঁহার স্ত্রী, কন্যা এবং কিশোরী বাবু প্রাণপণে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।	
ইহার পর, প্রতাপ পরম নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার চরম ইচ্ছাপত্র (Will) প্রস্তুত করিলেন। আমরা পূর্ব্বাপর দেখিয়াছি, ব্যবসায়-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া প্রতাপ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন নাই; সুতরাং বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য সম্পত্তিও অর্জ্জন করিতে পারেন নাই।	After this, with his mind at peace, Pratap made his last will (the author's English). As we have seen throughout, Pratap had not entered on his work out of business sense, and so he had not been able to build up any property worth mentioning.
প্রতাপের চরম ইচ্ছাপত্র।	**Pratap's last will**
তাঁহার একমাত্র সম্পত্তি ছিল,—কলিকাতার বসত বাড়ী—তাহাও আবার ঘোরতর ঋণদায়-গ্রস্থ। তিনি উইল করিলেন, এই বাড়ীখানি ও ছাপাখানাটী বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধ টাকায় প্রথমেই মহাভারত শেষ করিতে হইবে, এবং এই খরচ ও বন্ধকী টাকার সুদ-আসল শোধ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহার কিয়দংশ দ্বারা তাঁহার জন্মভূমি শাঁকো গ্রামে একটী পানীয় জলাশয় খনন ও তত্তীরে একটী শিব স্থাপন করিতে হইবে। অপরাংশের কিছু টাকা সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি কল্পে ব্যয়িত হইবে, এবং বাকী টাকা হইতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী মাসিক মাত্র ১৫৲ টাকা খরচ করিতে পারিবেন। প্রতাপ তাঁহার পিতৃভূমে যে একখানি ছোট বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং যে কয়েক বিঘা আবাদী জমী খরিদ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পত্নী সুন্দরীবালা রায় পূর্ব্বোক্ত ৺শিবঠাকুরের সেবাইৎ রূপে প্রাপ্ত হইবেন।	His only property was his house in Calcutta, and that too was heavily in debt. He willed that this house and the printing press were to be sold, and that the money was to be used first of all to finish the Mahabharata; and that after this cost and the principal and interest on the mortgage had been paid, part of whatever remained was to be used to dig a drinking-water tank in his native village of Shanko and to install a Shiva on its bank. Some of the rest was to be spent on promoting Sanskrit literature, and from what was left his wife could spend only Rs 15 a month. The small house Pratap had built in his ancestral village, and the few bighas of cultivated land he had bought, were to go to his wife Sundari Bala Ray as sebait [custodian] of the Shiva just mentioned.
পৃ. ২২৩	p. 223
এই চরম ইচ্ছাপত্র শেষ করিয়া, এবং মহাভারত সম্বন্ধে কিশোরী বাবুর আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া প্রতাপ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন, এবং ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবীতার উপর একান্ত আত্মসমর্পণ করিলেন।	Having finished this last will, and having received Kisari Babu's assurance about the Mahabharata, Pratap was much relieved, and gave himself up entirely to what had to come.
প্রতাপ প্রয়াণ।	**Pratap's passing**
ডিসেম্বরের শেষদিকে তাঁহার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইল, এবং ১৮৯৫ খৃঃ অব্দের ১০ই জানুয়ারী মহাপ্রাণ প্রতাপচন্দ্র রায় পরলোক প্রয়াণ করিলেন।	Towards the end of December his condition became very bad, and on 10 January 1895 the great-souled Pratap Chandra Ray passed away.
প্রতাপের অন্তিম শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বাবু কিশোরী মোহন লিখিয়াছেন—“তিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তিমকাল অতিদ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। বন্ধুগণ নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিলেও তিনি যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহাই ঠিক। তাঁহার একমাত্র ক্ষোভের বিষয়—তিনি জীবিত থাকিয়া মহাভারত শেষ করিয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন—সে আনন্দ লাভে বঞ্চিত রাখাই বোধ হয়; তাঁহার ভাগ্যবিধাতার ইচ্ছা। সেই সর্ব্বশক্তিবান ভগবানের ইচ্ছায়	Babu Kisari Mohan, who stood by Pratap's deathbed, wrote: "He had seen that his end was approaching very fast. Although his friends comforted him in many ways, what he had understood was right. His one regret was that he could not live to finish the Mahabharata. He understood that it was probably the will of his Maker that he be denied that joy. He calmly submitted to the will of the Almighty! On 10 January (1895), a Thursday, towards evening, he began to have

বাংলা	English
তিনি শান্তভাবে আত্মসমর্পন করিলেন! ১০ জানুয়ারী (১৮৯৫ খৃঃ অঃ), বৃহস্পতি বার, সন্ধ্যার দিকে তাঁহার শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইল, এবং তিনি তাঁহার শুশ্রূষাকারীদিগকে জানাইলেন—সেই রাত্রেই তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিবে। তাঁহার দেহ কিরূপে সমাহিত হইবে—শান্তভাবে, নিরুদ্বেগে, সকলকে সেই উপদেশ দিলেন। অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার বেশ জ্ঞান ছিল। মৃত্যুর এক ঘন্টা পূর্ব্বে তিনি জানিতে চাহিলেন—সময় কত; এবং রাত্রি ১২টা জানিয়া তিনি তাঁহার শুশ্রূষাকারীদিগকে হরিনাম করিতে আদেশ দিলেন, এবং আপনিও ক্ষীণকণ্ঠে তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। তাহার পর, তিনি যেন ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাত্রি ১টা বাজিল, এবং তিনিও অনন্তধামে চলিয়া গেলেন!”	difficulty breathing, and he told those nursing him that he would leave his body that night. Calmly and without agitation he told everyone how his body was to be laid to rest. He was fully conscious until the moment before he drew his last breath. An hour before his death he asked the time, and on learning it was twelve midnight he told those nursing him to chant the name of Hari, and himself joined them in a faint voice. After that he seemed to fall asleep. The clock struck one, and he too passed into eternity!" [So he died in the early hours of 11 January 1895.]
পৃ. ২২৪	p. 224
মৃত্যুকালে প্রতাপের বয়স ৫৩ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু কেবল মাত্র তাঁহার স্বদেশের মঙ্গলের জন্য। এইরূপ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ লক্ষের মধ্যে দুই-একটি মাত্র লক্ষ্য হয়।	Pratap was 53 at his death. His birth and his death were solely for the good of his country. Such rare great men are found perhaps once or twice in a hundred thousand.
শেষ।	**The end**
স্বদেশীয়গণকে তাঁহাদের জাতীয় সাহিত্যে পুনরনুরক্ত এবং বিদেশীয়গণকে সেই অপূর্ব্ব সাহিত্যের রসলিপ্সু করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য তিনি প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়াছিলেন। হায়! যদি তিনি আর মাত্র কয়েকদিন জীবিত থাকিয়া তাঁহার এই জীবনব্যাপী প্রচেষ্টার সফলতা দেখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে আমাদের ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণই থাকিত না। মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ যে কি কষ্ট, কি উদ্বেগ কি পরিশ্রম, ও কি অধ্যবসায়ের ফল, তাহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গলার্থে প্রতাপ স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং মরণেও তাহাই করিয়া গেলেন। প্রতাপের মৃত্যুতে সন্তপ্ত হইয়া লর্ড ডফারিণ ও কলিকাতার প্রধান বিশপ (পাদ্রী) [গোয়েল্‌ডস্?] যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা প্রতাপের মৃতাত্মার প্রতি তাঁহাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধার নিদর্শন। প্রতাপের বিধবা পত্নী সুন্দরীবালা রায় এইরূপ বহুদেশ হইতে বহু সান্ত্বনাপূর্ণ পত্রাবলী পাইয়াছিলেন। একজন নগণ্য পল্লী-রাখালের মৃত্যুতে সমগ্র জগৎব্যাপী এরূপ শোকের অনুষ্ঠান নিশ্চিতই তাঁহার মৃতাত্মাকে অনন্ত স্বর্গের অধিকারী করিবে। আর আমাদের [সান্ত্বনা?] এবং শ্লাঘার বিষয়—প্রতাপ আমাদেরই একজন।	The one aim of his life was to make his countrymen love their national literature again and to give foreigners a taste for that wonderful literature. He had all but achieved this aim. Alas! Had he lived only a few more days to see the success of his life's effort, we would have no cause for sorrow. We have seen what hardship, anxiety, labour and perseverance the English translation of the Mahabharata cost. Pratap gave his life for the good of his country and his people, and in death too he did the same. The letters that Lord Dufferin and the Bishop of Calcutta, [name unclear], wrote in their grief at Pratap's death are a mark of their sincere respect for his departed soul. Pratap's widow, Sundari Bala Ray, received many such letters of condolence from many countries. Such world-wide mourning at the death of an obscure village cowherd will surely win his soul a place in heaven for ever. And our [consolation?] and our pride is this: Pratap was one of us.
আমার সহৃদয় পাঠকগণ! আপনারা প্রতাপকে পাঠ্য পুস্তকের মূল্য সংস্থান জন্য গঙ্গা হইতে নারিকেল কুড়াইতে দেখিয়াছেন,—জীবিকা অর্জ্জনের জন্য তাঁহাকে একাকী নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায় কলিকাতার পথে পথে [পৃ. ২২৫] ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছেন, দাসরূপে তাঁহাকে পরসেবা করিতে	My kind readers! You have seen Pratap fishing coconuts out of the Ganga to pay for his schoolbooks; you have seen him wandering the streets of Calcutta, alone, helpless and penniless, to earn a living; [p. 225] you have seen him serving others as a servant; and at last you have seen him as Pratap Chandra Ray, C.I.E.,

বাংলা	English
দেখিয়াছেন, এবং পরিশেষে তাঁহাকে মহাভারতের বাঙ্গালা ও ইংরাজী অনুবাদক, ভারতগবর্ণমেন্ট প্রদত্ত উচ্চপদবীপ্রাপ্ত জগৎমান্য পণ্ডিত প্রতাপ চন্দ্র রায় সি, আই, ই রূপেও দেখিয়াছেন। কিন্তু অবস্থার এই পরিবর্ত্তন প্রতাপ-চরিত্রে কোনরূপ গর্ব্বের ছায়াপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি যে প্রতাপ, বরাবর সেই প্রতাপই ছিলেন। তাঁহার আড়ম্বরহীন, সরল ও স্বচ্ছন্দ জীবনধারা ক্ষণতরেও আবিলতাসংযুক্ত হইতে দেখা যায় নাই। প্রতাপের এই উন্নতির প্রধান উপকরণ তাঁহার সরলতা, তাঁহার সৎসাহস, তাঁহার শ্রমশীলতা এবং তাঁহার মিতব্যয়িতা! যে দেশহিতৈষণা এবং সাহিত্যানুরাগের প্রেরণা তাঁহাকে ব্যাস ও বাল্মীকির ন্যায় সাহিত্য-জগতে চির অমর করিয়া রাখিয়াছে, তাহা তাঁহার নিজস্ব। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি, প্রতাপ না জন্মিলে মহাভারত কখনই ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হইত না, এবং আর্য্য মনীষার অপূর্ব্ব জ্ঞান গরিমা সমগ্র সভ্য জগতে কখনই প্রচারিত হইত না। প্রতাপ লিখিয়াছেন—“Homer lived as much for the Greeks—even modern Greeks, Vyasa and Valmiki lived as much for the Hindus as for other nations, capable of understanding them”—“হোমারের আবির্ভাব যেমন প্রাচীন ও আধুনিক গ্রীকগণের মঙ্গলবিধায়ক, ব্যাস এবং বাল্মীকির আবির্ভাবও সেইরূপ শুধু হিন্দু নহে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরও (যাহারা তাঁহাদিগকে বুঝিতে সক্ষম) মঙ্গল বিধায়ক।” ব্যাস ও বাল্মীকিকে বুঝিবার এই ক্ষমতা ও সুযোগ বিদেশীয়দিগকে প্রতাপই দান করিয়া গিয়াছেন।	the Bengali and English translator of the Mahabharata, a scholar honoured by the world and holding a high title from the Government of India. But this change of fortune cast no shadow of pride on Pratap's character. He remained the same Pratap he had always been. His simple, unpretentious and easy way of life was never for a moment clouded. The chief ingredients of Pratap's rise were his straightforwardness, his moral courage, his industry and his thrift! The love of country and of literature that has made him immortal in the world of letters, like Vyasa and Valmiki, was his own. We have said it before and we say it again: had Pratap not been born, the Mahabharata would never have been translated into English, and the wonderful wisdom of the Aryan mind would never have been spread through the civilised world. Pratap wrote: "Homer lived as much for the Greeks—even modern Greeks, Vyasa and Valmiki lived as much for the Hindus as for other nations, capable of understanding them." [English in the original, followed by a Bengali paraphrase.] It was Pratap who gave foreigners this ability and this opportunity to understand Vyasa and Valmiki.
সাংসারিক জীবনে প্রতাপের ন্যায় প্রেমময় পতি, স্নেহময় পিতা, সহৃদয় সুহৃদ এবং সদাশয় প্রভু জগতে একান্ত দুর্লভ। জীবনে তাঁহাকে [পৃ. ২২৬] বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন ও বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট বহু লোকের সহিত সংসর্গ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই কখন প্রতাপের উপর বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইবার অবকাশ মাত্রও পান নাই। সারা জীবন অভাবের সহিত সংগ্রাম করিয়া দুঃখ কি তাহা তিনি বিশেষরূপেই অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার শান্ত, মধুর ও সরলতাপূর্ণ হৃদয়খানি দুঃখীর দুঃখ দূরীকরণ জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকিত। প্রার্থীকে তিনি কখনই বিমুখ করিতে পারিতেন না। তাঁহার নিজ জাতীয় এবং নিজ দেশীয় বহু ছাত্রকে তিনি বিনা ব্যয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন এবং অনেককে নিকটে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। নিজের জাতিটীকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন এবং যাহাতে তাঁহার স্বজাতীয়গণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারতা বৃদ্ধি পায় এবং যাহাতে তাঁহাদের নৈতিক, মানসিক, আর্থিক ও পারমার্থিক উন্নতি সাধিত হয় তৎপক্ষে তাঁহার একান্ত আগ্রহ ছিল। তিনিই প্রথমে নিজ ব্যয়ে ও নিজ বাসভবনে উগ্রক্ষত্রিয় জাতীয় সমিতির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।	As a loving husband, an affectionate father, a warm-hearted friend and a kindly master, Pratap had few equals in the world. In his life he [p. 226] had to deal with a great many people of different tastes and temperaments, but none of them ever had the least occasion to be annoyed or displeased with him. Having struggled with want all his life, he knew well what sorrow was. His calm, gentle and guileless heart was always eager to relieve the sorrows of others. He could never turn away anyone who asked for help. He arranged free education for many students of his own caste and his own country, and taught many of them himself, keeping them with him. He loved his own caste (jati) more than his life, and was deeply concerned that education should spread among his caste-fellows and that they should advance morally, mentally, materially and spiritually. It was he who first held a meeting of an Ugra Kshatriya caste association (samiti), at his own expense and in his own house.

বাংলা	English
১৮৯৬ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে প্রতাপ চন্দ্র রায় প্রকাশিত ইংরাজী অনুবাদ মহাভারতের শেষ (শততম) খণ্ড তাঁহার সাধ্বী পত্নী সুন্দরী বালা রায় কর্ত্তৃক সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়।	In July 1896 the last (hundredth) part of the English Mahabharata published by Pratap Chandra Ray was issued to the public by his devoted wife, Sundari Bala Ray.
প্রতাপ পত্নী সুন্দরীবালা রায়।	**Pratap's wife, Sundari Bala Ray**
সুন্দরী বালার বয়স তখন মাত্র ত্রয়োত্রিংশৎবর্ষ। পতিপুত্রহীনা সহায়-সম্পত্তিশূন্যা সুন্দরীবালা যে সৎসাহস ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা পর্দ্দানসিন্ হিন্দু রমণীর পক্ষে প্রায় দুর্লভ। এই মহীয়সী মহিলা তাঁহার স্বামীর শেষ উইল অনুসারে প্রতাপের জন্মস্থান শাঁকো গ্রামে গোলাপ সায়ের নামক সুবৃহৎ জলাশয় ও তত্তীরে প্রতাপেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া বিগ্রহের নিত্য সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। ১৯০১ খৃঃ অব্দের ২৮শে জানুয়ারী তারিখে সুন্দরী বালাও স্বামীর সহিত নিত্যধামে মিলিত [পৃ. ২২৭] হইয়াছেন। প্রতাপ চন্দ্র রায় মহাশয়ের বিধবা কন্যা হরিদাসী, ইহার পর কিছুকাল জীবিতা ছিলেন। ইনি নিজ ব্যয়ে গোলাপ সায়েরের পঙ্কোদ্ধার ও মন্দির মেরামত করিয়া দিয়াছেন। হরিদাসী ১৯২৫ খৃঃ অব্দের ১২ই জুন পরলোকগতা হইয়াছেন। প্রতাপ চন্দ্র রায়ের দৌহিত্রী শ্রীমতী চণ্ডীদাসী রায় এবং তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র রায় মহাশয় জীবিত আছেন; কিন্তু ইঁহারাও নিঃসন্তান। দ্বিজেন্দ্র প্রতাপ-জীবনী সংগ্রহে আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।	Sundari Bala was then only thirty-three. The moral courage and self-sacrifice shown by Sundari Bala, without husband or son, without help or property, is almost unheard of in a Hindu woman living in purdah. In accordance with her husband's last will, this noble lady dug the large tank called Golap Sayar at Pratap's birthplace, Shanko, installed the Prataperswar Shiva linga on its bank, and made proper arrangements for the deity's daily worship. On 28 January 1901 Sundari Bala too joined her husband in the eternal abode. [p. 227] Pratap Chandra Ray's widowed daughter Haridasi lived for some time after this. At her own expense she had Golap Sayar dredged and the temple repaired. Haridasi died on 12 June 1925. Pratap Chandra Ray's daughter's daughter, Shrimati Chandidasi Ray, and her husband, Shriyukta Dwijendra Chandra Ray, are living, but they too are childless. Dwijendra gave us special help in gathering material for this life of Pratap, and we are grateful to him.
মহাভারত শেষে, বেদনাপূর্ণ চিত্তে সুন্দরী বালা লিখিয়াছেন—"The one object upon which my husband had set his heart is today accomplished. The last verse of the Mahabharata has been translated and published, and the translator has written the word finis at the conclusion of the Eighteenth Parva. Joy penetrates and illumines my heart. But that illumination is transient, very transient indeed! * * Where is he today that would have contemplated this completion with feelings of ineffeable bliss? The tree has today borne fruit. But where is he who had planted it with diffidence and nurtured with so much care? He saw the tree about to flower, but he was not spared to see the actual bloom. My sorrow knows no bounds! Life seems to ebb away from the body when I think of my misfortune. If he were alive—alive on even his last bed of sickness, I venture to think that the effect of joy [পৃ. ২২৮] would have revived and renovated him!"—মর্ম্মার্থ—"আমার স্বর্গীয় স্বামীর একমাত্র আন্তরিক অভিপ্রায় আজ সফল হইল। অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের শেষ শ্লোকটীর পর্য্যন্ত	At the completion of the Mahabharata, Sundari Bala wrote with a heavy heart: "The one object upon which my husband had set his heart is today accomplished. The last verse of the Mahabharata has been translated and published, and the translator has written the word finis at the conclusion of the Eighteenth Parva. Joy penetrates and illumines my heart. But that illumination is transient, very transient indeed! * * Where is he today that would have contemplated this completion with feelings of ineffeable bliss? The tree has today borne fruit. But where is he who had planted it with diffidence and nurtured with so much care? He saw the tree about to flower, but he was not spared to see the actual bloom. My sorrow knows no bounds! Life seems to ebb away from the body when I think of my misfortune. If he were alive—alive on even his last bed of sickness, I venture to think that the effect of joy [p. 228] would have revived and renovated him!" [English in the original, followed by a Bengali paraphrase.]

বাংলা	English
ইংরাজী অনুবাদ আজ সভ্যজগতে প্রচারিত হইল এবং অনুবাদক গ্রন্থ শেষে ‘সমাপ্তি’ কথাটি লিখিলেন। আনন্দে আমার হৃদয় আজ উচ্ছ্বসিত—কিন্তু সে আনন্দ অতি ক্ষণস্থায়ী। * * * * * কোথায় তিনি আজ, যিনি এই সমাপ্তি ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য সর্ব্বদাই আগ্রহান্বিত ছিলেন! বৃক্ষ আজ ফলবান্—, কিন্তু কোথায় তিনি আজ, যিনি ইহাকে সযত্নে ও সস্নেহে রোপণ করিয়াছিলেন। তিনি এই স্নেহতরুটীকে মুঞ্জরিত দেখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রস্ফুটিত দেখিবার অবসর পান নাই! এই দুঃখ আমার অসীম! আমার দুর্ভাগ্য চিন্তা করিয়া আজ আমার জীবন দেহত্যাগে উদ্যত হইতেছে। যদি তিনি অন্তিম শয্যায় শায়িত থাকিয়াও তাঁহার এই সফলতা দেখিয়া যাইতে পারিতেন—আমার বিশ্বাস—তাহা হইলে, এই সফলতার আনন্দ আজ তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিত ও নব বলে বলীয়ান করিয়া তুলিতে পারিত!”	
“মহাভারতের শেষ খণ্ড হস্তগত হইবার পর, সার এডুইন্ আরনল্ড লণ্ডনের বিখ্যাত “ডেলি টেলিগ্রাফ” (২৬শে জুন, ১৮৯[?] খৃঃ অঃ) সম্পাদকীয় স্তম্ভে “মৃতাত্মার বিজয়-বার্ত্তা” (A dead man's Victory)-শীর্ষক লিখিয়াছিলেন—At last, however, to the wonder of all those scholars who can estimate the nature of the marvellous triumph atained the colossal Mahabharata has been rendered—and well and ably rendered—into English prose from its beginning to its end by the ardour and the devotion of Pratapa Chandra Ray C. I. E. He is dead, but his immense and [পৃ. ২২৯] gallant toil was well nigh consumated before he laid down his worthy life, and his devoted widow the lady Sundari Bala Ray, has now crowned the unique glory of her husband's labour by finishing the wonderful and invaluable translation down to its last word and letter * * * Thus did Wifely Love crown learning, patriotism and devotion, and the resolute fidelity of this Hindu lady did thus fulfil for literature the splendid efforts of her consort. * * * Humblest of India's lovers, those who have themselves wondered in the golden jungles of the mighty Hindu poem, I lay this slight memorial of his life's work on Pratapa Chandra Ray's tomb like a spray of the Asoka-tree which puts an end to sorrow and to struggle, and brings along with its holy leaf renown, reward and repose.”	"When the last part of the Mahabharata reached him, Sir Edwin Arnold wrote in the editorial columns of the famous London Daily Telegraph (26 June 189[?]), under the heading 'A dead man's Victory': At last, however, to the wonder of all those scholars who can estimate the nature of the marvellous triumph atained the colossal Mahabharata has been rendered—and well and ably rendered—into English prose from its beginning to its end by the ardour and the devotion of Pratapa Chandra Ray C. I. E. He is dead, but his immense and [p. 229] gallant toil was well nigh consumated before he laid down his worthy life, and his devoted widow the lady Sundari Bala Ray, has now crowned the unique glory of her husband's labour by finishing the wonderful and invaluable translation down to its last word and letter * * * Thus did Wifely Love crown learning, patriotism and devotion, and the resolute fidelity of this Hindu lady did thus fulfil for literature the splendid efforts of her consort. * * * Humblest of India's lovers, those who have themselves wondered in the golden jungles of the mighty Hindu poem, I lay this slight memorial of his life's work on Pratapa Chandra Ray's tomb like a spray of the Asoka-tree which puts an end to sorrow and to struggle, and brings along with its holy leaf renown, reward and repose." [English in the original, spelling as printed. The last digit of the year is unclear in the scan.]
মর্ম্মার্থ—“স্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র রায় সি, আই, ই মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্ন ও অধ্যবসায়ের ফলে, জগতের পণ্ডিত মণ্ডলীর বিস্ময়ের বস্তু বিশাল ও মহান	[The author's Bengali paraphrase of Arnold's tribute; it follows the English closely and is not translated back here.] [p. 230] [End of entry.]

বাংলা	English
মহাভারত আদ্যোপান্ত ইংরাজী ভাষায়, অতি সুন্দর ভাবে, অনূদিত হইল। তাঁহার এই বিপুল প্রচেষ্টার সফলতায় অল্পমাত্র কাল পূর্ব্বেই তাঁহাকে পরপারের আহ্বানে চলিয়া যাইতে হইলেও তাঁহার সাধ্বী পত্নী শ্রীমতী সুন্দরী বালা রায়, এক্ষণে তাঁহার পরিত্যক্ত এই বীরোচিত ও অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যটীর পরিসমাপ্তি করিলেন। * * পত্নী-প্রেম আজ, শিক্ষা, শ্রদ্ধা ও অনুরাগের মস্তকে সোনার মুকুট পরাইয়া দিল! এই হিন্দু মহিলার ঐকান্তিক পতিভক্তি, আজ তাঁহার পরলোকগত স্বামীর চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষার সফলতা ও তৎসঙ্গে [পৃ. ২৩০] সাহিত্য-জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিল। * * * ভারতের দীনাতিদীন ভক্ত এবং হিন্দু পুরাণরূপ সুবর্ণ-কাননের নগণ্য ভ্রামক, আমি আজ, স্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র রায়ের জীবনব্যাপী প্রচেষ্টার প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ আমার এই তুচ্ছ স্মৃতি-ভাষণটী ক্ষুদ্র অশোক গুচ্ছের ন্যায় তাঁহার সমাধি-শিরে উৎসর্গ করিলাম। আমার ভরসা, অশোকের শোকাপহারিত্ব আজ সকল দুঃখ, সকল কষ্ট, অপসারিত করিয়া তৎস্থলে যশ, তৃপ্তি ও শান্তি আনয়ন করিবে!”	

6. The Pal family of Burdwan (Hitta)

বর্দ্ধমানের পালবংশ

Bangsha-Parichay, vol. XIV (1934), printed pp. 370–389 · PDF pp. 509–528 of D4_Bangsha_Parichay_v14_1934.pdf (archive.org in.ernet.dli.2015.352594)

বাংলা	English
পৃ. ৩৭০	p. 370
বর্দ্ধমানের পালবংশ বর্দ্ধমান অঞ্চলের প্রসিদ্ধ উগ্রক্ষত্রিয়জাতির বাইশটী বহু প্রাচীন বংশের অন্যতম ও কেন্দ্রস্থানীয়। এই পালবংশের ইতিহাসের সহিত প্রাচীন রাঢ়ামণ্ডলের তথা সমগ্র প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিশেষরূপে বিজড়িত। হিন্দুরাজত্বকালের প্রায় সমস্ত ইতিহাসই এখনও বিস্মৃতির অন্ধকারে আবরিত; কেবলমাত্র পুরুষ-পরম্পরাগত প্রবাদবাক্য বা শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদি এবং কুল-পঞ্জিকাদি হইতে এবং প্রাচীন কবিগণের বর্ণনা হইতে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করা যায় তাহা হইতেই কোনও রূপে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের কাঠামো দাঁড় করান হইতেছে। এই উগ্রক্ষত্রিয়জাতি প্রাচীন রাঢ়ামণ্ডলে ও গৌড়সাম্রাজ্যে যে প্রসিদ্ধ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে এক্ষণে বহুবিধ তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত বঙ্গের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ পরশুরাম কর্ত্তৃক সমগ্র ভারতের ক্ষত্রিয়জাতির বিলোপ সাধন হওয়ার গল্পসমূহ প্রচারিত করিয়া এই বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয়জাতির অস্তিত্বশূন্যতা বিশেষভাবে ঘোষণা করেন। তাঁহাদের বাগাড়ম্বরে স্তব্ধীকৃত হওয়ায় এতদিন বঙ্গের বা প্রাচীন রাঢ়ামণ্ডলের ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। এক্ষণে ঐতিহাসিকগণের কৃপায় উগ্রক্ষত্রিয়জাতির এবং বিশেষভাবে উক্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত এই বর্দ্ধমানের পালবংশের যে সকল ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যাইতেছে তাহা উক্ত বংশের ইতিবৃত্ত-সঙ্কলনের সময় উল্লিখিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।	The Pal family of Burdwan is one of the twenty-two very ancient houses of the well-known Ugra Kshatriya caste of the Burdwan region, and a central one among them. The history of this Pal family is closely bound up with the history of ancient Rarh and indeed of all ancient India. Almost the whole history of the Hindu period still lies in the darkness of oblivion; a framework for the history of ancient India is being put together, somehow, only from the scraps of information that can be gathered from traditions handed down through the generations, from inscriptions and copper-plate grants, from family chronicles (kula-panjika) and from the descriptions of the old poets. Much information is now coming to light about the distinguished place this Ugra Kshatriya caste held in ancient Rarh and in the Gauda empire. Until now the Brahmin pandits of Bengal have spread stories of the extermination of the Kshatriyas of all India by Parashurama, and have loudly proclaimed that there are no Kshatriyas in Bengal. Silenced by their bombast, it has so far been hard to learn the historical facts of Bengal and of ancient Rarh. Now that, thanks to the historians, historical accounts of the Ugra Kshatriya caste, and especially of this Pal family of Burdwan which belongs to it, are becoming known, it is essential that they be set down in compiling the family's history.
প্রাচীন শাস্ত্রাদি ও ইতিহাসাদি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গঙ্গানদীর দক্ষিণে এবং ভাগীরথীর পশ্চিমে ও কলিঙ্গের উত্তরে এবং [পৃ. ৩৭১] প্রাচীন ঝাড়খণ্ড বা বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণার পূর্ব্বে প্রাচীন সুহ্ম বা রাঢ়ামণ্ডল অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রাচীন রাঢ়ামণ্ডলকে কতকপরিমাণে বর্ত্তমান ইংরাজ রাজত্বের বর্দ্ধমান বিভাগ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই অঞ্চল বহু প্রাচীনকাল হইতেই এক বিশিষ্ট শ্রেণীর ক্ষত্রিয়জাতির আবাসভূমি ছিল। মহাভারতের সভাপর্ব্বে ২৯ অধ্যায়ে ভীমসেনাদির দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে এবং মহাকবি কালিদাস-কৃত রঘুবংশের ৪র্থ সর্গে রঘুরাজার দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে এই সুহ্মদেশীয় রাজগণের বর্ণনা পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এবং পূজনীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণের লিখিত গৌড়বঙ্গের ইতিহাস পাঠ করিলেও দেখা যায়, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্তও এই রাঢ়ামণ্ডল বহুতর বিশিষ্ট ক্ষত্রিয় বংশের আবাসভূমি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কর্ণসুবর্ণের গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণের বা	A study of the ancient scriptures and histories shows that ancient Suhma, or Rarh, is described as lying south of the Ganges, west of the Bhagirathi, north of Kalinga and [p. 371] east of the old Jharkhand, the present Santal Parganas. This ancient Rarh may be described, to some extent, as the present Burdwan Division under British rule. From very ancient times this region was the home of a distinct class of Kshatriyas. Descriptions of the kings of this Suhma country are found in the Sabha Parva of the Mahabharata, chapter 29, in the account of the conquests of Bhimasena and others, and in the fourth canto of the great poet Kalidasa's Raghuvamsha, in the account of King Raghu's conquests. The histories of Gauda and Bengal written by eminent historians such as the respected Ramaprasad Chanda and the revered Rakhaldas Bandyopadhyay also show that from the sixth to the thirteenth century AD this Rarh was the home of many distinguished Kshatriya families. The

বাংলা	English
গৌড়ের পালবংশীয় সম্রাটগণের বা সেনবংশীয় সম্রাটগণের সকলেরই এই রাঢ়ামণ্ডলে আদিনিবাস ছিল। বঙ্গদেশীয় কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী-রচিত ‘ধর্ম্মমঙ্গলে’ অজয়নদের তীরবর্ত্তী ঢেকুরীগড়ের মহারাজা কর্ণ সেন এবং তৎপুত্র রাজা লাউসেনের কথা পাওয়া যায়। এই লাউসেন মঙ্গল-কোটের, বর্দ্ধমানের এবং সিমূলার রাজার কন্যাগণকে বিবাহ করেন। পূর্ব্বোক্ত গুপ্ত, পাল বা সেনবংশীয় নরপতিগণও চেদি, হৈহয়, চান্দেল, রাঠোর প্রভৃতি ভারত-প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশসমূহে পরিণয়-কার্য্য সমাধা করায় এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বহু বহু অশ্বমেধ-যজ্ঞাদি সম্পন্ন করায় তাঁহারা যে ক্ষত্রিয় ছিলেন সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।	Gupta emperors of Karnasuvarna, the Pala emperors of Gauda and the Sena emperors all had their original homes in Rarh. The Dharmamangal of the Bengali poet Ghanaram Chakrabarti tells of Maharaja Karna Sen of Dhekurigarh on the Ajay river and his son Raja Lausen. This Lausen married the daughters of the kings of Mangalkot, Burdwan and Simula. Since the Gupta, Pala and Sena kings mentioned above married into famous Kshatriya houses of India such as the Chedi, Haihaya, Chandel and Rathor, and many of them performed numerous ashvamedha sacrifices, there is not the slightest doubt that they were Kshatriyas.
গৌড়ের পাল-সম্রাটগণ প্রায় পঞ্চশত বৎসর ধরিয়া রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধে সাম্রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা মূলতঃ ক্ষত্রিয় হইলেও তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন সম্রাট বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ [পৃ. ৩৭২] করেন এবং রাজ্যমধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষভাবে প্রচার করেন; সে কারণ এদেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকল বর্ণের অধিবাসিগণই বহুপরিমাণে বৌদ্ধমতে প্রভাবান্বিত হইয়া বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও সংস্কারাদি বর্জ্জন করেন। পরে যখন শঙ্করাচার্য্য ও কুমারিল ভট্ট-প্রচারিত বৈদিক ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের নবকলেবর ধারণ করিয়া এদেশে প্রচারিত হয় তখন এদেশে নবভাবে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়া অবশিষ্ট ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি সমুদয় বর্ণকেই শূদ্রাচারী বর্ণনা করিয়া শূদ্র আখ্যা দেওয়া হয় এবং পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় হওয়া ইত্যাদি নানাবিধ কাল্পনিক প্রবন্ধ প্রচার করিয়া এদেশে ক্ষত্রিয়জাতির কোনও অস্তিত্ব না থাকা সাব্যস্ত করা হয়। মহাভারতের হরিবংশপর্ব্বের ৩৩শ এবং ৩৪শ অধ্যায় কিম্বা মৎস্য-পুরাণের ৪৩শ এবং ৪৪শ অধ্যায় অথবা কূর্ম্মপুরাণের পূর্ব্বভাগ ২২শ অধ্যায় পাঠ করিলে পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করার গল্প যে একেবারেই মিথ্যা তাহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। অধিকন্তু সূর্য্যবংশীয় দাশরথি রাম এবং চন্দ্রবংশীয় শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরশুরামের বিশিষ্টরূপে পরাজয় এবং লাঞ্ছনাই পৃথিবী কখনও নিঃক্ষত্রিয় না হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ।	The Pala emperors of Gauda ruled an empire over Rarh, Varendra, Vanga, Kalinga and Magadha for nearly five hundred years. Although they were Kshatriyas by origin, several of these emperors embraced [p. 372] Buddhism and actively spread it in their kingdom. For that reason people of every varna in this country, Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra, came largely under Buddhist influence and gave up Vedic rites and sacraments. Later, when the Vedic religion preached by Shankaracharya and Kumarila Bhatta spread here in the new form of Brahmanism, Brahmins were created afresh in this country, all the remaining varnas, Kshatriya, Vaishya and the rest, were described as following Shudra practice and given the name Shudra, and by spreading all kinds of fanciful tales, such as Parashurama's ridding the earth of Kshatriyas twenty-one times, it was established that no Kshatriyas existed here. Reading chapters 33 and 34 of the Harivamsha Parva of the Mahabharata, or chapters 43 and 44 of the Matsya Purana, or chapter 22 of the first part of the Kurma Purana, proves conclusively that the story of Parashurama's emptying the earth of Kshatriyas is entirely false. Moreover, the signal defeat and humiliation of Parashurama by Rama, son of Dasharatha, of the Solar line, and by Bhishma, son of Shantanu, of the Lunar line, are clear proof that the earth was never emptied of Kshatriyas.
বর্ত্তমানকালের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যে সকল শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদি আবিষ্কার করিয়াছেন সে সকল আলোচনা করিলে দেখা যায়, পাল-উপাধিধারী বহু ক্ষত্রিয় সম্রাট এই ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে যে কয়েকটি পাল-উপাধিধারী ক্ষত্রিয় রাজবংশ দেখা যায় তাঁহারা সকলেই সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। Annual Report of the Archæological Survey of India 1903-4. P. 280. Verse 2. 3. হইতে জানা যায় যে, গুর্জ্জরের মহীপাল, দেবপাল, বিজয়পাল, রাজ্যপাল, ত্রিলোচনপাল, মহেন্দ্রপাল প্রভৃতি পালবংশীয় প্রতিহারগণ সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন।	A study of the inscriptions and copper plates discovered by modern historians and archaeologists shows that many Kshatriya emperors bearing the title Pala have ruled India. The several Kshatriya royal houses in India bearing the title Pala were all Kshatriyas of the Solar line. From the Annual Report of the Archaeological Survey of India 1903–4, p. 280, verses 2–3, we learn that the Pratiharas of Gurjara bearing the name Pala, Mahipala, Devapala, Vijayapala, Rajyapala, Trilochanapala, Mahendrapala and others, were Kshatriyas of the Solar line. The Pala [p. 373] emperors of Gauda too are described as

বাংলা	English
গৌড়ের পাল- [পৃ. ৩৭৩] বংশীয় সম্রাটগণকেও সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইতে দেখা যায়। মহারাজ কুমারপালের অমাত্য ও সেনাপতি কামরূপরাজ বৈদ্যদেবের প্রদত্ত কমৌলি তাম্রশাসনে লিখিত আছে, "এতস্য দক্ষিণদৃশো বংশে মিহিরস্য জাতবান পূর্ব্বং বিগ্রহপালো নৃপতিঃ সর্ব্বাকারদ্ধি সংসিদ্ধঃ" (গৌড়লেখমালা ১২৮ পৃষ্ঠা) হইতে "এতস্য দক্ষিণদৃশো" বাক্যের দ্বারা গৌড়ের দক্ষিণস্থ রাঢ়ামণ্ডলের কথাই বুঝায় এবং "মিহিরস্য বংশে জাতবান" বাক্যে সূর্য্যবংশজাত বুঝায়। সন্ধ্যাকর নন্দী-কৃত রামপালচরিতের প্রথম পরিচ্ছেদে ৪র্থ শ্লোকের "তৎকুলদীপোনৃপতিরভূত ধর্ম্মো ধামবানইবেক্ষ্বাকুঃ" এই শ্লোকটিকে পূর্ব্ববর্ত্তী ৩য় শ্লোকে বর্ণিত সমুদ্রের সহিত একত্র করিয়া কেহ কেহ গৌড়ের পালসম্রাটগণকে সমুদ্রবংশজাত বলিয়া বর্ণনা করেন; কিন্তু উক্ত শ্লোকটিকে "ইক্ষ্বাকু-ইব তৎকুলদীপ ধর্ম্মপাল নৃপতি ধামবান অভূৎ" এইরূপ অন্বয় করিয়া লইলে বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসনের সহিত সন্ধ্যাকর নন্দীর বর্ণনায় কিছুমাত্র পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।	Kshatriyas of the Solar line. The Kamauli copper plate issued by Vaidyadeva, king of Kamarupa, minister and general of Maharaja Kumarapala, says: "etasya dakshinadrisho vamshe mihirasya jatavan purvam vigrahapalo nripatih sarvakaraddhi samsiddhah" (Gaudalekhamala, p. 128). Here the words "etasya dakshinadrisho" (of the south of this) refer to Rarh, south of Gauda, and "born in the line of Mihira" means born of the Solar line. Some, by joining verse 4 of the first chapter of Sandhyakar Nandi's Ramacharita, "tatkuladipo nripatir abhut dharmo dhamavan iva ikshvakuh", with the ocean described in the preceding verse 3, describe the Pala emperors of Gauda as descended from the Ocean. But if the verse is construed as "like Ikshvaku, the lamp of that line, King Dharmapala, glorious, came to be", there is no difference at all between Sandhyakar Nandi's account and Vaidyadeva's Kamauli plate.
বঙ্গদেশীয় পল্লীগ্রামের স্বভাব-কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত টীকাকারগণ-বর্ণিত প্রবাদ-বাক্যকে রূপদান করিবার জন্য তাঁহার কৃত 'ধর্ম্মমঙ্গলে' ধর্ম্মপালের পত্নী বল্লভার গর্ভে সমুদ্রের ঔরসে ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালের জন্মসম্বন্ধীয় এক অপরূপ গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। দেবপালের কোনও সন্তান-সন্ততি গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই; কাজেই গৌড়ের পালবংশীয় সম্রাটগণকে সমুদ্রবংশজাত বলিয়া বর্ণনা করার মূলে ঘনরাম-বর্ণিত ঘটনার কোনও সত্যতা থাকিতে পারে না। অন্য যে কোনও কারণেই হউক, গৌড়ের পালবংশীয় সম্রাটগণ অতীতকাল হইতেই "সমুদ্রকুল-জাত" বলিয়া বর্ণিত হইয়া আসিতেছেন। এই সম্বন্ধে উগ্রক্ষত্রিয়জাতির কুলপ্রশস্তিতে বর্দ্ধমানের পালবংশের বর্ণনা-সম্বন্ধে লিখিত আছে,—"বর্দ্ধমানে রত্নাকর দক্ষিণে [পৃ. ৩৭৪] রাজন, এড়ুয়ারে অঙ্গীকারে সেনের নন্দন।" বর্দ্ধমানের উগ্রক্ষত্রিয়জাতীয় পালবংশীয়গণও অতি প্রাচীনকাল হইতেই রত্নাকরবংশীয় (অর্থাৎ সমুদ্রকুলজাত) বলিয়া বর্ণিত হইয়া আসিতেছেন এবং মঙ্গলকোটের নিকটবর্ত্তী এড়ুয়ারে সেনবংশীয় রাজা লাউসেনের সন্তানগণের বসবাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। লাউসেন মঙ্গলকোটের রাজা গজমতির কন্যাকে বিবাহ করেন। মঙ্গলকোট অঞ্চলের উগ্রক্ষত্রিয় কোঙারগণ আপনাদিগকে মঙ্গলকোটের গজমতি কোঙারের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। গৌড়ের পাল সম্রাটগণ সমুদ্রবংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ, উগ্রক্ষত্রিয়জাতির বর্দ্ধমানের পালবংশও স্মরণাতীত কাল হইতে রত্নাকর বা সমুদ্রবংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং এই পালবংশীয়গণ আপনাদিগকে রাজা মদনপালের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। গৌড়ের শেষ পালবংশীয় সম্রাটের নাম রাজা মদনপাল।	Ghanaram Chakrabarti, the natural poet of the Bengal countryside, to give shape to the tradition reported by those commentators, introduced into his Dharmamangal a marvellous tale of the birth of Devapala, son of Dharmapala, from the Ocean's seed in the womb of Dharmapala's wife Ballabha. No descendant of Devapala ascended the throne of Gauda, so Ghanaram's story can contain no truth as a basis for calling the Pala emperors of Gauda descendants of the Ocean. Yet, for whatever reason, the Pala emperors of Gauda have from early times been described as "born of the Ocean's line". On this point the kula-prashasti (family eulogy) of the Ugra Kshatriya caste says of the Pal family of Burdwan: "Bardhamane Ratnakar, dakshine [p. 374] Rajan; Eruyare angikare Sener nandan" ("In Burdwan the Ratnakar [Ocean], in the south the Rajan; at Eruyar, by pledge, the son of Sen"). The Ugra Kshatriya Pals of Burdwan too have from very ancient times been described as of the Ratnakar line (that is, born of the Ocean), and there is mention of the descendants of the Sena king Lausen living at Eruyar near Mangalkot. Lausen married the daughter of Raja Gajamati of Mangalkot. The Ugra Kshatriya Konars of the Mangalkot area describe themselves as descendants of Gajamati Konar of Mangalkot. Just as the Pala emperors of Gauda are famed as of the Ocean line, the Ugra Kshatriya Pal family of Burdwan has from time immemorial been known as of the Ratnakar or Ocean line, and these Pals describe themselves as descendants of Raja Madanapala. The name of the last Pala emperor of Gauda was Raja Madanapala.

বাংলা	English
সূর্য্যবংশীয় সম্রাটগণ যে গৌতম-গোত্রীয় ছিলেন তাহা ঋগ্বেদ-সংহিতার ৩ অষ্টক ৪ অধ্যায় ৪ মণ্ডল ৪ সূক্তের ১১ ঋক এবং ৩য় অষ্টক ৬ অধ্যায় ৪ মণ্ডল ৩২ সূক্তের ৯ ঋক হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়। শাক্যবংশীয় সিদ্ধার্থের গৌতম-গোত্র থাকায় তিনি গৌতমবুদ্ধ বলিয়া কথিত হইতেন। শাক্যবংশ ইক্ষ্বাকুবংশের একটি শাখা। উগ্রক্ষত্রিয়জাতির বর্দ্ধমান পরগণার পালবংশও গৌতম-গোত্রীয়।	That the emperors of the Solar line were of the Gautama gotra is proved by Rigveda Samhita, ashtaka 3, adhyaya 4, mandala 4, sukta 4, rik 11, and ashtaka 3, adhyaya 6, mandala 4, sukta 32, rik 9. Siddhartha of the Shakya line, being of the Gautama gotra, was called Gautama Buddha. The Shakya line is a branch of the Ikshvaku line. The Ugra Kshatriya Pal family of pargana Burdwan is also of the Gautama gotra.
Memoirs of the Asiatic Society of Bengal Vol. 3 পাঠ করিলে দেখা যায়, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতের উপক্রমণিকায় গোপাল দেবের সিংহাসনারোহণের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে তৎকালে গৌড়বঙ্গ, রাঢ় ও মগধের অবস্থা যে অতি শোচনীয় হইয়াছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। উক্ত বর্ণনা-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় ৭৩০ অব্দে কনোজাধিপতি যশোবর্ম্মদেব গৌড় অধিকার করিয়া বসিয়াছেন; আসাম ও কামরূপাধি- [পৃ. ৩৭৫] পতি ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগ প্রায় সমস্ত অধিকার করিয়াছেন; কাশ্মীর-রাজকুমার জয়াপীড় পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকার করিয়াছেন; দক্ষিণে কলিঙ্গরাজ দণ্ডভুক্তি পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়াছেন; গুর্জ্জরের বৎসরাজ সমস্ত পশ্চিম ও মধ্যভারত অধিকার করিয়া গৌড় ও মগধের শ্বেতরাজচ্ছত্র দুইটী অধিকার করিয়াছেন। এইসকল বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে, সে সময় কেবলমাত্র এই রাঢ়ামণ্ডলেই স্বাধীনতা বিরাজ করিতেছিল। প্রবলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই রাঢ়ামণ্ডলের সামন্তরাজগণ গোপালদেবকে তাঁহাদের অধিনায়কত্বে বসাইয়া এমন একটি প্রবল শক্তিশালী রাজ্য-গঠন করেন যাহা গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালের রাজত্ব-সময়ে সমগ্রভারতব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।	Reading the Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol. 3, one sees from Mahamahopadhyay Haraprasad Shastri's description, in his introduction to Sandhyakar Nandi's Ramacharita, of the period before Gopaladeva's accession, how wretched the state of Gauda, Vanga, Rarh and Magadha had become. That account shows that in AD 730 Yashovarmadeva, lord of Kanauj, had seized Gauda; the lord of Assam and Kamarupa [p. 375] had taken almost all of eastern India; Prince Jayapida of Kashmir had seized Paundravardhana; in the south the king of Kalinga had swallowed territory as far as Dandabhukti; and Vatsaraja of Gurjara had seized all of western and central India and taken the two white royal parasols of Gauda and Magadha. All these accounts show that at that time independence survived only in Rarh. To defend themselves against powerful invaders, the feudatory chiefs of Rarh placed Gopaladeva at their head and formed so powerful a state that in the reign of Gopaladeva's son Dharmapala it became a vast empire spanning all India.
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপি-রচনাকাল ১৫০২ শকাব্দ অর্থাৎ বর্ত্তমানকাল হইতে প্রায় ৩৫৩ বৎসর পূর্ব্বেও গৌড়ের দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে অর্থাৎ প্রাচীন রাঢ়ামণ্ডলে উগ্রক্ষত্রিয়জাতির বাইশটি রাজ্যের অস্তিত্বের প্রবাদ এদেশে প্রচলিত ছিল। রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী-রচিত গৌড়ের ইতিহাসগ্রন্থের ১ম ভাগের ১০৩ পৃষ্ঠায় পশ্চিম রাঢ়ে পাল-সম্রাটগণের অধীন উগ্রক্ষত্রিয়জাতির কয়েকটি রাজ্যের উল্লেখ দেখা যায়। উগ্রক্ষত্রিয়জাতির বাইশটী প্রসিদ্ধ প্রাচীন বংশের ও তাঁহাদের রাজ্যসম্বন্ধে প্রবাদ-বাক্য পূর্ব্বোক্ত দুইটী গ্রন্থ ব্যতীত আরও বহুগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। ঘনরাম চক্রবর্ত্তীও প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও "বাইশ আগরী আদ্য বিজয় জাইগিরী যার গাঁ" বলিয়া উগ্রক্ষত্রিয়জাতির প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বাইশটী বংশের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উপরের বর্ণনাসমূহ হইতে ইহা সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নহে যে, উগ্রক্ষত্রিয়জাতীয় বাইশটী খণ্ডরাজ্যের	From the Krittibasi Ramayana edited by Hirendranath Datta and published by the Bangiya Sahitya Parishat we learn that the original manuscript of that work was written in 1502 Shaka, that is, about 353 years ago [as printed], and that even then there was a tradition in this country that twenty-two kingdoms of the Ugra Kshatriya caste existed in the wide tract south of Gauda down to the sea, that is, in ancient Rarh. On page 103 of part 1 of Rajanikanta Chakrabarti's history of Gauda (Gauder Itihas), several kingdoms of the Ugra Kshatriya caste under the Pala emperors in western Rarh are mentioned. Traditions about the twenty-two famous ancient houses of the Ugra Kshatriya caste and their kingdoms are recorded in many other books besides these two. Ghanaram Chakrabarti, too, nearly two hundred years ago, mentioned the twenty-two ancient and famous houses of the Ugra Kshatriya caste in the words "Baish Agari adya Bijay jaigiri jar ga" ["the twenty-two Agaris, foremost Bijay, whose villages are jagirs"; tentative].

বাংলা	English
রাজগণ [পৃ. ৩৭৬] প্রবলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের রাঢ়ামণ্ডলের কেন্দ্রস্থানীয় বর্দ্ধমান অঞ্চলের অধিপতি গোপালদেবকে একই জাতীয় বাইশটী সামন্তরাজ্যের অধিনায়কত্বে আরোপিত করিয়া এক প্রবল শক্তিশালী সঙ্ঘের সৃষ্টি করেন। এই কারণেই আমরা "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" এই ত্রিশরণের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই শক্তিশালী সঙ্ঘ যতদিন অব্যাহত ছিল ততদিন পাল-সম্রাটগণ সমগ্র ভারতে একাধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং রামপালের পুত্র রাজ্যপালের মৃত্যুতে এই সঙ্ঘের ধ্বংসেই পরবর্ত্তী সম্রাট মদনপালদেবের আমলে সেই সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়।	From the accounts above it is not unreasonable to conclude that the kings of the twenty-two Ugra Kshatriya principalities, [p. 376] to defend themselves against powerful invaders, set Gopaladeva, lord of the Burdwan region at the centre of Rarh, at the head of twenty-two feudatory states of the same caste and so created a powerful confederacy (sangha). That is why we find the three refuges: "Buddham sharanam gacchami, dharmam sharanam gacchami, sangham sharanam gacchami." As long as this powerful sangha remained intact the Pala emperors were able to establish supremacy over all India; with its destruction on the death of Rajyapala, son of Ramapala, the empire fell in the time of the next emperor, Madanapaladeva.
গৌড়ের পালসম্রাটগণের ধর্ম্মপাল হইতে আরম্ভ করিয়া মদনপাল পর্য্যন্ত সমুদয় নরপতি প্রত্যেক শিলালিপি বা প্রত্যেক তাম্র-শাসনাদিতে "বর্দ্ধমান" শব্দের বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। ইহাতে উক্ত পালসম্রাটগণের সহিত বর্দ্ধমানের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। এইজন্যই কবি শশাঙ্কশেখর প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার রচিত "গৌড়বিলাস" গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন, "বিক্রমী কায়স্থ আর আগ্‌রীর জাতি, গৌড়ের ক্ষত্রিয় তারা দিগদিগন্ত ভাতি।" গৌড়ের পালসম্রাটগণ রাঢ়ামণ্ডলের অন্তর্গত বর্দ্ধমান অঞ্চলের "উগ্রক্ষত্রিয়" নামক বিশিষ্ট শ্রেণীর ক্ষত্রিয় ছিলেন।	In every inscription and every copper plate of all the Pala emperors of Gauda, from Dharmapala to Madanapala, the word "Vardhamana" is specially mentioned. From this it is not hard to infer that these Pala emperors had an unbreakable connection with Burdwan. That is why the poet Shashankashekhar wrote about three hundred years ago in his work Gaudvilas: "The valiant Kayasthas and the Agri caste, they are the Kshatriyas of Gauda, shining in every quarter." The Pala emperors of Gauda were Kshatriyas of the distinct class called "Ugra Kshatriya" of the Burdwan region within Rarh.
বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবনে এই উগ্রক্ষত্রিয়জাতির সংস্কারাদি যদিও বহুপরিমাণে বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল তথাপি উগ্রক্ষত্রিয়গণ যে বিশুদ্ধ এবং বিশিষ্ট শ্রেণীর ক্ষত্রিয় তাহা বেদ-উপনিষদাদি গ্রন্থ-পাঠে অবগত হইতে পারা যায়। শুক্ল যজুর্ব্বেদের ১২শ অধ্যায়ে ৮৬ মন্ত্রের "উগ্রো মধ্যমশীঃ" বাক্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রাচীন ভাষ্যকার শ্রীমৎ উবটাচার্য্য লিখিয়াছেন, "উগ্রক্ষত্রিয়ঃ বদ্ধ গোধাঙ্গুলিত্রাণঃ স এব বিশিষ্যতে।" আর একজন [পৃ. ৩৭৭] প্রাচীন ভাষ্যকার শ্রীমন্মহীধর লিখিয়াছেন, "মধ্যমশীঃ মর্ম্মঘাতকঃ উগ্রো উৎকৃষ্টোবদ্ধ গোধাঙ্গুলিত্রাণ উদ্‌গৃর্ণশস্ত্রঃ ক্ষত্রিয়ঃ।" মনুসংহিতার ব্যাখ্যাকালে বিখ্যাত ভাষ্যকার মেধাতিথি লিখিয়াছেন, "উগ্রো জাতিবিশেষঃ রাজেত্যেতস্য বেদে প্রয়োগো দৃশ্যতে।" অর্থাৎ উগ্র জাতিবিশেষ, বেদে ইঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মনুসংহিতার কোনও এক প্রক্ষিপ্ত অংশে উগ্রশব্দের টীকা-প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লুকভট্ট মনুসংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ের ২১২ শ্লোকের টীকায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া লিখিয়াছেন, "উগ্রো দারুণকর্ম্মা গোবিন্দরাজো মঞ্জর্য্যামুগ্রং রাজানং উক্তবান্, মনুবৃত্তৌ চ শূদ্রায়াং ক্ষত্রিয়োৎপন্নং অভ্যধাৎ, ভেদোক্তে যাজ্ঞবল্ক্যীয়ে নোগ্রো রাজেতি বাবদৎ আশ্চর্য্যমিদং এতস্য স্বকীয় হৃদিভূষণম্।"	Although, in the flood of Buddhism, the sacraments of this Ugra Kshatriya caste became greatly corrupted, the Vedas, Upanishads and other texts show that the Ugra Kshatriyas are pure Kshatriyas of a distinct class. Explaining the words "ugro madhyamashih" in mantra 86 of chapter 12 of the Shukla Yajurveda, the ancient commentator Uvatacharya wrote: "The Ugra Kshatriya, wearing the iguana-skin finger-guard, is the one specified." Another [p. 377] ancient commentator, Mahidhara, wrote: "Madhyamashih: one who strikes at the vitals; ugra: the excellent Kshatriya, wearing the iguana-skin finger-guard, with weapon raised." The famous commentator Medhatithi, explaining the Manusamhita, wrote: "Ugra is a particular caste; its use in the Veda is seen in the sense of king." That is, Ugra is a particular caste, described in the Veda as Kshatriya. Commenting on the word ugra in an interpolated passage of the Manusamhita, the famous commentator Kulluka Bhatta, in his gloss on verse 212 of chapter 4, wrote in surprise: "Ugra means one of cruel deeds; Govindaraja in the Manjari called the ugra a king; in the Manuvritti [he] said [the ugra is] born of a Kshatriya by a Shudra woman; [yet] in the Yajnavalkya [commentary] on distinctions he kept saying the ugra is not a king. This is a wonder, an

বাংলা	English
	ornament of his own heart." [Translation of the Sanskrit tentative.]
সকল জৈনাগম-পারদর্শী প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য শ্রীমৎ বিজয়রাজেন্দ্র সূরীশ্বর মহারাজ তৎ-বিরচিত "অভিধান-রাজেন্দ্রে" লিখিয়াছেন, "উগ্র উগ্রদণ্ডকারিত্বাদুগ্রঃ আদিদেবতাবস্থাপিতে আরক্ত বংশজে ক্ষত্রিয়ভেদে; উগ্রপুত্রাঃ উগ্রানাং পুত্রাঃ উগ্রানাং কুমারেষু ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষেষু।" গুজরাটের কচ্ছদেশীয় পণ্ডিত রবজীভাই দেবরাজ নন্দিকল্পবৃত্তি আচারঙ্গসূত্রের বর্ণিত "উগ্র কুলানি বা ভোজকুলানি বা ইক্ষ্বাকু কুলানি বা হরিবংশ কুলানি বা" ইত্যাদি পাঠের ব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন, "উগ্রথী হরিবংশলগিনা ছকুলো রাজপুত বর্গনা আছে" অর্থাৎ উগ্রক্ষত্রিয়গণ হরিবংশ, ভোজবংশ, ইক্ষ্বাকুবংশ প্রভৃতি ছয় রাজপুতবর্গের অন্তর্গত। বল্লাল সেনের মন্ত্রী হলায়ুধকৃত অভিধানেও "উগ্রঃ যুদ্ধক্রীয়াবৃত্তঃ" অর্থাৎ উগ্র যুদ্ধকার্য্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী অর্থাৎ ক্ষত্রিয়জাতি বলিয়া বর্ণিত আছে। রাজপুতানার প্রাদেশিক ভাষায় ঋষি জয়মল্ল কর্ত্তৃক লিখিত "পরদেশী রাজাকী চৌপাই" গ্রন্থের ৬৮ শ্লোকে লিখিত আছে, "ভোজ উগ্রক্ষেত্রিকুল উপনাজী ইক্ষ্বাকুবংশী আয়, সজি আভরণ চঢ়্যা নিজ বাহনে জি, টোলৈ মিল [পৃ. ৩৭৮] মিল জায়।" উপরে বর্ণিত-মত বহু বহু প্রমাণ দ্বারা উগ্রক্ষত্রিয়জাতি যে ভারতের প্রাচীন ক্ষত্রিয়জাতির এক বিশিষ্ট শাখা তাহা নির্দ্ধারিত করা যায়।	The famous Jain acharya Vijayarajendra Surishvar Maharaj, master of all the Jain scriptures, wrote in his Abhidhana-Rajendra: "Ugra: so called from inflicting severe punishment; a division of Kshatriyas, of the line established by the first god [Rishabha] ...; Ugraputrah: sons of the Ugras, among the princes of the Ugras, a particular Kshatriya caste." [Tentative.] The pandit Ravjibhai Devraj of Kutch in Gujarat, explaining the passage "ugra kulani va bhoja kulani va ikshvaku kulani va harivamsha kulani va" in the Nandikalpavritti on the Acharanga Sutra, wrote [in Gujarati]: "From Ugra to Harivamsha the six clans are Rajput lineages", that is, the Ugra Kshatriyas belong to the six Rajput lineages, Harivamsha, Bhoja, Ikshvaku and the rest. In the lexicon of Halayudha, minister of Ballal Sen, too, ugra is described as "living by the work of war", that is, a Kshatriya caste. Verse 68 of the Pardeshi Rajaki Chaupai, written by the sage Jaymalla in the dialect of Rajputana, says: "The Bhoja and Ugra-Kshatriya clans, Upanaji, of Ikshvaku descent came; decked in ornaments, mounted on their own steeds, [p. 378] they went together in bands." By many such proofs as those given above it can be established that the Ugra Kshatriya caste is a distinct branch of the ancient Kshatriyas of India.
বর্দ্ধমানের উগ্রক্ষত্রিয়জাতীয় পালবংশীয়গণ আপনাদিগকে মহারাজ মদনপালের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই বংশে এখনও প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, "লয়ে আশী লক্ষ ঢাল ধাইল মদনপাল সঙ্গে চলে লক্ষ আসোয়ার"। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ মদনপালের যে বহুলক্ষ সৈন্যসামন্ত ছিল তাহা এখনও এইরূপ প্রবাদ-বাক্যে চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বকথিত উগ্রক্ষত্রিয়জাতির প্রসিদ্ধ বাইশটী বংশই এক এক রাজার বংশধর বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, মহারাজ মদনপাল তাঁহার পিতার সেনাপতির ষড়যন্ত্রে রাজ্যচ্যুত ও নিহত হইলে পর তদীয় বংশধরগণ তাঁহাদের পূর্ব্বনিবাস বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের জ্ঞাতিকুটুম্বগণের সহিত বর্দ্ধমান অঞ্চলেই বসবাস করিতে থাকেন। সেনবংশীয়গণের অধীনে তাঁহারা সামন্তরাজরূপে আপনাদের অধিকারস্থ ভূভাগে রাজত্ব করিতে থাকেন।	The Ugra Kshatriya Pals of Burdwan describe themselves as descendants of Maharaja Madanapala. A saying still current in the family runs: "Madanapala charged with eighty lakh shields, and a lakh of horsemen rode with him." That their ancestor Madanapala had many lakhs of soldiers is still remembered in sayings like this. Each of the twenty-two famous houses of the Ugra Kshatriya caste mentioned above describes itself as descended from a king. There is a tradition that after Maharaja Madanapala was deposed and killed through a conspiracy of his father's general, his descendants returned to their former home of Burdwan and settled in the Burdwan region with their kinsmen. Under the Senas they ruled the lands in their possession as feudatory chiefs.
যে সময়ে আকবর বাদশাহের সেনাপতি পাঠানগণের বিরুদ্ধে রাঢ় প্রদেশে অভিযান প্রেরণ করেন তখন পালবংশীয় রাজা হরিপাল মানসিংহের সহিত যোগদান করেন এবং মোগলমারীর দ্বিতীয় যুদ্ধে পাঠানগণকে পরাভূত করিয়া বহুতর মহল-মজকুরাদি জায়গীরস্বরূপ লাভ করেন। পাঠানগণের পুনরাক্রমণ	When the Emperor Akbar's general sent an expedition into Rarh against the Pathans, Raja Haripal of the Pal family joined Man Singh, and after defeating the Pathans in the second battle of Mogalmari he received many mahals and estates (mahal-majkur) as jagir. To guard against renewed Pathan attacks, several houses

বাংলা	English
প্রতিরোধ করিবার জন্য উগ্রক্ষত্রিয়জাতির কয়েকটী বংশকে দামোদরের দক্ষিণস্থ প্রদেশে সেই সময় বসবাস করান হয়। রাজা হরিপালও আপন ভ্রাতুষ্পুত্র গোপীনাথ পালের নামে মোগলমারীর অনতিদূরে গোপীনাথপুর নামক গ্রাম পত্তন করাইয়া তাহাতে কয়েক ঘর স্বজাতীয়সহ উক্ত গোপীনাথ পালকে তথায় বসবাস [পৃ. ৩৭৯] করান। ঐ সময়েই বর্দ্ধমান অঞ্চলকে সুরক্ষিত করিবার জন্য রাজা হরিপাল তাঁহার আর এক ভ্রাতুষ্পুত্র গৌরীনারায়ণকে কামারকিতা গ্রামে বসবাস করান। গৌরীনারায়ণ উক্ত কামারকিতা গ্রামের সন্নিকটস্থ ফরিদপুরে আপন নামে জগৎগৌরীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়া তাঁহার সেবাকার্য্যে বহুতর মহল-মজকুরাদি অর্পণ করেন। রাজা হরিপাল ঐ সময়ে মোগল-পাঠানের সীমান্ত-প্রদেশ রক্ষার জন্য মঙ্গলসীমা গ্রামে এবং বর্দ্ধমানের পশ্চিমে পানাগড়ে বহুতর পালবংশীয়গণকে বসবাস করান।	of the Ugra Kshatriya caste were settled at that time in the country south of the Damodar. Raja Haripal too founded a village called Gopinathpur, named after his nephew Gopinath Pal, not far from Mogalmari, and settled Gopinath Pal there [p. 379] with several households of his own caste. At the same time, to secure the Burdwan region, Raja Haripal settled another nephew, Gaurinarayan, in the village of Kamarkita. Gaurinarayan set up an image of Jagat-Gauri in his own name at Faridpur near Kamarkita and endowed its worship with many mahals and estates. To guard the Mughal–Pathan frontier at that time, Raja Haripal also settled many Pals in the village of Mangalsima and at Panagarh, west of Burdwan.
বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে যুবরাজ খুরম বিদ্রোহী হইয়া বর্দ্ধমান আক্রমণ করিলে রাজা হরিপাল তাঁহার পক্ষে যোগদান না করায় যুবরাজ খুরম কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইয়া বর্দ্ধমান হইতে চারিক্রোশ দূরবর্ত্তী হিট্টাগ্রামে নূতন বসবাস স্থাপন করেন। ঐ সময়ে তাঁহার অধীন কতকগুলি ক্ষত্রিয়ও তাঁহার সহিত হিট্টাগ্রামে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। হিট্টাগ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে যে স্থলে তিনি প্রথম বসবাস স্থাপন করেন সেই স্থানের নাম শিমূলা, সে কারণ তিনি এতদঞ্চলে শিমূলার রাজা হরিপাল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বর্দ্ধমান অঞ্চলের কবি তৎকালীন প্রবাদ অবলম্বন করিয়া শিমূলার রাজা হরিপালের পলায়ন-বৃত্তান্ত তৎপ্রণীত ধর্ম্মমঙ্গলগ্রন্থে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই শিমূলা আসিবার পথের বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি ময়না হইতে আসিবার সময় দামোদর ও বর্দ্ধমান পার হইয়া এবং গৌড় হইতে আসিবার সময় মঙ্গলকোট হইতে গুস্করার রাস্তা ধরিয়া আসিয়া পুণ্যদা বিমলা স্রোতস্বতী খড়ীনদী পার হইয়া আসিবার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।	In the reign of the Emperor Jahangir, when Prince Khurram rebelled and attacked Burdwan, Raja Haripal did not join his side; persecuted by Prince Khurram, he made a new home at the village of Hitta, four kos from Burdwan. Some of the Kshatriyas under him went with him to Hitta and began to live there. The place at the western edge of Hitta where he first settled is called Shimula, and for that reason he is spoken of in this region as Haripal, the Raja of Shimula. A poet of the Burdwan region, drawing on the tradition of the time, described in his Dharmamangal the flight of Haripal, the Raja of Shimula. In describing the route to Shimula he says that, coming from Mayna, one crossed the Damodar and Burdwan, and, coming from Gauda, one took the road from Mangalkot to Guskara and crossed the holy, clear, flowing Khari river.
রাজা হরিপালের পুত্র রাজা মাণিকপাল এবং তৎপুত্র রামচন্দ্র পাল। এই রাজা রামচন্দ্র পাল তাঁহার রাজ্যমধ্যে বহুস্থানে দেবালয় ও সুবৃহৎ পুষ্করিণীসকল খনন করাইয়া তাঁহার প্রজাদের সুখসমৃদ্ধি-বৃদ্ধির ব্যবস্থা [পৃ. ৩৮০] করিয়াছিলেন। যাহাতে হিট্টাগ্রামে কখনও জলকষ্ট না হয় সে জন্য তিনি হিট্টাগ্রামে বহু বাঁধ বা জলাশয় খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। উক্ত বাঁধসমূহের মধ্যে তদীয় পত্নীর স্মরণার্থ খনিত কমলাবাঁধ এবং রঙ্গচারিয়ার বা রাংচিরের বাঁধ, ঝাঁপড়ের বাঁধ, হোরালের বাঁধ এবং জিন্দরালের বাঁধ এই ছয়টি বাঁধই বিশেষ প্রসিদ্ধ। এইগুলি ছাড়া তিনি গ্রামস্থ প্রজাবর্গের স্নানপানার্থ বড়সায়র, মাঝের সায়র এবং সুখসায়র নামক তিনটী সুবৃহৎ জলাশয় খনন করান।	Raja Haripal's son was Raja Manikpal, and his son was Ramchandra Pal. This Raja Ramchandra Pal built temples and dug large tanks in many places in his domain to promote the welfare and prosperity of his tenants. [p. 380] So that Hitta should never suffer from want of water, he had many bandhs (embanked reservoirs) dug there. Of these, six are especially famous: the Kamala bandh, dug in memory of his wife, and the bandhs of Rangachariya or Rangchir, Jhanpar, Horal and Jindral. Besides these, he had three large tanks dug for the villagers' bathing and drinking water, called the Bara Sayar, the Majher Sayar and the Sukh Sayar.
তিনি পালবংশের কুলদেবী অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী পাষাণপ্রতিমা শ্রীশ্রীত্রৈলোক্যতারিণী দেবীর স্থাপন জন্য বহু অর্থব্যয়ে কয়রাপুর গ্রামে এক	At great expense he built a huge temple in the village of Kayrapur to install the family deity of the Pals, the eight-armed stone image of Mahishamardini, Sri Sri

বাংলা	English
বিশাল মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। অদ্যাপি প্রতি বৎসর চৈত্রমাসের বাসন্তী নবমীতে এবং আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমীতে এবং আশ্বিন মাসের শুক্লা ষষ্ঠী হইতে দশমী পর্য্যন্ত উক্ত দেবীস্থানে মহামেলা হইয়া থাকে এবং বহু দূরদূরান্তর হইতে মায়ের বহু ভক্ত প্রতিমা দর্শন ও মেলায় যোগদান করিতে থাকেন। পূর্ব্বোক্ত তিনটী নবমী তিথিতে মায়ের সম্মুখে যে ছাগবলি হইয়া থাকে তাহাতে উগ্রক্ষত্রিয়জাতির একটি স্মরণাতীত কালের সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়। উগ্রক্ষত্রিয়জাতির মধ্যে বর্দ্ধমান অঞ্চলে একটি প্রবাদ আছে যে, "কেশে, পালে বর্দ্ধমান দেবীর স্থানে তার প্রমাণ"; তাহার অর্থ এই যে, উক্ত ত্রৈলোক্যতারিণীদেবীর সম্মুখে একই সময়ে যুগপৎ চারিটী ছাগবলি হইয়া থাকে। মায়ের প্রথম দক্ষিণে হিট্টার পালবংশ কর্ত্তৃক প্রেরিত ছাগ স্থাপন করা হয় ও প্রথম বামে হিট্টার পালবংশের অপর একটি শাখা বেলারীর পালবংশীয়গণের অন্য একটী ছাগ স্থাপনা করা হয় এবং বর্দ্ধমান পরগণার কেশবংশীয়গণ-প্রদত্ত অপর দুইটী ছাগ ঐ দুইটী ছাগের দুইটী পার্শ্ব আবরণ করিয়া থাকে। আটজন লোকে উক্ত ছাগ চারিটীকে একত্র তুলিয়া ধরে এবং চারিজন ঘাতকে ঠিক এক সময়েই উক্ত চারিটী ছাগকে হনন করে। [পৃ. ৩৮১] স্মরণাতীত কাল হইতে বর্দ্ধমান অঞ্চলের পালবংশীয় ও কেশবংশীয়গণের এইভাবে একত্র বলি প্রদত্ত হইয়া থাকে। বহুস্থানেই উগ্রক্ষত্রিয়জাতির এইরূপ দুই দুইটী বংশের একত্র বলি প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহার কারণ বর্ত্তমান কালের উগ্রক্ষত্রিয়গণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।	Trailokyatarini Devi. To this day a great fair is held at the shrine every year on the Basanti Navami in Chaitra, on the bright-fortnight Navami in Ashar, and from the bright-fortnight Shashthi to Dashami in Ashwin, and many devotees of the Mother come from far and near to see the image and join the fair. The goat sacrifices made before the Mother on those three Navami days reveal a connection within the Ugra Kshatriya caste going back beyond memory. Among the Ugra Kshatriyas of the Burdwan region there is a saying, "Keshe, Pale Bardhaman: the proof is at the goddess's shrine." Its meaning is that four goats are sacrificed before Trailokyatarini Devi at one and the same moment. On the Mother's first right is placed the goat sent by the Pal family of Hitta; on the first left, another goat from the Pals of Belari, another branch of the Hitta Pal family; and two more goats given by the Kesh family of pargana Burdwan cover the two flanks of those two goats. Eight men lift the four goats together, and four executioners kill all four at exactly the same instant. [p. 381] From time immemorial the Pal and Kesh families of the Burdwan region have offered sacrifice together in this way. In many places, pairs of Ugra Kshatriya families offer sacrifice together like this. The reason is entirely unknown to present-day Ugra Kshatriyas.
রাজা রামচন্দ্র পালের পুত্র রাজা উদ্ধব পালও তাঁহার পিতার ন্যায় প্রজাবৎসল ছিলেন। তিনিও তাঁহার রাজ্যমধ্যে বহুবিধ সৎকীর্ত্তি রাখিয়া যান। উদ্ধব পালের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পঞ্চানন পাল এই বংশে প্রথম উকিল হয়েন। রাজা উদ্ধব পালের আমলে এদেশে বর্গীর হাঙ্গামা প্রথম আরম্ভ হয় এবং বর্গীদের হস্তে তাঁহার ধনদৌলত আদির বিশেষ হানি হয়। তিনি যথাসময়ে নবাব-সরকারে তাঁহার দেয় রাজস্বাদি দিতে না পারায় তাঁহার বহু জায়গীর নবাব-সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রবাদ আছে যে, এককালে তাঁহার জমিদারী পানাগড়ের সন্নিকটস্থ দামোদর হইতে কাটোয়ার সন্নিকটস্থ ভাগীরথী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।	Raja Ramchandra Pal's son, Raja Uddhab Pal, was, like his father, devoted to his tenants, and he too left many good works in his domain. Of Uddhab Pal's sons, the eldest, Panchanan Pal, was the first in the family to become a pleader. In Raja Uddhab Pal's time the Bargi (Maratha) raids first began in this country, and his wealth suffered heavily at the Bargis' hands. Being unable to pay the revenue due to the Nawab's government on time, he had many of his jagirs confiscated by the Nawab's government. Tradition says that his zamindari once stretched from the Damodar near Panagarh to the Bhagirathi near Katwa.
এখনও এসম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, রাজা উদ্ধব পালের পত্নী একদা তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রাধাকান্ত পালের নিকট পরদিনে কাটোয়ায় গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তাহাতে রাধাকান্ত তাঁহার মাতৃদেবীকে পরদিনে না গিয়া তৃতীয় দিবসে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতে বলেন এবং কারণস্বরূপ জানান যে, তিনি খোঁজ লইয়া জানিতে চান যে, তাঁহার মাতাকে গঙ্গাস্নান করিতে হইলে অপর কাহারও অধিকারে পদার্পণ করিতে হইবে কি না। পরদিনে রাধাকান্ত প্রকৃতরূপে এসম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অবগত	A story about this is still told: Raja Uddhab Pal's wife once told her second son, Radhakanta Pal, that she wished to go to Katwa next day to bathe in the Ganges. Radhakanta asked his mother to go not the next day but the day after, explaining that he wanted to find out whether, to bathe in the Ganges, his mother would have to set foot on anyone else's land. The next day Radhakanta duly ascertained all the facts, and then sent his mother to bathe in the Ganges at Katwa, twenty kos from Hitta. A saying about this Radhakanta Pal is still current in the country: "Radhakanta, truly, is

বাংলা	English
হইয়া তাঁহার মাতৃদেবীকে হিট্টা হইতে বিংশতি ক্রোশদূরবর্ত্তী কাটোয়ায় গঙ্গাস্নান করিতে পাঠাইয়া দেন। এই রাধাকান্ত পাল সম্বন্ধে এখনও এ দেশে প্রবাদ আছে,—"রাধাকান্ত, নিতান্ত, কৃতান্ত চাহিতে বাড়া, মারিতে যখন ইচ্ছা [পৃ. ৩৮২] করেন বাজায়ে নাগরা কাড়া"।	greater than Death itself; when he wants to kill, [p. 382] he beats the nagra and kara drums [first]."
রাধাকান্ত পালের নিজস্ব বহু সৈন্যসামন্ত ও হাতী-ঘোড়া ছিল এবং বর্দ্ধমান ব্যতীত মেদিনীপুর ও উড়িষ্যায় বহু বিস্তৃত জায়গীর ইত্যাদি ছিল। তাঁহার আমলে হস্তীর পৃষ্ঠে খাজনার টাকা উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর হইতে হিট্টায় আসার কথা এখনও এদেশে প্রবাদ-বাক্যে পরিণত রহিয়াছে। তাঁহার আমলের রংখানা এবং দেওয়ানখানার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি হিট্টার পালবংশীয়গণের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। রাধাকান্ত পাল মহাশয় অতিশয় তেজস্বী ও যুদ্ধনিপুণ ছিলেন। এদেশে এখনও কিম্বদন্তী আছে যে, ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর উপদেশে বর্দ্ধমানের দেওয়ান কীর্ত্তিচাঁদ বিষ্ণুপুর রাজ্যটি গ্রাস করিবার চেষ্টা করেন, সে সময়ে মহারাষ্ট্র-সর্দ্দার রঘুজী ভোঁসলার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত কীর্ত্তিচাঁদের বর্দ্ধমানে অনুপস্থিতির সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করেন। তখন এই রাধাকান্ত পালই ভাস্কর পণ্ডিতকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কীর্ত্তিচাঁদকে উদ্ধার করিয়া আনেন। কীর্ত্তিচাঁদ বিষ্ণুপুর হইতে বর্দ্ধমান আসিবার পথে দামোদর পার হইয়া উক্ত দামোদর নদের তীরবর্ত্তী এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ রাধাকান্ত পালকে জায়গীর দান করেন। রাধাকান্ত পাল মহাশয় ঐস্থানের জঙ্গলাদি কাটাইয়া আপন নামে লাট রাধাকান্তপুর নামক গ্রামসমূহ পত্তন করেন এবং যাহাতে দামোদরনদ উক্ত গ্রামসমূহের নদীতীরবর্ত্তী-ভূমি ধ্বংস করিতে না পারে তন্নিবারণের জন্য প্রায় ৪ মাইলব্যাপী এক ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর গাঁথিয়া দেন। অদ্যাপি উক্ত প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত জায়গীর এখন পর্য্যন্ত আয়মা রাধাকান্তপুর নামে খ্যাত এবং হিট্টার পালবংশীয়গণ এখনও উহা সম্পূর্ণরূপে ভোগদখল করিতেছেন। রাধাকান্ত পাল মহাশয় তাঁহার জমিদারীর মধ্যে বহু স্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। চান্নার বিশালাক্ষীদেবীর মন্দির তাঁহারই [পৃ. ৩৮৩] নির্ম্মিত। হিট্টাগ্রামে নূতনবাঁধ নামক আর একটি বাঁধ তিনি খনন করাইয়া দেন এবং তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠাপিত লাট রাধাকান্তপুর নামক গ্রামসমূহে তিনটী সুবৃহৎ বাঁধ খনন করাইয়া দেন এবং ঐ স্থানে দামোদরনদের তীরে বিশ্বনাথ নামক শিব প্রতিষ্ঠাপিত করান।	Radhakanta Pal had many soldiers, elephants and horses of his own, and besides Burdwan he held extensive jagirs in Midnapore and Orissa. The story of revenue money coming to Hitta from Orissa and Midnapore on elephant-back in his time has become proverbial in this country. The ruins of his rangkhana (pleasure-house) and dewankhana (office) still recall the past glory of the Pals of Hitta. Radhakanta Pal was very spirited and skilled in war. A tradition still current in this country says that in 1743, on the advice of Nawab Alivardi Khan, Kirtichand, dewan of Burdwan, tried to seize the kingdom of Bishnupur; at that time Bhaskar Pandit, general of the Maratha chief Raghuji Bhonsle, hearing that Kirtichand was away from Burdwan, attacked him and took him prisoner. It was this Radhakanta Pal who then defeated Bhaskar Pandit in battle and rescued Kirtichand. On his way back from Bishnupur to Burdwan, after crossing the Damodar, Kirtichand granted Radhakanta Pal a large tract on the bank of that river as a jagir. Radhakanta Pal had the jungle there cleared and founded a group of villages named after himself, Lat Radhakantapur; and so that the Damodar should not wash away the riverside land of those villages he built a brick wall about 4 miles long. Remains of the wall can still be seen here and there. The jagir is still known as Ayma Radhakantapur, and the Pals of Hitta still hold it in full possession. Radhakanta Pal left many lasting works in his zamindari. The temple of Bishalakshi Devi at Channa was built by him. [p. 383] At Hitta he dug another bandh called the Nutan (new) Bandh; in his newly founded villages of Lat Radhakantapur he dug three large bandhs; and there, on the bank of the Damodar, he installed a Shiva called Bishwanath.
মোগল সম্রাটগণের দৌর্ব্বল্যবশতঃ বাঙ্গালার শেষ আমলের নবাবগণের যথেচ্ছাচারিতা এবং বর্দ্ধমান রাজবংশের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা ও ইংরাজ শাসনের প্রথম আমলের ভূমি-সম্বন্ধীয় আইন-সমুদয় উগ্রক্ষত্রিয়জাতির অধঃপতনের মূলীভূত কারণ। কীর্ত্তিচাঁদের পিতা আলমচাঁদ ও জগৎশেঠ প্রভৃতির চক্রান্তে নবাব সরফরাজ নিহত হইলে পর নূতন নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ প্রত্যুপকারস্বরূপ	The arbitrary rule of the last Nawabs of Bengal, made possible by the weakness of the Mughal emperors, the all-devouring hunger of the Burdwan Raj family, and the land laws of the early period of British rule were the root causes of the decline of the Ugra Kshatriya caste. After Nawab Sarfaraz was killed through the plotting of Alamchand, Kirtichand's father, Jagat Seth and others, the new Nawab, Alivardi Khan, made

বাংলা	English
আলমচাঁদের পুত্র কীর্ত্তিচাঁদকে আপন দেওয়ান করিয়া লয়েন। সেই সময়ে কীর্ত্তিচাঁদ তাঁহার পিতার আমলের কতকগুলি কাগজপত্রের দ্বারা জগৎশেঠ ও তৎকালীন বর্দ্ধমানের রাজা হিট্টার পালবংশীয়গণের নিকট হইতে ও রামচাঁদ রায় প্রভৃতি বহু উগ্রক্ষত্রিয় জায়গীরদারগণের নিকট হইতে বহু টাকা বকেয়া বাকী দেখাইয়া দিয়া চাকলা, বর্দ্ধমান ও অন্যান্য বহু জমিদারী হস্তগত করিয়া লয়েন।	Alamchand's son Kirtichand his dewan by way of return. At that time Kirtichand, using certain papers from his father's time, showed large sums as arrears due from Jagat Seth, from the Pals of Hitta, who were then the rajas of Burdwan, and from many Ugra Kshatriya jagirdars such as Ramchand Ray, and so took possession of the chakla of Burdwan and many other zamindaris.
রাধাকান্ত পালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পঞ্চানন পালের নামে আনীত ৫১০০০৲ হাজার টাকার দাবীতে সন ১২০৪ সালে জেলা বর্দ্ধমানের দেওয়ানী আদালতের ১৭৯৭ সালের ১৪৩ নং মকর্দ্দমার ফয়সালা দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, হিট্টার পালবংশীয়গণের বাঁকুড়া ও উড়িষ্যার জমিদারীসমূহ হস্তগত করিবার জন্য কি গভীর ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল। ঐ মকর্দ্দমায় পঞ্চানন পাল মহাশয় জয়লাভ করেন। সন ১২০৪ সালের ৫১০০০৲ একান্ন হাজার টাকা বর্ত্তমান কালের তুলনায় কত টাকা তাহাও বিবেচ্য। অপর একটি মকর্দ্দমা ফয়সালা আদালতে দেওয়ানী জেলা বীরভূম বৈঠক শ্রীমৌলবী গোলাম আসগর খাঁ বাহাদুর ইং ১৮৫৪ সাল ২২শে আগষ্ট মোতাবেক [পৃ. ৩৮৪] ১২৬১ সাল ৭ই ভাদ্র বাদী পরগণে বর্দ্ধমান ওগয়রহ্‌র জমিদার মহারাজাধিরাজ মহাতাপ চন্দ্র বাহাদুর বিবাদী হিট্টানিবাসী ৺পঞ্চানন পালের পুত্র বৈদ্যনাথ পাল। এই মকর্দ্দমাতেও উগ্রক্ষত্রিয়জাতিকে গ্রাস করিবার বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায়।	The judgment in case no. 143 of 1797 in the Diwani (civil) court of Burdwan district, a claim for Rs 51,000 brought in 1204 BS against Panchanan Pal, Radhakanta Pal's elder brother, shows what a deep conspiracy was laid to seize the Hitta Pals' zamindaris in Bankura and Orissa. Panchanan Pal won that case. One should also consider what Rs 51,000 in 1204 BS would amount to today. In another case, decided in the Diwani court of Birbhum district, sitting under Maulvi Golam Asgar Khan Bahadur, on 22 August 1854, [p. 384] corresponding to 7 Bhadra 1261 BS, the plaintiff was Maharajadhiraj Mahtab Chand Bahadur, zamindar of pargana Burdwan and other estates, and the defendant was Baidyanath Pal of Hitta, son of the late Panchanan Pal. In this case too a determined attempt to swallow up the Ugra Kshatriyas can be seen.
রাধাকান্ত পাল মহাশয় সন ১২১১ সালে পরলোক গমন করিলে তৎপুত্র নাবালক মহাভারত পালের সহিত পঞ্চানন পাল ও ভবানীচরণ পালের বহুকাল ধরিয়া নানারূপ মামলা-মকর্দ্দমা চলিতে থাকে। হিট্টার পালবংশীয়গণের যে সকল সম্পত্তি অবশিষ্ট ছিল তাহার অধিকাংশই এই গৃহবিচ্ছেদের সময়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অবশিষ্ট মহল-মজকুরাদি পঞ্চানন পাল মহাশয়ের হস্তে আসিয়া পড়ে। পঞ্চানন পালের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বৈদ্যনাথ পাল সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন। তিনি অপুত্রক থাকায় শেষ বয়সে কল্পতরু মহাদান ব্রত গ্রহণ করিয়া তাঁহার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি আপন ইষ্টদেবতা শ্রীপাট খড়দহ-নিবাসী নন্দমোহন গোস্বামীমহাশয়কে দান করেন এবং অন্যান্য অস্থাবরাদি দ্বারা জীবনের অবশিষ্টকাল কাটাইয়া দেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় হিট্টাগ্রামে নিজ নামে বৈদ্যনাথের বাঁধ বা বদ্দিনের বাঁধ নামক বিশাল বাঁধ খনন করাইয়া তাঁহার প্রজাবৃন্দের অশেষ উপকার সাধিত করিয়া গিয়াছেন।	When Radhakanta Pal died in 1211 BS [1804–05], lawsuits of every kind went on for a long time between his minor son Mahabharat Pal and Panchanan Pal and Bhabanicharan Pal. Most of the property the Hitta Pals still had was lost during this family split. The remaining mahals and estates came into Panchanan Pal's hands. After Panchanan Pal's death his son Baidyanath Pal inherited all the property. As he had no son, in old age he took the kalpataru mahadana vow (the great "wish-tree" gift) and gave away all his property to his guru-deity, Nandamohan Goswami of Sripat Khardah, and spent the rest of his life on his other, movable means. Like his forefathers he had a huge bandh dug at Hitta in his own name, called Baidyanath's Bandh or Baddiner Bandh, which was of great benefit to his tenants.
মহাভারত পাল মহাশয় মহাজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও পার্শী এই চারি ভাষাতেই সুপণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে যে, নানাস্থান হইতে মৌলবী ও পণ্ডিতগণ তাঁহার সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতে আসিতেন। তিনি সর্ব্বদাই ভগবচ্চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিতেন; সে কারণ	Mahabharat Pal was a man of great learning. He was a fine scholar in four languages: Bengali, English, Sanskrit and Persian. It is said that maulvis and pandits came from many places to discuss the scriptures with him. He was always absorbed in contemplation of God, and so worldly troubles and

বাংলা	English
সাংসারিক অশান্তি বা অনাটন তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট দিতে পারে নাই। তাঁহার শেষ বয়সে তদীয় সুযোগ্য পুত্র গোপীনাথ পাল মহাশয় কলিকাতার বড়বাজারে একটি [পৃ. ৩৮৫] চাউলের কারবার স্থাপন করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সাংসারিক অর্থকৃচ্ছ্রতা নিবারণ করেন।	want could not distress him much. In his old age his able son, Gopinath Pal, set up a rice business in Barabazar, Calcutta, [p. 385] earned a good deal of money and relieved the family's financial difficulties.
উক্ত মহাভারত পাল মহাশয়ের মৃত্যুর পর তৎপুত্র গোপীনাথ পাল মহাশয় তৎকালে যে শ্রাদ্ধ করেন সে সম্বন্ধে এখনও প্রবাদ আছে যে, "ডেলের ঝোলে নৌকা চলে, ভাত পাথর তায় যায় ভেসে, ভাল ছরাদ করেছেন গোপী পাল বসে।"	Of the shraddha that his son Gopinath Pal performed after Mahabharat Pal's death, a saying is still current: "Boats sailed on the dal, rice and stone plates floated away in it; a fine shraddh Gopi Pal has held."
গোপীনাথ পালের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র স্বনামধন্য গঙ্গানারায়ণ পাল মহাশয়ও তাঁহার যে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে এখনও এদেশে প্রবাদ আছে যে, "বারসত্য আশী সাল, মারা গেলেন গোপীনাথ পাল, শ্রাদ্ধ হলো তেসরা ফাল্গুনে; শ্রাদ্ধের হইল ধূম ভারী, কৈলাস কল্লেন লুচি চুরি, এই কথা সর্ব্ব লোকে জানে।" বর্দ্ধমান অঞ্চলে শ্রাদ্ধকার্য্যে লুচি সন্দেশ খাওয়ান সেই প্রথম ঘটনা; এই লুচি-চুরিকারক কৈলাস যে কে তাহা এক্ষণে জানিবার কোনও উপায় নাই; কিন্তু প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে।	When Gopinath Pal died, his son, the renowned Gangnarayan Pal, also performed his father's shraddha, and of it too a saying is still current in the country: "In the year twelve hundred and eighty [BS, 1873–74] Gopinath Pal died; the shraddh was held on the third of Falgun; the shraddh was a grand affair, and Kailas stole the luchis, as everyone knows." That was the first time luchi and sandesh were served at a shraddh in the Burdwan region. There is now no way of knowing who this luchi-thief Kailas was, but the saying lives on.
গোপীনাথ পাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র পরলোকগত গঙ্গানারায়ণ পাল মহাশয় প্রাতঃস্মরণীয় স্বনামধন্য লোক ছিলেন। অষ্টাদশ বর্ষ-বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় কিন্তু সে সময় হইতেই তিনি বুদ্ধিবৃত্তি, তেজস্বিতা, নম্রতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা ও অন্যান্য নানাবিধ সদ্গুণের যেরূপ পরিচয় দেন তাহা বাস্তবিকই অনন্যসাধারণ। তাঁহার ঐশ্বর্য্যে হিংসাপরবশ হইয়া তাঁহার জনৈক জ্ঞাতি অন্যান্য জ্ঞাতি ও গ্রামবাসিগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ-সাধনের জন্য প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার অনিষ্ট-সাধনের চেষ্টা করিতে থাকেন। তাঁহাদের অত্যাচারে তাঁহাকে হিট্টাগ্রাম হইতে অনেক সময় গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশুগণকে এবং স্ত্রীপুত্র-পরিবারবর্গকে স্থানান্তরে রক্ষা করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার অসীম ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়-গুণে [পৃ. ৩৮৬] তিনি অবশেষে তাঁহার সেই জ্ঞাতিকে ও তাঁহার গ্রামবাসিগণকে দমন করিতে সমর্থ হয়েন। তিনি তাঁহার শত্রুবর্গকে যথেষ্ট-পরিমাণে দমন করিয়াও তাঁহাদিগকে আপন ঔদার্য্যগুণে বিশেষরূপে ক্ষমা করিয়াছিলেন, কখনও তাঁহাদের প্রতি প্রতিহিংসা-পরবশ হয়েন নাই।	Gopinath Pal's eldest son, the late Gangnarayan Pal, was a renowned man whose name deserves to be remembered every morning. He lost his father at eighteen, but from then on he showed truly exceptional intelligence, spirit, humility, patience, forgiveness and many other virtues. Jealous of his wealth, one of his kinsmen joined with other kinsmen and villagers and for nearly twenty years tried to harm him and ruin him. Because of their persecution he often had to remove his cattle and buffaloes, and his wife, children and household, from Hitta to safety elsewhere. But through his boundless patience and perseverance [p. 386] he at last succeeded in subduing that kinsman and his fellow villagers. Though he subdued his enemies thoroughly, out of his generosity he fully forgave them and never sought revenge.
তিনি প্রতি বৎসর শারদীয়া পূজার সময় সহস্রাধিক টাকার বস্ত্রাদি ও বহুপরিমাণ ভোজ্যাদি তাঁহার গ্রামবাসিগণকে ও দরিদ্রনারায়ণকে দান করিতেন। গ্রামে অজন্মাদি হইলে তিনি গ্রামবাসীগণকে বিনা সুদে টাকা ও বিনা বারীতে ধান্যাদি দিয়া বহুপরিমাণে সাহায্য করিতেন। তিনি কখনও তাঁহার দানের কথা কাহাকেও বলিতেন না বা কখনও আত্মশ্লাঘা করিতেন না। দেশে শিক্ষা-	Every year at the autumn (Durga) puja he gave away more than a thousand rupees' worth of cloth and a great deal of food to his fellow villagers and to the poor. When the harvest failed he helped the villagers generously with interest-free loans of money and paddy lent without bari (the customary interest in kind). He never told anyone of his gifts and never

বাংলা	English
বিস্তারের জন্য তিনি বহু অর্থব্যয়ে একটি মাইনর স্কুল স্থাপন করেন; কিন্তু উক্ত স্কুলটি কয়েক বৎসর চলার পর স্থানীয় কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া ছাত্রগণের স্কুলে যোগদান বন্ধ করিয়া দিয়া উক্ত স্কুলটির অবসান করেন।	boasted. To spread education he founded a minor school at great expense; but after it had run for a few years some local headmen, out of jealousy, stopped the pupils from attending and so brought the school to an end.
তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় তিনিও তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধে বিরাট দানসাগরকার্য্য সমাধা করেন। এই দানসাগর-শ্রাদ্ধের এই বিশেষত্ব ছিল যে, ঘৃত ময়দা তরিতরকারী ও অন্যান্য যাবতীয় ভাণ্ডারগৃহে তিনি কোনও ভাণ্ডারী নিযুক্ত করেন নাই। তাঁহার অফুরন্ত ভাণ্ডার-গৃহসমূহ হইতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আপনাদের ইচ্ছামত প্রচুরপরিমাণে দ্রব্যাদি সিধা পাইয়াছিল। এরূপ দান বোধ হয় অশ্রুতপূর্ব্ব। তিনি তাঁহার মাতার যেরূপ বিরাট শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহার মাতৃভক্তিও ছিল তদ্রূপ বিরাট। তাঁহার মাতার সহিত পরামর্শ ব্যতীত বা তাঁহার আদেশ না লইয়া তিনি কোনও কার্য্য করিতেন না। তিনি ধর্ম্মকে তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন জ্ঞান করিতেন। জীবনে কখনও তিনি অধর্ম্মপথে পদার্পণ করেন নাই। বহু লক্ষ টাকার অধিকারী হইয়াও তিনি জীবনে [পৃ. ৩৮৭] কখনও বিলাস-ব্যসনে আসক্ত হয়েন নাই। জীবনে তিনি কখনও মদ্যস্পর্শ করেন নাই বা চরিত্রভ্রষ্ট হয়েন নাই। তিনি সর্ব্বদাই সৎসঙ্গ ও সদালোচনায় লিপ্ত থাকিতেন।	Like his forefathers he performed a great danasagar ceremony at his mother's shraddha. The special feature of this danasagar shraddha was that he appointed no storekeeper to any of the storerooms of ghee, flour, vegetables and everything else. From his inexhaustible storerooms the invited guests took provisions (sidha) in plenty, as much as they wished. Such giving was probably unheard of. As grand as the shraddha he held for his mother was his devotion to her. He did nothing without consulting her or without her permission. He regarded religion as the only support of his life, and never in his life set foot on an unrighteous path. Though master of many lakhs of rupees, he [p. 387] never in his life gave way to luxury or vice. He never touched alcohol and never strayed in his conduct. He was always occupied with good company and good conversation.
জীবনে তিনি বহুতর যাগযজ্ঞ ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হিট্টাগ্রামে বহু অর্থব্যয়ে তিন বৎসর-ব্যাপী নবরাত্র হরিনামসংকীর্ত্তন করাইয়াছিলেন। কলিকাতার ছোট আদালতের প্রধানতম উকিল ৩৮নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ পরলোকগত বাবু গোবিন্দপ্রসাদ বসু মহাশয় তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। উভয়ে সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনা ও তদভ্যাসে রত থাকিতেন।	In his life he performed many sacrifices and religious vows. At great expense he held a navaratra (nine-night) harinam sankirtan at Hitta that went on for three years. His dearest friend was the late Babu Gobindaprasad Basu of 38 Cornwallis Street, the leading pleader of the Calcutta Small Causes Court. The two were always engaged in discussing and studying the scriptures together.
মৃত্যুর তিন দিবস পূর্ব্বে তিনি তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যা ও কর্ম্মচারিবৃন্দের সহিত শেষ সম্ভাষণ করিয়া ও সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া করজোড়ে তাঁহার উপাস্য ব্রহ্মণ্যদেবকে স্মরণ করিয়া স্পষ্টস্বরে বলিলেন, “হে ব্রহ্মণ্যদেব! আমি আজীবন আপনাকেই স্মরণ করিয়াছি এবং আপনারই আরাধনা করিয়াছি, অদ্য আমি, আমার এই দেহ এবং প্রাণ, মন সমস্তই নিঃশেষে আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। আমার এই বাক্য সত্য হোক, সত্য হোক, সত্য হোক।” এই উক্তির পর তিনি মৌন অবলম্বন করেন এবং মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত অবশিষ্ট তিন দিন আর কোনও আহার্য্য গ্রহণ বা কাহারও সহিত কোনও বাক্যালাপ করেন নাই। সন ১৩২৭ সালের ১৪ই ফাল্গুন রাত্রি ১২টার সময় তাঁহার আত্মা ব্রহ্মণ্যদেবে লয়প্রাপ্ত হয়।	Three days before his death he spoke his last words to his wife, sons, daughters and staff and took leave of everyone; then, with folded hands, remembering the deity he worshipped, Brahmanyadeva, he said in a clear voice: "O Brahmanyadeva! All my life I have remembered you alone and worshipped you alone; today I surrender to you completely myself, this body and my life and mind. May these words of mine be true, be true, be true." After saying this he fell silent, and for the remaining three days until his death he took no food and spoke to no one. At midnight on 14 Falgun 1327 BS [late February 1921] his soul merged in Brahmanyadeva.
মৃত্যুকালে তিনি প্রভূত বিষয়-সম্পত্তি ও চারি পুত্র এবং বিধবা পত্নীকে রাখিয়া যান। তিনি যেরূপ বিরাটভাবে তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ করেন তাঁহার পুত্রগণও	At his death he left great property, four sons and his widow. Just as he had held his mother's shraddha on a grand scale, so his sons performed his shraddha on a grand scale. At that shraddha his caste-fellows and the

বাংলা	English
সেইরূপ বিরাটভাবেই তাঁহার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ঐ শ্রাদ্ধে ৮০৲ আশী মণ ময়দার লুচি, ৮০৲ আশী মণ মৎস্য, ১২৫৲ একশত পঁচিশ মণ সন্দেশ ও তদুপযুক্ত দধি, ক্ষীর ও তরি-তরকারী ইত্যাদি তাঁহার স্বজাতিবৃন্দকে ও দরিদ্র-নারায়ণগণকে ভোজন করান হইয়াছিল। [পৃ. ৩৮৮] মৃত্যুকালে তাঁহার চারি পুত্র এবং দুই কন্যা বর্ত্তমান থাকেন।	poor were fed luchis made from eighty maunds of flour, eighty maunds of fish, one hundred and twenty-five maunds of sandesh, and curd, kheer and vegetables to match. [p. 388] At his death his four sons and two daughters survived him.
জ্যেষ্ঠা কন্যাটী বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ Public Prosecutor রায় বনোয়ারী লাল হাটী বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ; তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ পাল বিহার গভর্ণমেণ্টের Executive Engineer রায় সাহেব সুরথনাথ চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। এই শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী হুগলী জেলার প্রসিদ্ধ জমিদার রায় বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু বাহাদুরের সহোদর ভ্রাতা ৺অক্ষয়নারায়ণ কুণ্ডু মহাশয়ের দৌহিত্রী।	His elder daughter is the eldest daughter-in-law of Rai Banwarilal Hati Bahadur, the well-known Public Prosecutor of Burdwan. His third son, Bishnupada Pal, has married Srimati Rajlakshmi Devi, daughter of Rai Sahib Surathnath Chaudhuri, Executive Engineer under the Government of Bihar. This Rajlakshmi Devi is a daughter's daughter of the late Akshaynarayan Kundu, own brother of Rai Bijaynarayan Kundu Bahadur, the well-known zamindar of Hooghly district.
তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত নৃসিংহমুরারি পাল বর্ত্তমানে খানো ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট; তাঁহার কার্য্যকারিতার ফলে উক্ত ইউনিয়নের সমস্ত গ্রাম হইতে চিরকালের জন্য জলকষ্ট নিবারিত হইয়াছে। মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ পাল তাঁহার ত্যক্ত কলিকাতা বড়বাজার লোহাপটীস্থিত “গঙ্গানারায়ণ পাল এণ্ড সন্স” নামক বহু প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ লৌহ ও করগেট প্রভৃতির কারবার পরিচালনা করেন। তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ পাল বর্ত্তমানে কলিকাতা ছোট আদালতে ওকালতি করেন। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ পাল ওকালতী পাশ করিয়া বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছেন।	Of his sons, the eldest, Nrisinghamurari Pal, is now President of the Khano Union Board; through his efforts, all the villages of that union have been permanently freed from water shortage. The second son, Pashupatinath Pal, runs the old and well-known iron and corrugated-sheet business called "Gangnarayan Pal & Sons" in Lohapatti, Barabazar, Calcutta, which his father left. The third son, Bishnupada Pal, now practises as a pleader at the Calcutta Small Causes Court. The youngest son, Bibhutibhushan Pal, has passed in law and manages the family property.
সন ১৩১৪ সালে শ্রদ্ধেয় ৺গঙ্গানারায়ণ পাল মহাশয় তাঁহাদের বংশের পূর্ব্ব ইতিহাস স্মরণ করিয়া বর্দ্ধমান জেলখানার পূর্ব্বদিকে কয়েকটি প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া সপরিবারে বর্দ্ধমানেই বসবাস স্থাপন করেন। তদবধি এই বংশ হিট্টার পালবংশস্থলে বর্দ্ধমানের পালবংশ বলিয়াই প্রাচীনকালের ন্যায় অভিহিত হইতেছেন। দীন-দরিদ্রগণকে অকাতরে দান এবং পরম শত্রুকেও সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করা এই বংশের চিরকালপ্রসিদ্ধ পুরুষ-পরম্পরাগত পরমধর্ম্ম। এই বংশে প্রাচীনকাল হইতেই ভগবান্ বুদ্ধদেবের নিত্যসেবা প্রচলিত আছে। শ্রীধর জনার্দ্দন রঘুনাথ শিব [পৃ. ৩৮৯] এবং শ্রীশ্রীহরিনারায়ণ জীউ ইত্যাদি দেবতারও নিত্যসেবা হয় এবং দুর্গাপূজা, কালীপূজা, দোল, রাস, ঝুলন ইত্যাদি পার্ব্বণাদি সবিশেষ সমারোহ-সহকারে সম্পন্ন হয়। এই বংশের স্ত্রীলোকগণ কখনও হস্তে শঙ্খ বা লৌহ বলয় ধারণ করেন না। ইহা তাঁহাদের একটি বিশিষ্ট এবং পুরুষ-পরম্পরাগত কুলপ্রথা। ভীম এবং কান্ত ভাবের সংমিশ্রণ এই বংশের অস্থিমজ্জাগত। ভগবদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব ধন। ন্যায়ধর্ম্ম প্রধান লক্ষ্য। প্রেম, দয়া ও নিরহঙ্কারিতা এই বংশের বৈশিষ্ট্য।	In 1314 BS [1907–08] the revered late Gangnarayan Pal, mindful of the family's earlier history, built several palatial houses east of the Burdwan jail and settled in Burdwan with his family. Since then the family has been called, as in ancient times, the Pal family of Burdwan rather than the Pal family of Hitta. Giving freely to the poor and destitute, and forgiving even a bitter enemy completely, have always been this family's highest duty, handed down from generation to generation. From ancient times the family has kept up the daily worship of the Lord Buddha. Daily worship is also offered to Shridhar, Janardan, Raghunath, Shiva [p. 389] and Sri Sri Harinarayan Jiu and other deities, and Durga Puja, Kali Puja, Dol, Ras, Jhulan and other festivals are held with special splendour. The women of this family never wear conch-shell or iron bangles on their wrists; this is a distinctive custom of the family, handed down through the generations. A blend of the awesome and the gentle runs in the family's very bones. Devotion to God is its whole wealth, justice and righteousness its chief aim, and love, kindness and humility its hallmarks. Complete reliance on the

বাংলা	English
পরমেশ্বরে একান্ত নির্ভরতাই বর্দ্ধমানের পালবংশকে চিরগৌরবমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে।	Supreme Lord has kept the Pal family of Burdwan forever glorious.

7. The Hazra family of Bilwagram

বিল্বগ্রামের হাজরা-বংশ

Bangsha-Parichay, vol. XIV (1934), printed pp. 390–399 · PDF pp. 529–537 and 540 of D4_Bangsha_Parichay_v14_1934.pdf (archive.org in.ernet.dli.2015.352594). PDF pp. 538–539 are the portrait plate of the next entry and its blank back.

বাংলা	English
পৃ. ৩৯০	p. 390
জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত গলসী থানার এলাকাভুক্ত বিল্বগ্রামের হাজরা-বংশ বর্দ্ধমান অঞ্চলের প্রসিদ্ধ উগ্রক্ষত্রিয়জাতির বাইশটী সুপ্রাচীন ও সর্ব্বপ্রধান বংশের অন্যতম। এই বংশ যদিও প্রকাশ্যে হাজরা-বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু ইহা মূলতঃ মজঃফর-সাহি পরগণার এড়ুয়ারের প্রসিদ্ধ উপনিষদ-গোত্রীয় সেন-বংশের অন্তর্ভুক্ত; বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি দেব ও পৈত্র কর্ম্মে এই বংশীয়গণ আপনাদের পদবীস্থলে সেনবর্ম্মা বলিয়া পরিচয় দেন। ইঁহাদের আদিনিবাস এড়ুয়ায় এবং ইঁহারা রাজা লক্ষ্মীকান্ত সেনরায়ের সন্তান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই রাজা লক্ষ্মীকান্ত রায় অজয়নদের তীরবর্ত্তী ত্রিষষ্ঠীর গড় বা ঢেক্করী গড়ের অধিপতি রাজা কর্ণসেনের পৌত্র এবং রাজা লাউসেনের পুত্র এবং মঙ্গলকোটের অধিপতি রাজা গজপতি কোঙারের দৌহিত্র। বঙ্গদেশীয় প্রাচীন কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী-কৃত "ধর্ম্মমঙ্গল" গ্রন্থে এই লাউসেন সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা দেওয়া আছে। কুলাচার্য্য ষষ্ঠীদাস-কৃত উগ্রক্ষত্রিয়জাতির কুলপ্রশস্তিতেও বর্ণিত আছে যে, "বর্দ্ধমানে রত্নাকর দক্ষিণে রাজন, এড়ুয়ারে অঙ্গীকারে সেনের নন্দন"।	The Hazra family of Bilwagram, in Galsi thana of Burdwan district, is one of the twenty-two very ancient and foremost houses of the well-known Ugra Kshatriya caste of the Burdwan region. Although the family is publicly known as the Hazra family, it belongs by origin to the famous Sen family of Eruyar in pargana Muzaffarshahi, of the Upanishad gotra; in religious and ancestral rites such as weddings and shraddhas, the members of this family give their surname as "Senavarma". Their original home is Eruyar, and they are known as descendants of Raja Lakshmikanta Senray. This Raja Lakshmikanta Ray was the grandson of Raja Karnasen, lord of Trishashthir Garh or Dhekkari Garh on the Ajay river, the son of Raja Lausen, and the daughter's son of Raja Gajapati Konar, lord of Mangalkot. This Lausen is described in detail in the Dharmamangal of the old Bengali poet Ghanaram Chakrabarti. The kula-prashasti (family eulogy) of the Ugra Kshatriya caste by the kulacharya (genealogist) Shashthidas also says: "Bardhamane Ratnakar, dakshine Rajan; Eruyare angikare Sener nandan" ("In Burdwan the Ratnakar, in the south the Rajan; at Eruyar, by pledge, the son of Sen").
বর্দ্ধমান অঞ্চলে গৌড়ের দক্ষিণ হইতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী ভূভাগে বহু প্রাচীনকালে রত্নাকর বা সমুদ্রবংশীয় পাল-সম্রাটগণের অধীনে মহারাজ ধর্ম্মপালের পুত্র মহারাজ দেবপালের শ্যালিকা রঞ্জাবতী দেবীর গর্ভোৎপন্ন ধর্ম্মসেবক রাজা লাউসেনের এক সামন্তরাজ্য স্থাপন করার কথা উক্ত ধর্ম্মপুরাণে পাওয়া যায়। এড়ুয়ারের সেই সেনবংশ এড়ুয়ার, সারুল, সাটীনন্দী প্রভৃতি গ্রামে রায়বংশরূপে; কালীপাহাড়ী, মুঙ্গলা, খাঁড়গ্রাম প্রভৃতি গ্রামে সেনবংশরূপে এবং কুলনগর, বিল্বগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে হাজরাবংশরূপে [পৃ. ৩৯১] বর্ত্তমানে প্রসিদ্ধ আছেন। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত উপনিষদ্-গোত্রীয় রায়, সেন, হাজরা প্রভৃতি উগ্রক্ষত্রিয়জাতির বিভিন্ন বংশসমূহের সকলেই মূলতঃ এড়ুয়ারের সেন-বংশীয় রাজা লক্ষ্মীকান্ত সেনরায়ের সন্তান। পাঠান বা মোগল সম্রাটগণের অধীনে উক্ত সেন-বংশের যে যে শাখা-প্রশাখা যেরূপ সনন্দ বা খেতাব প্রাপ্ত হন তদবধি সেইরূপই অভিহিত হইয়া আসিতেছেন এবং ইহাই উগ্রক্ষত্রিয়জাতির এক একটি মূল বংশের অন্তর্গত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা-সমূহের মধ্যে বিভিন্ন পদবী সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ।	That same Dharma Purana tells how, in very ancient times, in the tract of the Burdwan region from south of Gauda to the sea, under the Pala emperors of the Ratnakar or Ocean line, Raja Lausen, a devotee of Dharma, born of Ranjabati Devi, the sister-in-law (wife's sister) of Maharaja Devapala son of Maharaja Dharmapala, established a feudatory kingdom. That Sen family of Eruyar is now known as the Ray family in villages such as Eruyar, Sarul and Satinandi; as the Sen family in villages such as Kalipahari, Mungla and Khandgram; and as the Hazra family in villages such as Kulnagar and Bilwagram. [p. 391] Moreover, all the various Ugra Kshatriya families of the Upanishad gotra mentioned above, Ray, Sen, Hazra and others, are by origin descendants of Raja Lakshmikanta Senray of the Sen family of Eruyar. Each branch of that Sen family has been called ever since by whatever sanad (grant) or title it received under the Pathan or Mughal emperors; this is one of the reasons why different surnames arose among the various branches of a single root family of the Ugra Kshatriya caste.

বাংলা	English
এদেশে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি মহারাজা মানসিংহ এদেশে পাঠানদিগের বিদ্রোহ দমন করিতে আসিয়া মোগলমারীর যুদ্ধে বিশেষভাবে পরাজিত হওয়ার পর তাঁহার ক্ষয়প্রাপ্ত সৈন্য-সংখ্যা পূরণের জন্য বর্দ্ধমান অঞ্চলের তেজস্বী উগ্রক্ষত্রিয়-জাতির সাহায্য প্রার্থনা করায় উগ্রক্ষত্রিয়-জাতির বাইশটি প্রসিদ্ধ বংশই তাঁহার সৈন্যদলে যোগদান করেন। রাজা মানসিংহের সহিত ভারতের তৎকালীন রাজধানী আগরা হইতে সমাগত সৈন্যদল এদেশে আগরী ফৌজ নামে অভিহিত হইত। উগ্রক্ষত্রিয়গণ উক্ত আগরী ফৌজের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে তৎকাল হইতে এদেশীয় মুসলমান পাঠানগণ ও তাঁহাদের দলভুক্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আগরী আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। উগ্রক্ষত্রিয়গণ পাঠানদিগকে উড়িষ্যার সুবর্ণরেখার পারে বিতাড়িত করিয়া দিয়া অধিকৃত ভূভাগে বহু জায়গীর লাভ করিয়া বসবাস স্থাপনা করেন।	There is a tradition in this country that when Maharaja Man Singh, chief general of the Emperor Akbar, came here to put down the Pathan rebellion and was heavily defeated at the battle of Mogalmari, he asked the spirited Ugra Kshatriya caste of the Burdwan region for help to make good his depleted army, and all twenty-two famous houses of the Ugra Kshatriya caste joined his forces. The army that came with Raja Man Singh from Agra, then the capital of India, was known here as the "Agari fauj" (the Agra army). Because the Ugra Kshatriyas joined that Agari fauj, they were from then on called "Agari" by the Muslim Pathans of this country and their followers. The Ugra Kshatriyas drove the Pathans beyond the Subarnarekha in Orissa, received many jagirs in the conquered territory and settled there.
সে সময় কাটোয়া হইতে শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত যে বাদসাহি রাস্তা বিদ্যমান ছিল উগ্রক্ষত্রিয়গণ পাঠানদিগের পুনরাক্রমণ রোধ করিবার জন্য উক্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে শত শত গ্রাম পত্তন করিয়া তাহাতে আপন আপন দলবলসহ ঘাঁটী স্থাপনা করেন। তৎকালে দামোদরনদের উত্তরতীরবর্ত্তী মোঙ্গল সীমা অঞ্চল [পৃ. ৩৯২] রক্ষা করিবার জন্য অন্যান্য উগ্রক্ষত্রিয় সৈন্যের সহিত উপনিষদ্-গোত্রীয় রাজা লক্ষ্মীকান্ত সেনের বংশধরগণকেও সারুল, মোহনপুর, সাঁকো, বিল্বগ্রাম, সাটীনন্দী, মঙ্গলসীমা প্রভৃতি দামোদরনদের সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের জায়গীর আদি দান করিয়া বসবাস করান হয়। এই বংশের সামন্ত সেন এবং হেমন্ত সেন নামক দুই সহোদর ভ্রাতাকে সাটীনন্দী ও বিল্বগ্রাম নামক দুইটী পাশাপাশি গ্রাম দান করা হয় এবং মধ্যসীমানাস্বরূপ ঐ দুইটী গ্রামের এলাকার মধ্যস্থলে এক বিস্তৃত গড় খনন করান হয়। সাটীনন্দী ও বিল্বগ্রামের মধ্যস্থলের উক্ত গড়ের বহু অংশ মজিয়া ভরাট হইয়া যাইলেও এখনও তাহার চিহ্ন স্পষ্টরূপে বিদ্যমান আছে। উক্ত গড়খাই হইতেই গৌড়নদী বহির্গত হইয়া নাদনঘাটের সন্নিকটে খড়ি নদীর সহিত মিশিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। উক্ত গড় এবং গড়ের পশ্চিমে উত্তর বাঁধ নামক বিশাল বাঁধ যাহা পরে খনন করান হয় তাহা এবং তাহার সন্নিকটস্থ বানসমুদ্র নামক প্রকাণ্ড জলাশয় তদবধি এখন পর্য্যন্ত বিল্বগ্রামের হাজরা নামে প্রসিদ্ধ সেনবংশীয়গণের অধিকারেই আছে।	To check renewed Pathan attacks, the Ugra Kshatriyas founded hundreds of villages on both sides of the imperial road that then ran from Katwa to Srikshetra (Puri), and set up ghanti (garrison posts) in them with their own men. At that time, to defend [p. 392] the Mongal Sima (Mughal frontier) area on the north bank of the Damodar, the descendants of Raja Lakshmikanta Sen, of the Upanishad gotra, were settled, along with other Ugra Kshatriya troops, with grants of jagirs and the like in villages near the Damodar such as Sarul, Mohanpur, Shanko, Bilwagram, Satinandi and Mangalsima. Two brothers of this family, Samanta Sen and Hemanta Sen, were given the two neighbouring villages of Satinandi and Bilwagram, and a wide moat (garh) was dug through the middle of the two villages' lands as the boundary between them. Though much of this moat between Satinandi and Bilwagram has silted up, clear traces of it remain. From this moat the Gaur river issues and, joining the Khari river near Nadanghat, flows into the Ganges. That moat, the huge embankment-tank called the Uttar Bandh dug later to its west, and the great tank called Banasamudra near it, remain to this day in the possession of the Sens known as the Hazras of Bilwagram.
রাজা সামন্ত সেন জ্যেষ্ঠতা প্রযুক্ত রায় রাঞা উপাধি প্রাপ্ত হন এবং কনিষ্ঠ হেমন্ত সেন দশ হাজারী মনসবদার থাকায় হাজরা উপাধি প্রাপ্ত হয়েন এবং তৎকালাবধি হেমন্ত সেনের বংশধরগণ প্রকাশ্যে হাজরা উপাধি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন এবং সাটীনন্দীর সেনবংশ প্রকাশ্যে রায়বংশ বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। রাজা লাউসেন ধর্ম্মরাজের পূজা প্রচার করেন এবং তিনি ভগবতী বিন্ধ্যবাসিনী মহালক্ষ্মী দেবীর কৃপায় এই ধর্ম্মপূজা-প্রচারে কৃতকার্য্য	Raja Samanta Sen, as the elder, received the title of "Ray Raja", and the younger, Hemanta Sen, being a mansabdar of ten thousand, received the title of Hazra. Since then Hemanta Sen's descendants have publicly used the title Hazra, and the Sen family of Satinandi has been publicly called the Ray family. Raja Lausen spread the worship of Dharmaraj, and because he succeeded in spreading this Dharma worship by the grace of the goddess Mahalakshmi, Vindhyavasini, his

বাংলা	English
হয়েন বলিয়া তদবধি তাঁহার বংশধরগণ সর্ব্বত্রই ধর্ম্মরাজ ও মহালক্ষ্মী দেবীর পূজা প্রচার করেন। রাজা সামন্ত সেন সাটীনন্দী গ্রামে মহালক্ষ্মী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাজা হেমন্ত সেন বিল্বগ্রামে ধর্ম্মরাজের স্থাপনা করেন। উভয় ভ্রাতায় [পৃ. ৩৯৩] এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হয় যে, সাটীনন্দীতে মহালক্ষ্মী দেবীর পূজার দীপ হইতে একটী আলো জ্বালিয়া তাহা বিল্বগ্রামে আনয়ন করা হইলে সেই আলো হইতে বিল্বগ্রামবাসী সকলেই আপন আপন আলো জ্বালিয়া লইয়া নিজ নিজ গৃহে মহালক্ষ্মীপূজা সমাপন করিবেন এবং বিল্বগ্রামের ধর্ম্মরাজের গাজন হইলে বিল্বগ্রামবাসিগণ সাটীনন্দীতে গিয়া গামার কাটিয়া আসিবেন এবং সাটীনন্দীগ্রামে গাজন হইলে সাটীনন্দী-বাসীগণ বিল্বগ্রামে গিয়া গামার কাটিয়া আসিবেন। রাজা সামন্ত সেন ও হেমন্ত সেনের সংস্থাপিত এই নিয়ম তদবধি এখনও পর্য্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। সাটীনন্দীগ্রামে রাজা সামন্তসেনের প্রতিষ্ঠিত মহালক্ষ্মী দেবী অদ্যাপি মহাসমারোহে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন এবং বিল্বগ্রামেও শীতল রায় নামক ধর্ম্মরাজ অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন।	descendants everywhere have since promoted the worship of Dharmaraj and Mahalakshmi Devi. Raja Samanta Sen installed Mahalakshmi Devi in the village of Satinandi, and Raja Hemanta Sen installed Dharmaraj at Bilwagram. The two brothers [p. 393] laid down this rule: a lamp is lit from the flame of Mahalakshmi Devi's puja at Satinandi and brought to Bilwagram, and from it all the people of Bilwagram light their own lamps and complete the Mahalakshmi puja in their homes; and when the Gajan of Dharmaraj is held at Bilwagram, the people of Bilwagram go to Satinandi to cut the gamar [wood], and when the Gajan is held at Satinandi, its people come to Bilwagram to cut the gamar. This rule laid down by Raja Samanta Sen and Hemanta Sen has been followed to the letter ever since. The Mahalakshmi Devi installed by Raja Samanta Sen at Satinandi is still worshipped with great splendour, and at Bilwagram the Dharmaraj called Shital Ray is still worshipped.
রাজা হেমন্ত সেনের পুত্র রাজা জগৎসেন পরম শৈব ছিলেন। তিনি তাঁহার ধর্ম্মমতানুসারে এক শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার জনৈক স্বজাতীয় সেনাধ্যক্ষকে উক্ত বিগ্রহের পরিচারক বা বক্সি নিযুক্ত করেন। তদবধি উক্ত সেনাধ্যক্ষের বংশধরগণ বক্সি উপাধি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার বংশ গ্রামে বক্সিবংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। রাজা জগৎসেনই বিল্বগ্রামের বস্তিস্থাপনা করেন। রাজা জগৎসেন মোগল-সৈন্যদলভুক্ত বহুসংখ্যক উগ্রক্ষত্রিয় এবং মোগল পাঠান সৈন্যগণকে সপরিবারে বিল্বগ্রামে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী খান, মুড়ে, বড়দীঘি, সসঙ্গা প্রভৃতি গ্রামসমূহে বসবাস করান। তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের নিবাস এড়ুয়ার হইতে উপনিষদ-গোত্রীয় সেনবংশীয়গণের জন্য সারুল, মোহনপুর, সাঁকো, বিল্বগ্রাম, সাটীনন্দী, মোগলসীমা প্রভৃতি গ্রামসমূহে যাতায়াতের সুবিধার জন্য এক প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করান। উক্ত রাজপথ এড়ুয়ার হইতে দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া বর্ত্তমানে খানাজংসন রেলষ্টেশনের পার্শ্ব দিয়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড [পৃ. ৩৯৪] নামক বাদসাহি রাস্তা অতিক্রম করিয়া মোগলসীমা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। এড়ুয়ারের সেনবংশীয়গণের জন্য প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত ঐ পথ অদ্যাপি এতদঞ্চলে এড়ুয়ার রাস্তা নামে প্রসিদ্ধ আছে।	Raja Hemanta Sen's son, Raja Jagatsen, was a devout Shaiva. In accordance with his faith he installed an image of Shiva and appointed a commander of his own caste as attendant, or bakshi, of the deity. Since then that commander's descendants have used the title Bakshi, and his line is known in the village as the Bakshi family. It was Raja Jagatsen who founded the settlement of Bilwagram. He settled many Ugra Kshatriyas of the Mughal army, and Mughal and Pathan soldiers, with their families, in Bilwagram and in the neighbouring villages of Khan[o], Mure, Baradighi, Sasanga and others. For the convenience of the Sens of the Upanishad gotra travelling from Eruyar, the home of his forefathers, to Sarul, Mohanpur, Shanko, Bilwagram, Satinandi, Mogalsima and other villages, he built a broad royal road. That road runs south from Eruyar, past what is now Khana Junction railway station, crosses the imperial road called the Grand Trunk Road [p. 394] and reaches Mogalsima. Built mainly for the Sens of Eruyar, the road is still known locally as the Eruyar road.
ঐ এড়ুয়ার রাস্তার পূর্ব্বপার্শ্বে রাজা জগৎসেনের গোচারণের যে বিস্তীর্ণ মাঠ ছিল তাহা অদ্যাপি এড়ুয়ার মাঠ নাম খ্যাত। জগৎসেনের বহুশত গো অশ্ব মেষাদি গৃহপালিত জীবজন্তু ছিল; উক্ত পশুসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য তিনি দামোদরের দক্ষিণস্থ চাগ্রাম অঞ্চল হইতে রায়বংশীয়গণকে আনয়ন করাইয়া বিল্বগ্রামে বসবাস স্থাপনা করান। রাজবংশীয়গণ উক্ত এড়ুয়ার মাঠে রাজা	The large pasture on the east side of the Eruyar road where Raja Jagatsen's cattle grazed is still known as the Eruyar Math (field). Jagatsen had many hundreds of cattle, horses, sheep and other domestic animals; to look after them he brought members of a Ray family from the Chagram area south of the Damodar and settled them at Bilwagram. The Rajbangshis [as printed; probably for "the Rays"] grazed the cattle of

বাংলা	English
জগৎসেন ও তাঁহার বংশধরগণের গোচারণাদি করিত এবং উক্ত পশুসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য তথায় বাস করিত। রাজা জগৎসেন তাঁহার পশুগণের জলপানজন্য এক বিস্তীর্ণ জলাশয় খনন করাইয়া দেন, উক্ত জলাশয় এবং জলাশয়ের তীরবর্ত্তী সুবৃহৎ পশুশালার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। রায়বংশীয়গণ উক্ত পশুশালার ও তৎসংলগ্ন পুষ্করিণীর ভারপ্রাপ্ত থাকায় উক্ত পুষ্করিণী কালক্রমে রায়দীঘি নামে খ্যাত হয়। বাস্তবপক্ষে রায়বংশীয়গণ কখনই উক্ত পুষ্করিণীর মালিক ছিলেন না; উক্ত পুষ্করিণী এবং এড়ুয়ার মাঠ চিরকালই বিল্বগ্রামের রাজা জগৎসেনের বংশধরগণের অধিকারেই আছে।	Raja Jagatsen and his descendants on the Eruyar Math and lived there to tend the animals. Raja Jagatsen had a large tank dug for his animals to drink from; the tank and the ruins of the large cattle-shed on its bank can still be seen. Because the Rays were in charge of that cattle-shed and the adjoining tank, the tank in time came to be called Raydighi. In fact the Rays never owned the tank; the tank and the Eruyar Math have always remained in the possession of the descendants of Raja Jagatsen of Bilwagram.
রাজা জগৎসেনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজা ধর্ম্মসেন তাঁহার পিতৃত্যক্ত সম্পত্তিতে অধিকারী হয়েন। কেবলমাত্র রাজা জগৎসেন ব্যতীত রাজা লাউসেন বা তাঁহার বংশধরগণ সকলেই ধর্ম্মরাজের উপাসক ছিলেন। তাঁহারা নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ শান্ত সনাতন চৈতন্যস্বরূপ নিরঞ্জনের উপাসনা করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে কালক্রমে ধর্ম্মশিলাপূজার বিধি প্রচলিত হওয়ায় রাজা হেমন্ত সেন যে শীতলরায় নামক ধর্ম্মশিলা স্থাপনা করেন রাজা ধর্ম্মসেন সেই ধর্ম্মশিলার পূজাবিধি ও গাজন-মহোৎসবাদির জন্য শীতল সায়র, ধর্ম্মসায়র ও রামসমুদ্র নামক তিনটী প্রকাণ্ড সরোবর [পৃ. ৩৯৫] খনন করান। উক্ত ধর্ম্মসায়রে অদ্যাপি শীতল রায় ধর্ম্মশিলার কামাখ্যা ও ঘটাদি উত্তোলিত হইয়া থাকে এবং শীতল সায়রে ও রামসমুদ্রে ধর্ম্মরাজের গাজন বসিয়া থাকে। সাটীনন্দী এবং বিল্বগ্রামের সেনবংশীয়গণ রাজা লাউসেনের প্রতিষ্ঠিত কুলপ্রথামত অদ্যাপি ধর্ম্মরাজ বা মহালক্ষ্মী ব্যতীত অন্য কোনও দেবদেবীর পূজা করেন না।	After Raja Jagatsen's death his son, Raja Dharmasen, succeeded to his father's property. Apart from Raja Jagatsen alone, Raja Lausen and all his descendants were worshippers of Dharmaraj. They worshipped Niranjan, eternally pure, enlightened, tranquil, everlasting, of the nature of consciousness. As the rite of worshipping the Dharma stone (dharmashila) in time became established within Buddhism, Raja Dharmasen dug three huge tanks, the Shital Sayar, the Dharma Sayar and the Ramsamudra, for the worship and the Gajan festival of the Dharma stone called Shital Ray that Raja Hemanta Sen had installed. [p. 395] To this day the kamakhya [sacred pot?] and ghata (water-pots) of the Shital Ray Dharma stone are drawn up from the Dharma Sayar, and Dharmaraj's Gajan is held at the Shital Sayar and the Ramsamudra. Following the family custom established by Raja Lausen, the Sens of Satinandi and Bilwagram still worship no god or goddess other than Dharmaraj or Mahalakshmi.
রাজা ধর্ম্মসেনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র শ্রীমন্ত সেন তাঁহার পৈত্রিক জায়গীর আদি লাভ করেন। তিনি তাঁহার প্রজাবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ও তাহাদের চাষ-আবাদের জন্য গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে বহু খাল বিল দীঘি ও পুষ্করিণী আদি খনন করান; তন্মধ্যে মুক্ত সায়র, ঘড়িদীঘি, সারদীঘি, বড়পুষ্করিণী ও সানবাঁধা পুষ্করিণীই বিশেষ প্রসিদ্ধ। সায়র, দীঘি ও পুষ্করিণীসমূহের অধিকাংশই অদ্যাবধি বিল্বগ্রামের হাজরা-উপাধিধারী সেনবংশীয়দিগের অধিকারেই আছে।	After Raja Dharmasen's death his son, Shrimanta Sen, succeeded to the ancestral jagirs. For the welfare and comfort of his tenants and for their farming, he had many channels, beels, dighis and tanks dug around the village; of these the Mukta Sayar, Ghari Dighi, Sar Dighi, Bara Pushkarini and the Sanbandha Pushkarini (with masonry steps) are especially famous. Most of these tanks are still in the possession of the Sens of Bilwagram who bear the title Hazra.
শ্রীমন্ত সেন হাজরার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রামজয় হাজরা তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত জায়গীর আদি ভোগ করার পর পরলোকগমন করিলে তৎপুত্র পীরিতরাম হাজরা তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তিতে অধিকারী হয়েন। তাঁহার আমলে এদেশে বর্গীর হাঙ্গামা হইয়া বহু লোকের ধনসম্পত্তি নাশ হয়। রাজা পীরিতরাম তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়া বর্গীগণের বিরুদ্ধে বহুবার যুদ্ধ করিলেও তাহাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া গৃহসংসারাদি ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন এবং পশ্চিমাঞ্চলে তীর্থ যাত্রা করেন। তাঁহার	After Shrimanta Sen Hazra's death his son, Ramjay Hazra, enjoyed the jagirs for his lifetime; when he died, his son Piritram Hazra succeeded to the property. In his time the Bargi (Maratha) raids took place in this country and many people lost their wealth. Though Raja Piritram, with his friends and allies, fought the Bargis many times, he was worn down by their repeated attacks, gave up home and family, became a sannyasi and went on pilgrimage to the west. In his absence the mahals and jagirs were confiscated by the

বাংলা	English
অবর্ত্তমানে মহল-মজকুরাদি জায়গীরসমূহ নবাব-সরকারে রাজস্ব বাকী পড়ায় বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়; যৎসামান্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে। বিল্বগ্রাম অঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে এ সম্বন্ধে এখনও কিম্বদন্তী আছে যে, "হেমন্তসেন গাঁ বসালে শ্রীমন্ত দিলে দীঘি, পীরিতিরাম সব খোয়ালে দেশ লুটেছে ঠগী"।	Nawab's government for arrears of revenue; only a little remained. Among the women of the Bilwagram area a saying about this is still current: "Hemanta Sen founded the village, Shrimanta gave the tanks; Piritiram lost it all, when thugs plundered the land."
পৃ. ৩৯৬	p. 396
পীরিতরামের নাবালক পৌত্র জীবনরাম হাজরার পুত্র কার্ত্তিকচন্দ্র তৎকালে মাতুলালয়ে লালিত-পালিত হইতে থাকেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাতুল-বংশের সাহায্যে বিল্বগ্রামের দক্ষিণ পার্শ্ববর্ত্তী বাদসাহি রাস্তার ধারে ধান্য ও চাউলের একটি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কালক্রমে উক্ত ব্যবসায় এক বিরাট কারবারে পরিণত হয়। তৎকালে রেলপথ না থাকায় উক্ত বাদসাহি রাস্তার সাহায্যে এবং দামোদরনদ বহিয়াই বড় বড় বাণিজ্য পরিচালিত হইত। নানাদেশ হইতে নানাদেশীয় বড় বড় সওদাগর উক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র হাজরার আড়তে মাল সওদা করিতে আসিয়া কার্ত্তিকচন্দ্র হাজরা মহাশয়ের খনিত যে পুষ্করিণীর তীরে আড্ডা লইত, তাহা অদ্যাপি সওদাগর দীঘি নামে খ্যাত আছে। কার্ত্তিক হাজরা মহাশয় কিন্তু অধিককাল এইসমস্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পান নাই। তাঁহার ব্যবসায়ের উন্নতির চরম সময়ে তিনি পরলোকগমন করিলে তাঁহার কর্ম্মচারী ও কতকগুলি আত্মীয়-স্বজন ঈর্ষা ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করিয়া লয়।	Piritram's minor grandson Kartikchandra, son of Jibanram Hazra, was then being brought up at his mother's brothers' home. When he came of age, with the help of his maternal family he started a paddy and rice business beside the imperial road south of Bilwagram. In time the business grew into a huge concern. As there was no railway then, big trade was carried on by that imperial road and down the Damodar. Great merchants from many countries came to Kartikchandra Hazra's warehouse (arat) to buy goods, and the tank dug by Kartikchandra Hazra on whose bank they camped is still known as the Saudagar Dighi (merchants' tank). But Kartik Hazra did not enjoy all this wealth for long. He died when his business was at its peak, and his employees and some of his relatives, driven by envy and greed, appropriated his great wealth.
কার্ত্তিকচন্দ্র হাজরার পুত্র রামচন্দ্র হাজরা তাঁহার পিতার বিপুল কারবার রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়ায় উক্ত কারবার নষ্ট করিয়া ফেলেন এবং পিতৃত্যক্ত অবশিষ্ট সম্পত্তি দ্বারা যাবজ্জীবন অতি কষ্টে কালাতিপাত করেন। তাঁহার জীবনের শেষভাগে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পরলোকগত রাখালচন্দ্র হাজরা মহাশয় কলিকাতায় গিয়া লবণের দালালি-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং ক্রমে ক্রমে তাহাতে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া হাজরা-বংশের অর্থ-কৃচ্ছ্রতা দূর করেন। বাল্যকাল হইতেই রাখালচন্দ্র হাজরা মহাশয়কে দরিদ্রতার সহিত যথেষ্ট সংগ্রাম করিতে হইলেও তিনি কখনও ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হয়েন নাই। ন্যায় ও ধর্ম্মকে জীবনের একমাত্র আদর্শস্বরূপ রক্ষা করিয়া তিনি উগ্রক্ষত্রিয় জাতির তেজস্বিতা, ন্যায়পরতা, [পৃ. ৩৯৭] নির্ভীকতা ইত্যাদি সদ্গুণসমূহের অধিকারী হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই হাজরা-বংশের স্থায়ী উন্নতিসাধন করেন।	Kartikchandra Hazra's son, Ramchandra Hazra, unable to keep up his father's great business, let it go to ruin, and lived all his life in great hardship on what remained of his father's property. Late in his life his eldest son, the late Rakhalchandra Hazra, went to Calcutta, took up salt brokerage, gradually amassed a large fortune, and so ended the Hazra family's financial straits. Though Rakhalchandra Hazra had to struggle hard against poverty from childhood, he never strayed from the path of righteousness. Holding justice and dharma as the one ideal of his life, and possessing the spirit, fairness, [p. 397] fearlessness and other virtues of the Ugra Kshatriya caste, he soon brought lasting prosperity to the Hazra family.
তিনি ক্রমে ক্রমে পৈত্রিক সম্পত্তিসমূহের উদ্ধার-সাধনে যত্নবান হয়েন এবং যে সমস্ত বংশ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বিপুল কারবারের অর্থ আত্মসাৎ করিয়া আপনাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিল তাহাদিগকে দমন করিতে সচেষ্ট হন। তাঁহার এই অভ্যুদয়ে কতকগুলি নীচমনা লোক ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধতা করিতে ষড়যন্ত্র করে কিন্তু শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে রাখালচন্দ্র হাজরা মহাশয় তাহাদের যাবতীয় চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়া আপন সংসারে	He gradually set about recovering the ancestral properties and tried to bring to heel the families that had grown rich by appropriating the wealth of his forebears' great business. At his rise some mean-minded people, out of jealousy, conspired against him; but by God's blessing Rakhalchandra Hazra defeated all their schemes, secured lasting prosperity for his household and subdued his opponents. Though he

বাংলা	English
স্থায়ী উন্নতিসাধন এবং শত্রুপক্ষের দমন করিতে সমর্থ হন। তিনি তাঁহার শত্রুগণকে যথেষ্টভাবে দমন করিয়াও তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় ঔদার্য্যগুণসম্পন্ন ব্যক্তি এ সংসারে অতি বিরল। তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকাসমূহের বনিয়াদের উপর কয়েকটি সুবিস্তৃত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করান এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের খনিত বহু পুষ্করিণীর সংস্কার সাধন করেন।	subdued his enemies thoroughly, he forgave them completely. A man as generous as he is very rare in this world. On the foundations of his forefathers' ruined buildings he built several spacious houses, and he restored many of the tanks his forefathers had dug.
সন ১৩৩২ সালের ৮ই কার্ত্তিক তারিখে ৭৫ বৎসর বয়সে তিনি চারিটী পুত্র, এক ভ্রাতা এবং দুইটী ভ্রাতুষ্পুত্র রাখিয়া অমরধামে গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ৺চারুচন্দ্র হাজরা এবং তাঁহার পত্নী ৺অক্ষয়কুমারী দেবী পরলোকগমন করেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর হইতেই তিনি সংসারের যাবতীয় কার্য্য-কর্ম্মাদির ভার তাঁহার ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র এবং পুত্রগণের হস্তে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া দিয়া সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তায় নিযুক্ত হয়েন এবং তীর্থ-পর্য্যটনাদি ধর্ম্মকর্ম্মে জীবনের অবশিষ্টকাল ক্ষয় করিতে থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ মহাসমারোহে তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গলকামনায় বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ ও স্বজাতি, কুটুম্ব এবং দরিদ্র-নারায়ণাদিকে ভূরি-ভোজনে পরিতৃপ্ত করেন।	On 8 Kartik 1332 BS [late October 1925], aged 75, he passed away, leaving four sons, a brother and two nephews. Shortly before his death his eldest son, the late Charuchandra Hazra, and his wife, the late Akshaykumari Devi, had died. After their deaths he left all the affairs of the household entirely to his brother, nephews and sons, devoted himself wholly to contemplation of God, and spent the rest of his life in pilgrimage and other religious duties. After his death his sons, with great ceremony, performed a vrishotsarga shraddha (with the dedication of a bull) for his welfare in the next world, and feasted his caste-fellows, relatives and the poor lavishly.
পৃ. ৩৯৮	p. 398
রাখালদাস হাজরা মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া বিপুলভাবে সুসম্পন্ন হওয়ায় নিতান্ত ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহার পুত্রগণের বিশেষভাবে বিপক্ষতাচরণ করিতে আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া দেওয়ানী ফৌজদারী বহু মকর্দ্দমার সৃষ্টি হয়। এই বিবাদের শান্তি হইলে পর হাজরাবংশীয়গণ পুনরায় আপন আপন ব্যবসায়-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া ফেলেন। রাখালচন্দ্র হাজরা মহাশয়ের নির্ম্মিত অট্টালিকার পার্শ্বে তাঁহার পুত্রগণ বহু অর্থব্যয়ে অপর একটি দ্বিতল সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করান এবং পল্লীস্থ প্রতিবেশীগণের পানীয় জলের সুবিধার জন্য একটি নলকূপ স্থাপনা করেন। গ্রামবাসীগণের পানীয় জল এবং চাষ-আবাদের সুবিধার জন্য তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের খনিত আরও কতকগুলি পুষ্করিণীর সংস্কার সাধন করেন। গ্রামের পথঘাটগুলি বহুকাল হইতে সংস্কার-অভাবে বিশেষ অসুবিধাজনক ছিল। তাঁহার পুত্রগণ গ্রামবাসিগণের এই অভাব-দূরীকরণার্থ বহু অর্থব্যয়ে গ্রামের রাস্তাঘাটগুলির বিশেষভাবে সংস্কার সাধন করিয়াছেন।	After the death of Rakhaldas [sic: Rakhalchandra] Hazra, because his shraddha and other rites were performed on so lavish a scale, [some people,] consumed with jealousy, began to oppose his sons vigorously. For several years many civil and criminal lawsuits arose. When this quarrel was settled, the Hazras again turned to their own businesses and within a few years had saved a great deal of money. Next to the house Rakhalchandra Hazra had built, his sons built another large two-storeyed house at great cost, and sank a tube-well for their neighbours' drinking water. For the villagers' drinking water and farming they restored several more of the tanks dug by their forefathers. The village roads had long been very inconvenient for want of repair; to remedy this the sons have spent heavily on thoroughly repairing the village roads and paths.
৺রাখালচন্দ্র হাজরা মহাশয়ের পুত্রগণের মধ্যে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র হাজরা প্রথমে কলিকাতার বড়বাজারে লবণ, চিনি, নারিকেল তৈল, কেরোসিন তৈল ইত্যাদি বিবিধ প্রকার পণ্যের এক বিরাট চালানি কারবার স্থাপনা করিয়াছেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ হাজরা এবং কনিষ্ঠ	Of the late Rakhalchandra Hazra's sons, the second, Purnachandra Hazra, first set up a large wholesale forwarding business in salt, sugar, coconut oil, kerosene and various other goods in Barabazar, Calcutta. His third son, Nagendranath Hazra, and

বাংলা	English
পুত্র শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ হাজরা উভয়ে ই-আই রেলওয়ের রাজবাঁধ ষ্টেশনের সন্নিকটে এক জামা-কাপড়ের কারবার স্থাপনা করিয়াছেন এবং তাঁহার চতুর্থ পুত্র শ্রীযুত গগনচন্দ্র হাজরা এবং তাঁহার ভ্রাতা পরলোকগত ৺মাখনচন্দ্র হাজরার পুত্র শ্রীযুত ইন্দ্রনারায়ণ উভয়ে বিল্বগ্রামে একটি বস্ত্র ও ঘৃত চিনি ময়দা ইত্যাদির এক গোলদারী এবং ধান্যের চালানী কারবার পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার সহোদর [পৃ. ৩৯৯] ভ্রাতা শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র হাজরা বিল্বগ্রামে থাকিয়া বিষয়-সম্পত্তি ও তেজারতি কারবার প্রভৃতি দেখাশুনা করিতেছেন। এই বংশ স্মরণাতীতকাল হইতেই দানধর্ম্ম ও পরোপকারিতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ।	youngest son, Narendranath Hazra, have together set up a clothing business near Rajbandh station on the East Indian Railway; and his fourth son, Gaganchandra Hazra, together with Indranarayan, son of his late brother Makhanchandra Hazra, runs a golder (wholesale grocery) for cloth, ghee, sugar, flour and so on, and a paddy forwarding business, at Bilwagram. His own [p. 399] brother, Prahladchandra Hazra, lives at Bilwagram and looks after the property and the moneylending (tejarati) business. This family has been famous from time immemorial for its charity and benevolence.

Notes on uncertain readings

The scans are of uneven quality. Vol. XIV in particular is faint in places, and a vertical strip down the middle of p. 195 (Pratap Chandra Ray) is blank. Readings that could not be confirmed are marked in square brackets in both columns. The main ones are listed here so they can be checked against another copy of the book.

Kundu (vol. II): the famine date is printed “১৭৭৩।৭৪” and kept as printed.

Bijaygobinda Chaudhuri (vol. XIV): p. 108, the name “গোপালদাস” is faint; p. 109, “তাঁ[হার ধারণা?] ছিল” is a conjecture for a damaged phrase; p. 112, the retirement year is printed with a broken first digit (“·৯১৬”) and read as 1916; p. 115, the death date “২০শে কার্ত্তিক ১৩৪০” is faint.

Pratap Chandra Ray (vol. XIV): p. 186, the author's English gloss for the ferry paths (“Ferry-ha…”) is cut off; p. 187, “দাউদপুর বা ([দাদপুর?])”; p. 195, letters in the quoted English preface lost in the blank strip are supplied from context; p. 196, the size of the first Bengali edition (“[?],০০০”) is unreadable; p. 200, the number of editions of the original Mahabharata is missing; p. 203, the line count of the Mahabharata (“২২[০],০০০”) is unclear; p. 210, the last digit of the year the first English part appeared is broken (read as 1883); p. 211 and pp. 215–216, several amounts and princely-state names in the two footnote lists of grants are faint (Assam, Ceylon and the French grant; Udaipur?, Dhrangadhra?, Pithapuram? and one other); p. 214, the names of the Strasbourg and Philadelphia scholars are unclear, and one half-line of Pratap's Sanskrit verse is uncertain; p. 224, the Bishop's name and one word (“[সান্ত্বনা?]”) are unclear; p. 228, the last digit of the Daily Telegraph year is unclear. The entry gives Pratap's age at his second marriage (1885) as 37, which does not fit his stated birth in 1842.

Hazra family (vol. XIV): p. 393, “খান” is probably Khano; p. 394, “রাজবংশীয়গণ” is probably a misprint for “রায়বংশীয়গণ”; p. 398, “রাখালদাস” is as printed (elsewhere রাখালচন্দ্র).

Pal family (vol. XIV): the Krittibasi manuscript date “১৫০২ শকাব্দ” is kept as printed.